সমাজবিভ্রাট

ও

কল্কি-অবতার।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
কলিকাতা।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

১৩২১।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

পাত্র ও পাত্রীগণ।

রাজা বিমলেন্দু

বিধুভূষণ (বৈজ্ঞানিক) নিধিরাম (ডাক্তার) নীলমণি (উকিল) হারাধন (মুন্সেফ)	নব্যহিন্দু ও রাজার বয়স্য
ভূতনাথ (সম্পাদক) চতুরানন (বক্তা)	গোঁড়াহিন্দু।
শিরোমণি চূড়ামণি ন্যায়রত্ন স্মৃতিরত্ন বিদ্যানিধি	পণ্ডিত।

গঙ্গারাম (ব্রাহ্ম)

মিষ্টর দাস (বিলেতফেরত)

গোবৰ্দ্ধন (মিষ্টার দাসের পিতা)

অন্যান্য নব্যহিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিতগণ।

ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবীগণ। বসুমতী।

শীতলা, মনসা, ওলা ও অন্য দেবদেবীগণ।

যক্ষকন্যাগণ ও কনষ্টেবল।

বানর ও বানরীগণ।

ব্রহ্মা, সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মা।

ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী।

কল্কি, বৃহস্পতি, ধর্ম্ম ও অনুচরবর্গ ইত্যাদি।

পদ্যগুলি পড়িবার নিয়ম।

কথোপকথনে শব্দগুলির যেরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে। যেমন 'সমাজ' কথাটি স—মা—জ এরূপ না পড়িয়া সমাজ্ এইরূপ পড়িতে হইবে। পদ্যগুলি অবিকল গদ্যের মত করিয়া পড়িতে হইবে। যদিও ছত্রে ছত্রে মিল আছে, সে মিলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে।

গল্পের আভাষ। (PLOT)

এ প্রহসনে গল্পের ভাগ বড়ই কম। সংক্ষেপতঃ, সমাজ-বিভ্রাট দেখিয়া পণ্ডিতগণ গোঁড়াগণের সহিত মিলিত হইলেন ; অপর দিকে বিলেতফেরত, ও নব্যহিন্দুগণ এক ম্লেচ্ছাচারী রাজার সহিত যোগদান করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন সুরসিক সর্ব্বভুক্ পণ্ডিত রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম বিদ্যানিধি। পণ্ডিতগণ ও গোঁড়াগণ যে দিন রাজাকে ম্লেচ্ছাচার হইতে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বাগানবাড়ীতে আক্রমণ করেন, সে দিন বিদ্যানিধি ও রাজা, বিলেতফেরত ও নব্যহিন্দুগণের সহিত খানায় বসিয়াছিলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ খানিক রাজা ও বিলেতফেরতের সহিত বচসা করিয়া, শেষে সেই সমিতিতে যখন বিদ্যানিধিকেও দেখিলেন তখন পরাজয় অনিবার্য্য দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। গোঁড়াহিন্দুগণ তাহাতেও হতাশ্বাস না দেখিয়া এক মহতী সভা ডাকিয়া বক্তৃতা সুরু করিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতার খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশটুকু জনসাধারণের প্রীতিকর না হওয়ায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া

চলিয়া গেল। পণ্ডিতরা খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে ব্যস্ত, এমন সময়ে শুনিলেন যে রাজা বিলেত যাইতেছেন। এইখানে সমাজ-বিভ্রাট শেষ! এদিকে ইন্দ্রদেব স্বর্গ হইতে প্রতাড়িত হইয়া, মনসাদি দেবদেবীগণ হিন্দুধর্ম্ম প্রচার সত্বেও উপযুক্ত পূজা না পাইয়া, যক্ষগণ রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, বানর বানরীগণ রম্ভাপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, ও বসুমতী পাপের ও অনাচারের ভারে ব্যথিত হইয়া, ব্রহ্মাদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা কল্কি-অবতার হইবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় অভিনয়ে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও তাঁহার কাছে পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলেতফেরতের বিচার হইতেছে।

স্থানে স্থানে দেব দেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায় নহে। গ্রন্থখানির দেখান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবীবিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য্য। কারণ হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট যে, একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে। আর তাহা না হইলেও, বঙ্কিম বাবু ও দীনবন্ধু বাবুর লেখনীপ্রসূত দেবদেবী-বিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি করিতে শোনা যায় নাই এবং যখন "ছিঃ মা কালী তামাসাও বোঝ না" এরূপ রহস্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন এ দীনের দুই এক স্থলে অতি সামান্য রহস্যগুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা 'রাগের কথা'। অতি বিশুদ্ধ হিন্দুও জগন্মাতাকে 'পাষাণী', শ্যামকে 'লম্পট' বলেন অথচ পূজাও করেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এ নাটকের রহস্যগুলি কি নিরীহ।

বর্ত্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অর্থাৎ

পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেতফেরত এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

কোন চরিত্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি বা পত্রিকা উক্ত কথা কাহারও মুখে দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে শুদ্ধ কোন্ পক্ষ হইতে কি কথা বলা হইতেছে তাহাই দেখাইবার জন্য, উক্ত ব্যক্তি বা পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য নহে।

স্থান ও পোষাক।

প্রহসনের স্থান কলিকাতা। দৃশ্য ও পোষাক সমস্ত আধুনিক।

কল্কি-অবতার।

প্রস্তাবনা।

পাঠিকা ও পাঠক! আমার এই নাটক—
প্রহসনই বলুন, পাছে 'না মিষ্টি না টক'
কোন এক রূপসী এ কথা বোলে, করেন রসিকতা;
প্রহসনই বলুন—তা'তে দিবনাক আটক;
—কথা নিয়ে মিছে তর্ক,—আপনাদের কাছে
এ দীনের গুটিকতক নিবেদন আছে।

প্রথমতঃ, গ্রন্থখানি সমাজের চিত্র।
হ'য়েছে অঙ্কিত তা'তে যে সব চরিত্র,
উদ্দেশ্য নয় এ প্রকার, যে ব্যক্তিবিশেষ,
লক্ষ্য করে' তাঁরে করা ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষ।
নিয়ে নব্য বঙ্গ করা একটু রঙ্গ
উদ্দেশ্যটা; হোয়ে' পড়ে সুঙ্গে একটু ব্যঙ্গ,
নেবেন ভালভাবে, তা'লেই চুকে যাবে;
কেন নেবেন উড়োতর্ক নিজের নিজের ঘাড়ে;
বিবাদ বিসংবাদ যতই করেন ততই বাড়ে।

বানিয়ে আহাম্মক, এ বিলেত ফের্ত্তা, ও ব্রাহ্মকে,
বেরোয় কত পদ্য গদ্য,—নানা কথাও রটে ;
তা'তে তারা মারা যায় ?—না তা'তে তারা চটে ?
এ জীবনে আমোদ প্রায়ই দেখি, না মদ
খেয়ে পাওয়া দুষ্কর (প্রবাদ) ; যদি তা না খাওয়া যায়,
(যেহেতু সে স্বাস্থ্যনাশক), আমোদটাও তার পাওয়া যায়,
মন্দই কি ? না হয় একটুকু কাহায়
চড়ই দিলাম, কিংবা দুটো গালই দিলাম, যা হয়,
ভাল, বন্ধুভাবে ;—সে কি মোরে' যাবে ?
—বন্ধুভাবে চড় কি গালে কাহারই বা অরুচি ?
বেশ আমোদ হোল একটা বিনা বেশী খরচে।

দ্বিতীয়তঃ এখন, আপনারা দেখুন,
পড়ুন এই গ্রন্থ, আদি থেকে অন্ত ;
দশ জন ডেকে নিয়েও আনুন ; উপরন্ত,
—বইয়ের কোণা, ধার, মলাট করুন সব তদন্ত ;
দেখ্‌তে পান কি না কোন স্থানে একটা শক্ত,
অন্যায়, কি দ্বেষবান্ মত অভিব্যক্ত।
আমার মত (সে যা'ই হোক্)—এ নাটকেতে দেখান,
উদ্দেশ্যই নয়। "তবে এ জায়গায় এ কেন ?"
"অমুক পাতে এ কথা বা কেন টেনে আনা ?"
—হ্যাঁ—এ রকম প্রশ্ন, তর্ক হোতে পারে নানা।

হ’তে পারে ত উত্তরও এ প্রশ্নেরও বহুত্তরো ;
তার একটি এই—যে হাস্‌তে গেলে ভাই,
(এ নাটকের উদ্দেশ্যটা অনেকটা তাই)
‘এটা বাচালতা’, ‘ওটা মিছে কথা’,
এ রকম ‘বাছবিচার’ কর্ত্তে কিছু নাই ;
দরকার হয়ত একটু রং দেওয়াও চাই।

মানুষের কি রকম একটা গাম্ভীর্য্যের যে অভাব,
ঘুমোচ্ছে কেউ, গিয়ে (তার) নাকে কাটি দিয়ে
অর্থাৎ একটু কষ্ট দিয়েও হাসা তার স্বভাব।
কিন্তু তাই বোলে কারুর কাণ মোলে
দেওয়া উচিত ?—স্ত্রীর বোনরা তাহাই ছাড়েন কৈ ?—
যদিও ওটার আমি পক্ষপাতী নই।

আবার দেখুন যেমন, মানুষের কেমন
নিহিত দুষ্টুমি এ,—যে কেউ যদি ঘুমিয়ে
নাক ডাকায় ;—কিংবা যদি কেউ বর্ষার কাদায়
পিছ্‌লে প’ড়ে বেশ একটু গোলযোগ বাধায় ;
(আর) দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি কেউ থাকে
উপস্থিত, একটু হেসে নেয়ই সেই ফাঁকে।
কিংবা কোন ছেলে সারাদিন খেলে,
গল্প কোরে, দেরি কোরে, পাঠশালায় এলে,
গুরু ম’শায় বলেন যখন “বল্‌ত হতভাগা—

বল্‌ত দেখি,—না বল্‌তে পারিস্ ত আগা
থেকে গোড়া পর্য্যন্ত পিটোব—বল্‌ত রে
'শিবের বাহন কি ?'—কিছু মনস্থ না কোরে,
সে যদি শুধু একটা দেরির ওজোর সুরু
কর্ত্তে গিয়ে, গেঙ্গ্‌রে গেঙ্গ্‌রে বলে—আ—আজ্ঞে গুরু—
গুরু—ম—শায়—" অমনি যা'রা একটু দুষ্ট ছাত্র,
আর গুরু ম'শায়ের নয় বিশেষ প্রিয়পাত্র,
　　চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ; সে হাসির চোটে
গুরুত নেই অথচ তাঁর দোষ নেই মোটে।

　　এই সব নিয়ে　যদি কেউ গিয়ে
গল্প বানায় ; তা হোলে এ সিদ্ধান্তটি দোষবান্,—
যে সে এই মতাবলম্বী, ও মতে আক্রোশবান্।
শুধু একটু মজা করা (বিনা ভাঙ্গ মদ্যে)
মত প্রকাশ কর্ত্তে গেলে কর্ব্ব কি আর পদ্যে ?

　　তৃতীয়তঃ, মানি　এ নাটক খানি
সনাতন প্রথাত্যাগী—প্রায় পদ্যের মতন ;
বিশেষ মিত্রাক্ষরে—বটে, এটা খুব 'নতুন'।
　　আবার মিত্রাক্ষরও　কিছু নুতনতরো ;—
অক্ষরের বিপর্য্যয় গরমিল হোল এ—
এ ছত্রটা তেরোয়, ওটা বিশে, সেটা ষোলয় ;
　　পূর্ব্বতন প্রথা　হ'য়েছে অন্যথা

এরূপে ;—হাঁ অস্বীকার করি না এ কথা।
"গদ্য কি পদ্যয়　আগে বেশ চৌদ্দয়
চেনা যেত ; কি প্রকার হোল আবার অদ্য এ ?
বেল্লিকামি, বেয়াদবি, বে-আক্কেলি সদ্যঃ এ ;
এখন পদ্যের মাত্রাবোধ কি কাণের উপর বিশ্বাস।"
হয়ত বল্‌তে পারেন কেউ বা ফেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
এর উত্তর "ছন্দ　স্থানে স্থানে মন্দ
হোতে পারে, কিন্তু পড়্‌তে স্বাভাবিক নিঃসন্দো' ;
থাকলই বা একটু খানি বেল্লিকামির গন্ধ।"
এর উত্তর এও—"যেটা অভিনেয়
সেটা কতক গদ্যের মত তৈর করাই শ্রেয়ঃ ;
নির্দ্দোষ ও কড়া ছন্দোবন্ধ প্রতি মাত্রায়,
আবশ্যক নেই কথায়, থিয়েটরে যাত্রায়।
তবে গদ্য থেকে　দেখ্‌বেন প'ড়ে একে,
এটা অনেক ফারাক—অর্থাৎ শুন্‌তে একটু মিষ্ট ;
যেখানে তা হয়নি তা সে আমার দুরদৃষ্ট।"

আরও একটি কথা　"নাটকের প্রথা
নয় যে কর্ব্বেন গ্রন্থকার দীর্ঘ ও প্রশস্ত
ক্রিয়াযুক্ত মত ব্যাখ্যা ;—এও একটা মস্ত
বেয়াদবি" হোতে পারে—কেউ এরূপ ক'তে পারে—
কিন্তু বোধ হয় তাঁরা এটা জানেন নাক যে 'আদবেই'

আমি এরূপ মত প্রকাশ মানি নাক 'বেয়াদবি'।
　　এই যেমন, একা　ভাবা, স্বপ্ন দেখা
স্বপ্নে মরা, ওড়া, ধন ও স্ত্রী লাভ হয় সবারই ;
(হয়ত কারো' কারো' কারণ নেই এরূপ হ'বারই ;
　　কারো' কারো' আছেও ত,　আর মরা বাঁচাও ত
অনেক সময় নির্ভর করে এই স্বপ্নের উপরে)—
কেউ আবার এরূপ স্বপ্ন দেখে দিনে দু'পরে।
এখন তার চেঁচিয়ে ভাব্‌তেই হবে ; কিংবা সেই
স্বপ্ন ব্যক্ত কর্ত্তেই হবে ; এরূপ কড়ার নেই।
(আর) দীনের মতে তারে　লেখা যেতেও পারে ;
বিশেষ যখন প্রাসঙ্গিক করে কিছু ব্যাখ্যা ;—
না দেন ত নাই দিলেন এরে নাটক আখ্যা।

　　পাঠক ও পাঠিকা,　কল্লাম এ যা টীকা,
দিবেন আমার 'মেফে' ;　হাসি রাখেন চেপে,
ভালই ; না রাখেন যদি আরো ভালো, কারণ
আমারও সেই উদ্দেশ্য—তায় করি না নিবারণ।
শুধু এক কথা শেষে বোলে হই বিদায়
(লাখ কথার এক কথা) ;—হবেন নাক নিদয়
　　এ দীনের প্রতি ;　তাঁবেদার অতি
বেচারী ; আর আপনারা গরিবের মা বাপ ;
এ বালক নাটক খানি কর্ব্বেন নাক 'কাবাব'।

প্রথম অভিনয়।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—শিরোমণির বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত। দক্ষিণ জানু উঁচু করিয়া তদুপরি দক্ষিণ বাহু প্রসারিত রাখিয়া শিরোমণি ; ও সম্মুখে উপুড় হইয়া চূড়ামণি আসীন।]

শিরো। [হতাশভাবে চূড়ামণির মুখের দিকে তাকাইয়া]
সমাজ আর টেঁকে না যেরূপ গতিক দেখি।

চূড়া। [মাথা নাড়িয়া] নাঃ কোনমতেই না—কেমন করে'ই টেঁকে ?
একে, বহিছে ইংরাজি শিক্ষার খরতর স্রোত ;
তদুপরি প্রবল বাত্যা—থাকে না আর পোত।

শিরো। বিষম সঙ্কট [নস্য গ্রহণ]

চূড়া। শুধু সঙ্কট ?—বাত্যাবিঘূর্ণিত
জীমূত-পটলযোগে—প্রলয় উপস্থিত।

শিরো। উপায় ?

চূড়া। [নস্য লইয়া] উপায় আর কি ?—মহা কলির আবির্ভাব ;
ইষ্টদেবের নাম জপ ; যত দিন এ পাপ

না ঘুচান অবতীর্ণ হয়ে' দেব কল্কি ;
ঘুচাতে এ মনুষ্যের সাধ্য কি,—বল্ কি—

[বিদ্যানিধির প্রবেশ]

বিদ্যা। [উচ্চৈঃস্বরে] কৈ শিরোমণি মশায় কৈ ?—বাঃ এই যে।
[চূড়ামণিকে ঠেলিয়া] কি উভয়ে ধ্যান হচ্ছে হে? কথা নেই যে

শিরো। [মাথা হেঁট করিয়া]
আর কি ভাই মাথা মুণ্ডু—সমাজ টেঁকে না।
তাই ভাব্ছি ভাই, আর সমাজ টেঁকে না।

[দীর্ঘ নিশ্বাস]

বিদ্যা। তা বটে তা বটে। তবে কর্ব্বেন নাক রোষ,
এত—ওর নাম কি—সব আপনাদেরই দোষ।

উভয়ে। [সাগ্রহে] কিসে কিসে ?

বিদ্যা। কিসে ? এত আপনাদেরই শ্রাদ্ধ
গড়াচ্ছে ;—দেখুন দেখি, এমন সুখাদ্য
কুক্কুট—তা ছেড়ে কি না শুক্‌নো পাঁটা আহার !—
কল্লেন যে এ ব্যবস্থাটি—এ দোষটি কাহার ?

শিরো। ও যে ম্লেচ্ছে খায়, ভাই—কুক্কুট ও পেঁয়াজ
খেলে যদি হিন্দু তবে পড়ুক না নেওয়াজ ;

চূড়া। মুসলমান হ'তে তবে বাঁকি রইল কি আর ?

বিদ্যা। [হাত নাড়িয়া] কি আর ? তোমার মাথামুণ্ডু !—শোন
বলি এয়ার,

মুরগী মানুষের খাদ্য করেছেন যে ব্রহ্মা,
প্রমাণ তার দিব খুব চওড়া ও লম্বা।

চূড়া। ওঁ বিষ্ণু! বিদ্যানিধি তুমি নিশ্চয় যবন,
অথবা খেয়েছ তুমি তাহাদের লবণ;

শিরো। আচ্ছা শুনুনই দেখি—কি দেয় ও প্রমাণ—

বিদ্যা। [মাদুর চাপড়াইয়া]
প্রমাণ!—প্রমাণ দেব আমি হিমালয় সমান;
প্রথমতঃ, দেখুন, পাখা দিয়াছেন বিধি
সব পাখীর।—দেন নি কি? [চূড়ামণিকে ধাক্কা দিলেন]

চূড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ বিদ্যানিধি,
বটে বটে।

বিদ্যা। [মুখ নাড়িয়া] কেন? [মাদুরে টোকা দিতে লাগিলেন]

চূড়া। [মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়া] বোধ হয় উড়িবার জন্য।

বিদ্যা। [উঠিয়া গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া চূড়ামণিকে প্রণাম করিয়া]
চূড়ামণি মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য।
আচ্ছা—পাখা দিয়াছেন মুরগীরও;—নয়?
দেন নি কি?—বলুন্ত দাদা মহাশয় [শিরোমণিকে]

শিরো। [একটু বিমনা হইয়া] অবশ্য অবশ্য।

বিদ্যা। তবে পারে না কেন উড়্তে?
বলুন দেখি কেন? [কঠিন সমস্যাসূচক ঘাড় নাড়িলেন]

উভয়ে। কেন?

বিদ্যা। [মাথা ঘুরাইয়া] হুঃ হুঁ—পাল্লেন নাক ফুঁড়্তে

এই প্রশ্ন দাদা মশয়—হঁঃ হঁ—চূড়ামণি,
সোজা কথা—এর উত্তর—ওর নাম কি—ননী ?
খাওয়ার মত সোজা।—তবে বলি, বলি এ—
এ—এ—এটি বিধাতার সঙ্কেত ; বাঃ তলিয়ে
বুঝ্ছেন না ? তিনি দিলেন মুরগীরে এ লক্ষণ,
অর্থ—[সভঙ্গি] মানুষ তারে কাট এবং কর ভক্ষণ।
[উভয়ের হাস্য]

বিদ্যা। নইলে সব পাখী ওড়ে—মুরগী পাখা থেকেও
উড়্তে পারে না বা কেন ? বোঝাতে হয় একেও ?

চূড়া। [নস্য লইয়া] কিঞ্চিৎ কূট বটে।

বিদ্যা। দেখুন আরো ; দ্বিতীয়তঃ,
কুক্কুটের মাংস কেন বিধি কল্লেন অত
রসাল ও মধুর ?

শিরো। [আশ্চর্য্য] হ্যাঁ!! সে কি তুমি তবে
খাও বুঝি !—

বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] তা কি বল্‌ছি—জানি অনুভবে।

[বাচস্পতি, স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন ইত্যাদি পণ্ডিতের প্রবেশ]

বিদ্যা। [হাত বাড়াইয়া] আস্‌তে আজ্ঞা হোক্ হেঁ হেঁ।

স্মৃতি। বস্‌তে আজ্ঞা হোক,

বাচ। কি হচ্ছে সব ?—বিদ্যানিধি লাল কেন চোখ ?

এই যে শিরোমণি ম'শয়—একবারে কোণে ?
কচ্ছেন কি ? [উত্তর না পাইয়া] এতই যে চিন্তাকুলমনে ?

বিদ্যা। কর্ব্বেন আর কি ? কেন দে'ক করেন এঁকে ?
ইনি ভাব্ছেন সমাজটা টেঁকে কি না টেঁকে।

স্মৃতি। কেন ? সমাজ হ'য়েছে কি ?

বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] নাঃ হবে আর কি,
তবে কি না, যায়।—তা সে গেলেই বা কার কি ?

ন্যায়। যাবে কি হে ? কত ধর্ম্ম এল গেল আবার,
এ ধর্ম্ম কি যায় বাপু—এ ধর্ম্ম কি যা'বার ?

[অন্যান্য পণ্ডিতেরা হেঁ হেঁ করিলেন ও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন]

বিদ্যা। স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন মিছামিছি আর [বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া]
নব্যসম্প্রদায়ের কাছে টেকেন না এবার,
জানেন ? রাজা—ওর নাম কি—বিমলেন্দ্র রায়,
আস্চে দুর্গোৎসবে—হুঁ হুঁ—সপ্তমী পূজায়,
দিচ্ছেন সাহেবদের ডেকে ভয়ঙ্কর খানা ;
খাদ্য সব হবে এক হোটেল থেকে আনা ;
আস্চে শ্যাম্পেন—(দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি হেলাইয়া)
সোমরস কোথায় বা লাগে ?
এমন সুধা দেখেনি কেউ আর্য্যাবর্ত্তে আগে।

সকলে। (সাগ্রহে) বটে বটে তা'লেই ত সঙ্কট এবারে,

বাচ। চল যাওয়া যাক্ গিয়ে বোঝইগে তাঁরে—

[হরির মালা হস্তে, দীর্ঘ টিকীসমন্বিত, গলদেশে মালাসুশোভিত
গুম্ফদাড়িবিবর্জ্জিত, নামাবলী উত্তরীয় পরিধেয়ী
গোবর্দ্ধনের প্রবেশ]

[শিরোমণিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম]

শিরো। এই যে শিষ্য যে। কি হে গোবর্দ্ধন দাস !
দীর্ঘজীবী হও।

গোবর্দ্ধন। [দন্তহীন কম্পিতস্বরে] গুরো আজ সর্ব্বনাশ,
অভয় দেন, অভয় দেন।

শিরো। কেন ? হ'য়েছে কি ?

গোব। আর হ'য়েছে কি ? গুরো আঁধার জগৎ দেখি ;
আমার বৃদ্ধের এক পুত্র হরিহর দাস
নিরুদ্দেশ হ'য়েছিল। পরে কত মাস
কোন খোঁজ পাইনি কোরে বিবিধ তল্লাস।
পরে এক দিন চিঠি এল হঠাৎ—কি না—লম্পট
বুড় বাপের টাকা ভেঙ্গে বিলেতে চম্পট !!!
এত দিন তা ভাঙ্গিনি ; ওঃ দয়াময় হরি !—
কাল যে সে বাড়ী ফির্ছে ; এখন কি করি ?

[কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন]

সকলে। এঁ্যা এঁ্যা বল কি গো !

[আশ্চর্য্যে পরস্পরের মুখাবলোকন]

গোব। আর মাথামুণ্ড গুরো !
কি বল্‌বো ! বৃদ্ধ বয়েস—যজ্ঞেশ্বর খুড়ো
ঠিক বলেছিল, বেটা কালি দেবে কুলে,
—দীনবন্ধু—গুরো আপনি শাস্ত্রফাস্ত্র খুলে,
কোরে দি'ন একটা যাহোক ব্যবস্থা, যাহাতে
প্রায়শ্চিত্ত কোরে টোরে উঠ্‌তে পারে জাতে।
—হরিহে, দীনবন্ধু—দুর্গা—শিব শিব [মালা জপন]

শিরো। তাইত, তাইত, এর ব্যবস্থা কি দিব।
যেত যদি রেঙ্গুন মেঙ্গুন, খেত ঘরে বসে'
যা খুসী তাই, দেখা যেত ; কিন্তু শিষ্য দোষ এ
একটু বিশেষ গুরুতর ;—বিলেত যাওয়া ; আর
বিশেষতঃ, সাত সমুদ্র তের নদী পার ;—
এর প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা দেখ্‌ব সেটা ;—
আচ্ছা কুলাঙ্গার !—এমন ভালো মানুষের বেটা
এমনও হয়।

গোব। [উঠিয়া] দেখ্‌বেন গুরো এর ব্যবস্থাটা
দিতে পাল্লে, যথাসাধ্য, একশটি পাঁটা,
বিশটা মো'ষ গুণে মায়ের পায়ে নিবেদিব ;
আর আপনাদের জানেন সবই,—দুর্গা—শিব—
দেব প্রতি জনে, জানেন আমার কথা খাঁটি,
এক এক শ টাকা আর রূপোর থালা বাটি।

সকলে। [হর্ষে, পরস্পরের মুখে সহর্ষে চাহিয়া] নারায়ণ!

[মুখ অবনতকরণ]

শিরো। আচ্ছা যাও, দেখ্‌ব ভালো কোরে,
প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা—এখন যাও ঘরে;

[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান]

বিদ্যা। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বী এই—কত যে এঁর পেটে—
সকলে। যাক্ যাক্ দরকার কি আর ওসব কথা ঘেঁটে;
স্মৃতি। শিরোমণি ভায়া, একটা শীকার পেলে ভালো,
কিছু গাঁটে আস্‌বে।
শিরো। হাঁ হাঁ শীকারটা জাঁকালো
বটে, কিন্তু ভাই এ সব কলিকালের ছেলে,
প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বে নাই বা যদি বলে' ফেলে।
বাচ। তা'লে কর্ব্ব একঘরে।
বিদ্যা। করে' ভারি লাভ হে।
ফিরে এসে রোষ্ট চপ্ বেশী করে' খাবে।
শিরো। তা বটে। এখন ওসব একঘরে করে'
লাভ নাই। ইংরেজমুলুক, খাটে না ত জোর হে;—
বল্‌তে কি সত্যি কথাটা নিজেদের মধ্যে,—
হিঁদুয়ানির অবস্থাটা, বল্‌বে সব বৈদ্যে,
দাঁড়িয়েছে খারাপ; দেখ, আসল পাপ সব বাদ্ দিয়ে,
সমাজটা করেছি খাড়া ভ্রমণ এবং খাদ্যে;—
আরও সেটাও একরকম ম্লেচ্ছের উপর ক্রোধে;

যেন মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ এ ।
মুরগী, পেঁয়াজ, দাড়ি রাখা ইত্যাদি নিষিদ্ধ
মুসলমানী বোলেইত—যারা কৃতবিদ্য
তারা এ সব মান্‌বে কেন ! [চিন্তা]

চূড়া । [হতাশভাবে নস্য লইয়া] কূটপ্রশ্ন, কূট !

শিরো । আমার বোধ হয় হিঁদুয়ানির একটু ছাট ছুট
দরকার হচ্ছে । এই দেখুন বিলেতযাত্রা এ ত
লক্ষণটা ভাল নয় ; দু এক জন যেত
না হয় যেত ;—সবাই গেলে কাকে নিয়ে থাকি ;
তা'লেই একঘরে হ'ল যা'রা রৈল বাকি ।

চূড়া । হা হতোস্মি [নস্যগ্রহণ] তবু আর্য্য ঋষিগণের কথা—
আর সত্যযুগের সব সনাতন প্রথা—[নস্যগ্রহণ]

বাচ । আচ্ছা, আপাততঃ এক পরামর্শ আছে ;
ভূতনাথ খুব গোঁড়া হিঁদু, বক্তা, তার কাছে
যাওয়া যাক্‌ । সে যদিও নব্যহিন্দুদলে
আমাদের হ'য়ে দুকথা বুঝিয়ে বলে ।

[পণ্ডিতদিগের গীত]

ঐ সে দিন নাইরে ভাই আর সে দিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সে দিন আর নাই ;—
ঐ ক্ষত্র হ'ক, বৈশ্য হ'ক, শূদ্র হ'ক—সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিতরে যবে ;
যবে গণ্ডূষে সাগরজল করিলাম পান ;

সবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগরসন্তান ;
যবে দ্বিজপদাঘাতচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি,
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হতেন শ্রীহরি।—
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া। *
ঐ　সে দিন নাইরে ভাই আর সে দিন নাইরে ভাই,
ঐ　ব্রাহ্মণের গৌরবের সে দিন আর নাই ;—
ঐ　গেয়েছিনু যেই দিন সামবেদ গান ;
ঐ　রচেছিনু যেই দিন দর্শন, পুরাণ ;
ঐ　লিখেছিনু যেই দিন মনুর সংহিতা,
ঐ　শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা ;
ঐ　ম্লেচ্ছ নব্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ　অনায়াসে গোব্রাহ্মণে কর্ত্তে চায় জবাই।—
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।
ঐ　সে দিন নাইরে ভাই আর সে দিন নাইরে ভাই,
ঐ　ব্রাহ্মণের আহারের সে দিন আর নাই ;—
ঐ　উঠে গেল যাগযজ্ঞ কলিকালের ফেরে ;
ঐ　প্রণামও করে না শূদ্র দেখি ব্রাহ্মণেরে ;
বরং বিলেত থেকে ফিরে এসে, পাইলে সুবিধা,
ঐ　ব্রাহ্মণেরে জেলে দিতেও করে নাক দ্বিধা ;
আর আমরাই তাদের করি নতশিরে 'সেলাম' ;—
ঐ　কলিকালের মহাঘোরে—এবার আমরা গেলাম।
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।

[ক্রন্দন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত]

* ক্রন্দনটি 'ই' নিশ্বাস ফেলিয়া ও 'য়া' নিশ্বাস টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[স্থান—অমরাবতী। কাল—রাত্রি। ইন্দ্র বসিয়া সুধা-
পান করিতেছেন। চারিদিকে দেবদেবীগণ যথা-
স্থানে আসীন। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত
করিতেছে। পার্শ্বে চিত্ররথ দণ্ডায়মান।]

[অপ্সরাগণের গীত]

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে
নিয়ে আয় তোর নূতন হাসি, গানের পাতা, গানের ফুলে।
বলে, পড়ি' প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে রে ;
মোরা শুধু কুড়োই হাসি সুখনদীর উপকূলে।
জানি নাত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে রে ;
মোরা শুধু বেড়িয়ে বেড়াই—নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি, তারার কিরণ, চাঁদের হাসি রে ;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয় উড়িয়ে দে' এই এলোচুলে।

ইন্দ্র। বাহবা—বেড়ে [সুধাপান] বেড়ে [সুধাপান]

রম্ভা। [হাসিয়া] প্রভু! 'বেড়ে' ঐ গানটা না সুধাটা ?

ইন্দ্র। এই সুধাটা অবশ্য বেশী বেড়ে! আহা আজকাল কি সোমরসই আর্য্য ঋষিগণ তৈর কচ্ছেন!

চিত্ররথ। প্রভু!—এটি সোমরসও নয়, আর্য্য ঋষিদিগের তৈরও নয়।

ইন্দ্র। তবে এ কি ?

চিত্র। এ বিলাতি মদ, নাম—Rum.

ইন্দ্র। উর্ব্বশী! এ কি ইংরাজী সুরা?—হ'তেই পারে না।

উর্ব্বশী। না, তাও কি হয় প্রভু!—রময়তি ইতি রম্ (Rum). ইংরাজেরা শুধু আর্য্য ঋষিগণের মদগুলোর নাম ইংরাজী করে' নিয়েছেন মাত্র। এই যেমন Champagne, কি না সোম-পানীয় অর্থাৎ সোমমদ্যম্। Beer বীরার অপভ্রংশ বৈ আর কি? Madeira আর মদিরা একই; আর Sherry ও দেখাই যাচ্ছে সুরা ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না। দেব বৃহস্পতি এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

সকলে। বাঃ বাঃ কি গবেষণা! বাঃ—

[চিত্ররথের প্রতি হৃৎশোষী দৃষ্টিনিক্ষেপ! যাহাতে চিত্ররথ একেবারে মুষ্‌ড়ে গেলেন]

ইন্দ্র। আমি ত তাই বলি। ঋষিরা নইলে কি কেউ এমন মদ্য তৈর কর্ত্তে পারে। অতএব যখন ঋষিদিগের মান্য অক্ষুণ্ণ রৈল, তখন নর্ত্তকীকুল, পুনরায় গাও—

[অপ্সরাদিগের নৃত্য ও গীত]

প্রেম যে লো মাখা বিষে জনিতাম কি তায়
তা' হ'লে কি পান করে' মরি যাতনায়।
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল বয়;
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

ইন্দ্র। বহুৎ আচ্ছা। আহা! আর্য্য ঋষিগণ কি স্বর্গটাই করেছিলেন! মরে' আছি, বুঝ্লে উর্ব্বশী—মরে' আছি।

উর্ব্বশী। হ্যাঁ, তা বটেইত।

[বেগে বসুমতীর প্রবেশ]

বসু। দেব! ধরাতলে ঘোর বিশৃঙ্খলতা। একটা উপায় বিধান করুন, উপায় বিধান করুন।

ইন্দ্র। [চমকিয়া] কেন? কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বসু। প্রভো, প্রথমতঃ পণ্ডিতেরা আমাকে যাহোক্ বাসুকির স্কন্ধের উপর থাক্বার একটা ব্যবস্থা করে' দিইছিলেন। বাসুকি কিন্তু আজ মোটে সে কথা আমলই দেয় না। বলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসারে তাহার স্কন্ধে আমার কোন প্রকার মৌরশী দাবী নাই। সেত পালিয়েছে। আর, নিরুপায় ভাবে আমি এখন শূন্যে ঝুল্ছি।

ইন্দ্র। [বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে] ঝুল্ছ কি রকম!

বসু। আজ্ঞা হাঁ ঝুল্ছি—এক অলক্ষিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে শূন্যে ঝুল্ছি—এখনকার বিজ্ঞান এই বল্ছে। শুধু তাই নয়, আবার সূর্য্যদেবের চারিদিকে ঘুর্ছি শুন্তে পাই।

ইন্দ্র। সেটা একটু অসুবিধাকর বটে। [মস্তক-কণ্ডূয়ন]

গ্রহগণ। [উঠিয়া] প্রভু, আমরা গ্রহগণ, আমাদেরও সেই দুর্দ্দশা! বিজ্ঞান বল্ছে, আমরাও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুর্ছি। হয় এর কিছু প্রতিবিধান করুন—নয় আপনার চাকরিতে

ইস্তফা [হাত দিয়া ইস্তফা দিলেন]। আমরা ঘুর্‌ব, আবার এখানে হাজিরিও দেব, এ ত পেরে উঠিনে।

চন্দ্র। [উঠিয়া] আর আমি হলেম চন্দ্র, আমাকে কিনা ঐ অপদার্থ বসুমতীটাকে পরিক্রমণ কর্ত্তে বলে। আমি ইন্দ্রের সুধা-ভাণ্ড বহন করি—আমাকে কি না একটা মেয়ে মানুষের আঁচল ধরে' বেড়াতে বলে। উপরন্তু বলে আমি একটা মরা উপগ্রহ মাত্র, এ অপমান অসহ্য ;—অসহ্য।

দেবদেবীগণ। [উঠিয়া কোলাহল করিয়া] আর আমাদের 'মিথ' (myth) বলে' উড়িয়ে দিতে চায়। আমরা এই আপনার স্বর্গ ছেড়ে চল্লাম [উত্থান] এই রইল আপনার অমরাবতী, করুন আপনি রাজত্ব।

ইন্দ্র। আরে রোস রোস, ব্যস্ত হও কেন ? কি বল্‌ছ, মোটেই আমার মাথার মধ্যে সেঁধোচ্ছে না।—কে উড়িয়ে দিতে চায় ?

সকলে। এই বৈজ্ঞানিকগণ ; আবার কে ?

ইন্দ্র। বৈজ্ঞানিকদল কারা ?

বসু। তারা একদল নূতন দ্বিহস্তপদবিশিষ্ট অদ্ভুত জাতি। আর বল্‌তে ভয় হয় প্রভু, তারা আপনাকে রাজ্যচ্যুত কর্ব্বার প্রস্তাব কচ্ছে। বল্‌ছে আপনি এ স্বর্গশাসনে অযোগ্য। তারা একথাও বল্‌ছে যে, আপনি একটি সুন্দর খাদ্য।

ইন্দ্র। [সভয়ে]—এ্যাঁ—আমি—খাদ্য ?—কার খাদ্য ?

বসু। 'আপনি' অর্থ, আপনার রাজ্য। অতএব আপনি যখন খাদ্যই,

তখন অপরের খাদ্য না হ'য়ে বৈজ্ঞানিকগণের খাদ্য হ'লে আপনার মান অনেকটা বজায় থাক্‌বে। তাই, আপনার হিতৈষিতাপ্রণোদিত হ'য়ে—

ইন্দ্র। [উঠিয়া সক্রোধে] বজ্র কোথায়? বজ্র!—

[বজ্রের প্রবেশ]

বজ্র। আজ্ঞা প্রভু মাপ কর্ব্বেন। আমি আর নেই।

ইন্দ্র। [সাশ্চর্য্যে] সে কিরূপ! নেই!—

বজ্র। কৈ আর আছি। বৈজ্ঞানিকেরা বল্‌ছে যে, আমিও যে বিদ্যুৎও সে। আমি চল্লুম। [প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্র। শোন শোন! না হয় তুমি বিদ্যুৎই—

বজ্র। না, আমি কিছুই না। বুঝ্‌লেন না, বিদ্যুৎই আছে, আমি নেই।

ইন্দ্র। সেকি! আচ্ছা বিদ্যুৎ কোথায়?

বজ্র। Franklin সাহেব ঘুড়ি উড়িয়ে তাকে ধরে' নিয়ে গিয়েছে। সে এখন Eden Gardens‑এ আলো দিচ্ছে।

[প্রস্থান]

ইন্দ্র। আচ্ছা আমি যাচ্ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে, দেখি—এর প্রতিবিধান আছে কি না। বজ্রও আমাকে ত্যাগ কল্লে।

বায়ু। (সব্যঙ্গস্বরে) আর এক বজ্র নিয়ে কর্ব্বে কি? বৈজ্ঞানিকেরা যে Maxim gun করেছে—মিনিটে ৫০০ বার আওয়াজ হয়।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] এ্যাঁ—

অগ্নি। "এ্যাঁ" কি ?—ঘুমোও, তুমি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও—কেবল দিবারাত্র রম্ভা আর উর্ব্বশী—উর্ব্বশী আর রম্ভা—ঘুমোও—

ইন্দ্র। আচ্ছা দেখ্‌ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে গিয়ে—

বায়ু। তাঁর কাছে যাবে কি, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকেই বড় মান্‌ছে!

ইন্দ্র। [একবারে আকাশ থেকে পড়িয়া] এ্যাঁ—

যম। বেটা সম্পদে শুধু সম্ভোগ আর বিপত্তৌ মধুসূদন। বীর ত ভারি, কেউ স্বর্গ আক্রমণ কল্লেই মার দৌড়; বজ্রও গ্যাছে এখন কর্ব্বে কি। বেটাকে ছুঘা দিয়ে দেব নাকি।

অগ্নি। হ্যাঁ মার বেটাকে। বেটা কাপুরুষের চরম।

ইন্দ্র। ওমা বলে কি সব, বজ্র কোথা! [পলায়নোদ্যত]

সকলে। মার বেটাকে—

ইন্দ্র। ওরে বাবারে [পলায়ন]

সকলে। মার্ মার্ মার্ [পশ্চাদ্ধাবন ও নিষ্ক্রান্ত]

[নর্ত্তকীদিগের গীত]

ঐ যায় যায় যায়,—
পড়ে' এ, কলির ফেরে সবই যে রে—ভেঙ্গে চুরে ভেসে যায়।
ঐ যায়, ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথ চিৎ;
ঐ যায়, দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হ'য়ে যায়রে মিথ্ (myth);
ঐ যায়, রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে;—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র; দিবারাত্র টানাটানি তাঁরেও শেষে।

ঐ যায় ৮৪ নরক সপ্ত স্বরগ—এক সঙ্গে মিশি ;
ঐ যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ব্যাস নারদ ঋষি ;—
ঐ যায় গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি ;—
রৈল শুধু আপিস, থানা, হোটেলখানা, রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।
ঐ যায় পুরাণ, তন্ত্র, বেদমন্ত্র, শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে ;
ঐ যায় গীতামর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম উড়ে ;
রৈল শুধু ডারুইন, মিল, আর গেটে শিলার—ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়া' ;
রৈল শুধু ভার্য্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ, জলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

[স্থান—ভূতনাথের বহির্ব্বাটী। কাল—বৈকাল। ভূতনাথ,
চতুরানন ও রাধা, শ্যাম, হরি ইত্যাদি গোঁড়া
হিন্দুগণ একটি ফরাসে নানারূপে উপবিষ্ট।
সম্মুখে হুঁকা, গুড়গুড়ি ইত্যাদি।]

চতু। [হাই তুলিয়া] কাজ নেই, কর্ম্ম নেই,—কাঁহাতক কাটে বসে আর হাঁই তুলে ?—সময়টা হাঁটে ঠিক যেন সুঁয়োপোকা। বসে কিই বা করি !—

['তা না না না' করিয়া গানের সুর করণ]

ভূত। 'করা'—তাইত। তামাক দেরে;—তাকিয়াটা হরি সরিয়ে দেও ত—[তাকিয়া গ্রহণ] তামাক দেরে—

হরি। [সস্মিতমুখে, বোধ হয় তিনি গত বাজি জিতিয়াছিলেন] আর একবার হবে?

চতু। [বিরক্তভাবে] কি? পাশা?—কত খেল্‌বো?

হরি। কি আর কর্ব্বে তবে।

[বিদ্যানিধির প্রবেশ ও ক্রমে উপবেশন]

চতু। [সুর করিয়া] এস এস বঁধু এস, আধ ফরাসে বোসো;
কিনিয়ে রেখেছি কল্‌সি দড়ি; (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতি নও, ঘোঁড়া নও,
যে সোয়ার করিয়ে ঘাড়ে চড়ি।
তুমি চিড়ে নও বঁধু, তুমি, চিড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে;
যদি তোমায় লেজ একটা দিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

শ্যাম। এস বাপধন এস—ভাব্‌ছিলাম বাবা,
সময় কি রকম কাটে—

বিদ্যা। ওঃ তাই নিয়ে ভাবা?—
পরনিন্দা কর না হে আধ্যাত্মিক ভাবে
সময়টা সন্ধ্যাতক বেশ কেটে যাবে। [ধূমপান]

ভূত। [নিশ্বাস ছাড়িয়া]

এলে গিইছি পরনিন্দা করে' করে' নিয়ত ;

গুড়গুড়িটা বিদ্যানিধি একবার সরিয়ে দিও ত।—

[বিদ্যানিধি তদ্রূপ করিলেন ও শুইয়া পড়িয়া ভূতনাথের ধূমপান]

বাকি আছে কে আর এই দুনিয়ার পারে,

অন্ততঃ তিন শ বার পাঠাইনি যারে

জাহান্নমে—

হরি। হাঁ৷ একটা কথা গিইছিলাম ভুলে।

সকলে। [ব্যগ্রভাবে] কি? কি?

হরি। [হাসি চাপিয়া] ভারি মজা!—বল্‌ব?

চতু। বল না হে খুলে।

হরি। [গূঢ়ভাবে] ফিরেছে বিলেত থেকে গোবর্দ্ধনের ছেলে।

[বিদ্যানিধি ভিন্ন সকলে] বটে বটে! ব্যস্‌ তারে দেও জাতে ঠেলে।

ভূত। গোবর্দ্ধনকে শুদ্ধ।

হরি। [করুণাপ্রকাশক স্বরে] কেন, বেচারির কি দোষ?

ভূত। দোষ?—সমূহ দোষ ;—ওঠ—

[উঠিয়া চাদর গায়ে দিলেন]

বিদ্যা। [চাদর ধরিয়া টানিয়া] আরে বোস বোস ; ব্যস্ত কেন?

ভূত। [ক্রুদ্ধ স্বরে] কর তারে একঘরে—[উপবেশন]

চতু। [উত্তেজিত স্বরে] পুড়োক্‌ কোট পেণ্টেলুন—[হর্ষে তাঁহার প্রায় চক্ষে জল আসিল]

শ্যাম। গোবর থাক্—[অগ্রসর হইলেন]

রাধা। [অগ্রসর হইয়া ; সে শারীরিক ক্রিয়ায় একটি হুঙ্কার পতন]
　　মাথা মুড়োক্—

ভূত। ঘোল ঢালুক্ [তাঁহার গায়ে আগুন পড়িয়াছিল, ঝাড়িলেন]

চতু। আর হোক্ সব ব্রাহ্মণদের ডাকা—
　　দেক রূপোর থালা আর এক এক শ টাকা।

ভূত। তা ত দেবেই।—নেব কি হে না করে' জথম—

শ্যাম। কর দলাদলি—[ফরাস চাপড়াইলেন]

রাধা। [তাকিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া] একটু পাকাপাকি
　　রকম—

ভূত। হেঁঃ সময় কাটা ?—ফুঃ—এও নিয়ে ভাবে ?
　　এখন তুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।

হরি। দু দশ দিন ?—একটি মাস কেটে যাবে বেশ।

চতু। এক মাস কি ? একটি বছর।—এর শেষ
　　না দেখে ছাড়া হবে না—
　　[ফরাস চাপড়াইয়া] বিদ্যানিধি তুমি
　　দুনিয়ার খবর রাখ জুড়ে ভারতভূমি,
　　রাখনি ক বাড়ীর পাশে জবর খবর হেন !

বিদ্যা। [তিনি এতক্ষণ প্রতি বক্তার পানে তাকাইয়া মুচকি
　　হাসিতেছিলেন] রাখিনি কি তবে এটা ভুয়ো খবর
　　　　　　[ফরাসে টোকা দিতে লাগিলেন]

সকলে। [বিদ্যানিধির দিকে মুখ বাড়াইয়া] কেন ?

বিদ্যা। [বিজ্ঞভাবে] কেন আর? তোমাদের এ মিছে গণ্ডগোল;
সে ছেলে কি তেমন? ঢাল্‌বে তার মাথায় ঘোল!
অবিলম্বে—ওর নাম কি—তোমাদেরই মাথায়
ঘোল ঢাল্‌বে—ঘোল খাওয়াবে—পেলে পরে হাতায়।

সকলে। [ভীতস্বরে] সে কি গো!

বিদ্যা। [আত্মবিশেষত্ব বুঝাইতে আগাইয়া বসিলেন]
একবারে সে তেরিয়া মেজাজ,
তার পূর্ব্বকার 'ইস্কুল ফেরেণ্ডরা' আজ
সকালে গিইছিলেন সব দেখা কর্ত্তে যেই;
সে বল্লে 'বাবু লোক কো বোলো, ফুর্‌সৎ নেই';
ইরির মধ্যেই বাড়ীতে সে মহা হুলস্থূল,
লাগিয়ে দিয়েছে—বুড়ো বাপ্‌কে বলে 'ফূল',
কারণ, সে বল্‌ছিল "বাবা প্রায়শ্চিত্ত করে'
আমার সোণার ঘরের ছেলে ফিরে এস ঘরে।"
—শিরোমণি গিইছিলেন—বোল্লেন কত বোঝায়ে—
কোরে দিল 'হুট্', ছেলে বুঝি বড় সোজা এ?
প্রায়শ্চিত্ত—ওর নাম কি—বল্লে—"আমি আগে
ছিলাম যে এ সমাজে ঘুম হয় না সে রাগে।"

ভূত। এঃ ছেলেটা গোল্লায় গেছে;

চতু। [তাকিয়া হেলান দিয়া] একবারে অজ।

বিদ্যা। অজ না হে—ম্যাজিষ্টর—কবে হবে জজ।
সামলাও আগে—ওর নাম কি—নিজের নিজের শির,

কবে চেয়ে দেখ্‌বে নেই, তখন চক্ষুঃস্থির
আর কি—হেঁঃ—প্‌ [চুমকুড়ি]

সকলে। [ভীতস্বরে] কেন?

বিদ্যা। কেন আবার? তুলিয়ে
কোন্ দিন দেবে কারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে;

[সকলে স্ব স্ব মস্তকে হাত দিয়া তাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়া লইলেন]

বিদ্যা। প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বে—ওর নাম কি—নিয়ে লাঠি
বাগান বাড়ীর জিনিষ পত্তর—সিন্দুক, তক্তা, পাটী,
তোষক, বালিশ, বাসন কুসন ফেলে দিচ্ছে টেনে;
বলে 'ল্যাজারসের' বাড়ী থেকে জিনিষ এনে
ঘর সাজাবে সে দশ হাজার টাকা দিয়ে।
প্রায়শ্চিত্ত!—ভাল যে সে করেনি মেম বিয়ে।

শ্যাম। [ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া]—
তবেই ত, ফস্কে গেল সব মতলব সবার,

রাধা। ফস্কে গেল শুধু!—আর কথাটি নেই ক'বার;

ভূত। [হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িয়া]—
নেও কি কর্ব্বে কর। ফুরিয়ে গেল হুজুগ—
এখন সবাই নিজে নিজে নিজের কর্ম্ম বুঝুক্;

[গুড়গুড়ির এতক্ষণ অনাদৃত নল মুখে দিয়া টানিলেন ও নির্ব্বাণ কলিকা হেতু ধূম না পাইয়া ফেলিয়া দিলেন]

হরি। কেন? গোবর্দ্ধনকে তবে কর না একঘরে।

বিদ্যা। বাপের পৃথক্ সাবেক বাড়ী আছে যে সে, হরি ;

হরি। একটা কিছু করা চাই ত।—নইলে কি করি।

ভূত। [পুনর্ব্বার ভুলিয়া নল মুখে করিয়া ও রাখিয়া]—

না না ওটা রেখে দেও, ওটা গেছে ফেঁসে ;

আর কেউ কিছু জানো!—না সে ছেলে সর্ব্বনেশে,

বোঝা গেছে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে,

চায় না প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে। সহানুভূতি কার হয় এ

বিলেত ফের্ত্তার সঙ্গে ?—গেছে একবারে ব'য়ে—

চতু। আসে এরা সব এক এক জানোয়ার হ'য়ে।

ভূত। রোস না হে দিচ্ছি একটা 'আর্টিকেল' ঝেড়ে।

গোঁড়া হিন্দুগণ। হাঁ হাঁ দেও ত একটা—বেশ বলেছ হে,—বেড়ে!

[শিরোমণি আদি পণ্ডিতগণের প্রবেশ]

শিরো। ওহে ভূতনাথ বাড়ী আছ ?

ভূত। এই যে আসুন [সকলের যথারীতি প্রণাম]

শিরো। [সকলকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া] বিদ্যানিধি কোথ্ থেকে ?

বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] এই আমার অন্নপ্রাশন—

এঁদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তে এইছিলাম আমি।

স্মৃতি। নিজেই যে—

শিরো। না না এখন রাখো ফাজ্‌লামি—

আমরা এলাম জান্তে যে কি কোন উপায় আছে

যা'তে এই দুর্বিপাকে হিন্দুধর্ম্ম বাঁচে!

বাচ। তোমরা ত সব ইংরাজীতে এক একটি জজ,

বিদ্যা। আর হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানে এক একটি অজ ;

শিরো। চুপ কর বিদ্যানিধি—বোধ হয় কি কারো,

হিঁদুয়ানীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারো ?

ভূত ও চতুরানন। [একত্রে সাগ্রহে] এখনই, এখনই ; শুধু এই—

চূড়া। সাধু সাধু। [নস্যগ্রহণ]

বিদ্যা। বেঁচে থাক বাপধন বেঁচে থাক যাদু।

এমনি একটা ব্যাখ্যা দেবে যা'তে অমনি সটাং

নব্য হিন্দু—ওর নাম কি—হয় চিৎপটাং।

ভূত। আমি প্রচার কর্ব্ব চকমকি, সাজি মাটি,

বল্‌ব গর্হিত সাবান আর দেশলাই-কাটি।

যত সব, বিলেত-ফের্ত্তাদের গাল' দেব ঝেড়ে,

বিদ্যা। অবশ্য যতক্ষণ 'পুলিস' না আসে তেড়ে।

চতু। আমি বল্‌ব এ জগতে আমরাই ধন্য,

আর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে অন্য সব বন্য।

বিদ্যা। [ঘাড় নাড়িয়া] ই'তে যদি হিন্দুধর্ম্ম না বাঁচে, নিঃসন্দ',

হিন্দুধর্ম্মের কপালটা নিতান্তই মন্দ।

চতু। এ বিষয় প্রমাণ দিব মোক্ষমূলর থেকেই—

[আল্‌মারি হইতে একখানি কেতাব আনিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন]

স্মৃতি। হুঁঃ আসল শিক্ষা যা সে বলে একেই,

বিদ্যা। [মাথা কাৎ করিয়া] বইখান ধরেছ বাবা বেশী কাৎ করে',

দেখ আধ্যাত্মিকতাটা গড়িয়ে না পড়ে।

শিরো। আচ্ছা তবে এখন আসি [উত্থান]

বাচ। দেখ সবাই দেখ,

হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপে টেনে টুনে রেখ। [পণ্ডিতদের প্রস্থান]

চতু। এ একটা মন্দ নয়, আধ্যাত্মিকভাবে

এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।

ভূত। আমারও কাগজে অনেক লিখ্‌বার জিনিষ হ'ল,

হরি। কাগজও বেশ কাট্‌তি হবে। ওঠা যাক্ চল। [নিষ্ক্রান্ত]

[বিদ্যানিধির গীত]

বলি ত হাস্‌ব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে;

কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে; [হাস্য]

পাহারা-তাড়াহত থতমত অঞ্চলস্থ স্ত্রীর;

ও, ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর;

যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায়,

তখনও হাসির চোটে বাঁচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায়। [হাস্য]

যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রীবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে—

একটু ইংরাজি পড়ে', কেহ চড়ে বিজ্ঞানের ঘাড়ে—

কোর্ত্তে এক-ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া;

তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভরে' ছেড়ে প্রাণের মায়া। [হাস্য]

নিয়ে কেউ বৈদ্যুতিকী পক্ক টিকি ভাগবত পড়ে;

যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে;

যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরে হরির মালা;

তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন্—

[হাস্য ও দৌড়]

চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—কলিঙ্গা ষ্ট্রীট। কাল—প্রভাত।

মনসা, শীতলা ও ওলা আসীনা।]

শীতলা। এবার ভোজ!

ওলা। দস্তুর মত ফলার!

মনসা। কৈ? আমি ত কিছুই দেখিনে।

শীতলা। আমি ত নিশ্বাস ফেল্‌বার অবসর পাই নে।

ওলা। নিশ্বাস!—আমি মর্ব্বার অবসরটুকু পাই নে।

মনসা। সেটা দুঃখের বিষয়। তা এ আর বেশী দিনের জন্যে নয়। কল্‌কাতায় যে ডাক্তারের ধূম।

শীতলা ও ওলা। [একত্রে] তারা কর্ব্বে কি?

মনসা। কর্ব্বে আর কি!—তবে কল্‌কাতা সহরে এত রকম 'প্যাথ'র অধিষ্ঠান হ'য়েছে—কল্‌কাতায় যে মানুষ বেঁচে আছে, এইটেই বিস্ময়ের কথা।

শীতলা ও ওলা। হুঁঃ—তারা কর্ব্বে কি!

মনসা। নব্যহিন্দু যে ঘোরতর অনাধ্যাত্মিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন কলেরা হ'লে ওলাবিবিকে পূজো দিয়ে মরা অপেক্ষা, তবু

ডাক্তার ডেকে বাঁচ্‌বার চেষ্টা করাটা লোকের এক রকম রোগ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

ওলা। এ্যাঁ—সে কি গো!

মনসা। আর ডাক্তাররা 'ভ্যাক্‌সিনেশন্‌' নামক এক প্রকার ঔষধ বের করে' বসন্ত লোপ কর্ব্বার চেষ্টা ক'র্‌ছে।

শীতলা। সে কি বল!

মনসা। আমাদের শীঘ্রই বোধ হয় পথ দেখ্‌তে হচ্ছে।

শীতলা ও ওলা। সে কি?—তবে উপায়!

মনসা। উপায়—হিন্দুধর্ম্মপ্রচার। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মটা সাবেক আকারে পুনর্ব্বার খাড়া করা শ্রেয়ঃ নয়! ব্রহ্মা আদি দেবগণ যেরূপ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, সেইরূপই ঘুমোন্‌। তাঁদের জাগিয়ে কাজ কি?

শীতলা ও ওলা। [বিজ্ঞভাবে] ঠিক।

মনসা। আর আজ কাল তাঁদের খোঁজ খবরই বা রাখে কে। তাঁরা যদিও হলেন আমাদের ওপরে, কিন্তু তাঁদের চেয়ে লোকে এখন আমাদেরই বেশী ডরায়।

শীতলা। এই লাট সাহেবের চেয়ে লোকে যেমন পুলিশকে ডরায়।

মনসা। হ্যাঁ ঐ রকম।

ওলা। কিংবা যেমন রোদের চেয়ে লোকে তপ্ত বালিকে ডরায়।

মনসা। হ্যাঁ ঠিক্ ঠিক্।—সেই রকম। তাই বল্‌ছি তাঁদের ঘুমোতে দেও। আর কেউ যদি তাঁদের পূজো করেই, ত করুক, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য দক্ষিণাটি পেলেই হোল।

উভয়ে। চল তবে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করা যাক্।

মনসা। রোস, আমি অন্য দেবদেবীদেরও ডেকে নিয়ে সব আসি।

[প্রস্থান]

শীতলা। বেশ বলেছে মনসা।

ওলা। বেশ বলেছে ভাই!

[ক্রমে ঢাক ঢোল চড়বড়ি ইত্যাদি বাজনা সহ নানা মর্ত্ত্যদেবদেবী লইয়া মনসার পুনঃ প্রবেশ]

মনসা। এই বার চল আমরা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে বেরুই।

[সবাদ্য গীত ; গাইতে গাইতে গমন]

ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হো কার্ত্তিক গণপতি ;
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ;
আর শচী, উষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম ;—
ঐ সবই আছে ;—হিন্দুধর্ম্ম তবে কিসে কম।—
[কোরাস্] ছেড়ো নাক এমন ধর্ম্ম ছেড়ো নাক ভাই ;
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম্ম নাই।
[বাদ্য] তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ ডুম্।
ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর ;
হ'ন নিত্য নিত্য উদয় নব নব অবতার ;
দাদা বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর।—
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]

আছে　বানর, কুমীর, কাঠবিড়ালী, ময়ুর, পেঁচা, গাই ;
আর　তুলসী, অশথ, বেল, বট, পাথর—কি এ ধর্ম্মে নাই ?
দেখ　বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি 'বেবাক্' ;
সবই　রোগের ব্যবস্থা আছে—কিছু যায় নি ফাঁক।—
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]
হয়　ত্রিভুবন স্তব্ধ শুনে গাণ্ডীবের শব্দ ;
আর　হনুমানের বগলেতে স্থর্য্যিমামা জব্দ ;
আর　গোপীসহ কুঞ্জে কেলি করেন কানাই ;
দাদা　অদ্ভুত আদি,—বীররস—তোমার বলনা কি চাই ?
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]
যদি　চোর হও, ডাকাত হও—গঙ্গায় দেও ডুব ;
আর　গয়া, কাশী, পুরী যাও—পুণ্যি হবে খুব ;
আর　মদ্য মাংস খাও যদি হয়ে পড় শৈব ;
আর　না খাও যদি বৈষ্ণব হও ;—এর গুণ কত কইব !
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]　　　　[নিক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য।

[স্থান—রাজার বহির্বাটী। কাল—রাত্রি। চেয়ারে বিধুভূষণ, নিধিরাম, নীলমণি ও হারাধন ও অন্যান্য নব্যহিন্দু আসীন। সম্মুখে টেবিলে ডিনারের আয়োজন। নেপথ্যে মধ্যে মধ্যে পূজার বাজনার শব্দ পাওয়া যাইতেছে]

[নব্যহিন্দুদিগের গীত]

যদি জান্‌তে চাও আমরা কে

আমরা Reformed Hindoos

আমাদের চেনে নাক যে

Surely he is an awful goose.

কেন না আমরা Reformed Hindoos.

It must be understood

যে একটু heterodox আমাদের food ;

কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টা, 'ও'টা, 'সে'টা যখন we choose—

কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,

তা'লে you are an awful goose.

আমাদের dress হবে English কি Greek

তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক ;

আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা বলে সব superstitious ও obtuse
—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali ;
করি English ও Bengaliর খিচুড়ি বানিয়ে conversationএ use—
কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

মোটা তাকিয়ায় দিয়া ঠেস
আমরা নবাবী করি বেশ ;
আর among friends সব মুরুব্বিদিগে করি খুব hate ও abuse—
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার ;
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists,
the Mohamedans, Christians & Jews—
কিন্তু বিয়ের পৈতের হিঁদু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

About female education,
ও female emancipation,
আর infant marriage আর widow-remarriage
আমাদের খুব enlightened views ;

কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,

তা'হলে you are an awful goose.

You are not far wrong if you think

যে আমরা করি একটু বেশী drink ;

কিন্তু considering our evolutionএর state

আমাদের morals নয় খুব loose ;

আর about morals we care a hang if you think,

তা'হলে you are an awful goose.

From the above দেখ্‌তে পাচ্চেন বেশ

যে আমরা neither fish nor flesh ;

আমরা curious commodities, human oddities,

denominated 'the Baboos' ;

আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি কিন্তু কাজের সময় সব ঢুঁ ঢ'-s

আমরা beautiful muddle, a queer amalgam

of শশধর, Huxley, and goose.

[বিদ্যানিধির প্রবেশ]

বিধু। কি হে বিদ্যানিধি তুমি এত দেরি করে' !

নিধি। এতক্ষণ ছিলেন বোধ হয় আফিঙের ঘোরে ;

হারা। ও সব ছাড় বিদ্যানিধি—গাঁজা-গুলি চরস্

এ সব চেয়ে হুইস্কি সোডা শতগুণে সরস ;

বিদ্যা। তা আর বল্‌তে !—তবে কি না নানান্ দলে মেশা,

তাই কাজেই কর্ত্তে হয় নানান্ রকম নেশা ;

[গ্লাসে সুরা ঢালিয়া পান]

[রাজার প্রবেশ]

রাজা। এই যে সব। কতক্ষণ ?—বিদ্যানিধি গুরু
কটি গ্লাস পার কল্লে ?

নিধি। এই সবে সুরু—

হারা। এখনও নতুন কি না ক্রমে বোতল স'বে।

বিধু। ক্রমে ও একজন পাকা হুইস্কিখোর হবে।

রাজা। দাস কোথায় ?—তাঁকে কাল ত invite করে' এইচি।

নীল। তা—ই—ত—[মস্তক-কণ্ডূয়ন]

বিধু। তা তার সঙ্গে দু' একবার ত খেইচি।

নিধি। তা কেইবা টের পাবে ?—বেশ খাওয়া যাবে বৈকি।

হারা। বিদ্যানিধি সহায় যখন, তখন আর ভয় কি ?

বিদ্যা। হঁঃ আজ কাল তাদের সঙ্গে কে'ই বা খায় না—

বিধু। তাদের সঙ্গে এ সব খানা খেলে 'জাত' যায় না।

রাজা। তার স্ত্রীটি, বিদ্যানিধি, দেখ্‌তে বড় খাসা।

বিধু। তাই তাঁর বাড়ী তোমার এত ঘন যাওয়া আসা—

রাজা। কিন্তু মিসেস্ দাস একটু বেশী bashful যেন।

হারা। আমাদের introduce করে' দেয় না কেন?

[দাসের প্রবেশ]

রাজা। এই যে দাস—[অভিবাদন]
বোস ; না না,—এস, আমার এই
দু' এক বন্ধুর সঙ্গে introduce করে' দেই—

[দাসের সকলের সঙ্গে অভিবাদন]

রাজা। [নেপথ্যে চাহিয়া] এই জল্‌দি খানা লে আও—

[নেপথ্যে] বহুত আচ্ছা—হুজুর।

[ক্রমে খানা আনয়ন ও সকলের খানা খাইতে আরম্ভ ;
নেপথ্যে পূজার বাজনা]

দাস। [কাণে হাত দিয়া]

ওঃ কি barbarous এই বাজনা এ সব পূজোর!
বিলেতেতে হ'লে এরে public nuisance
বলে' নালিশ চল্‌ত—Well Rajah do you dance?

রাজা। ভাল partner পেলেই আমি খুব ভাল নাচি,

বিধু। ভাল partner পেলে আমরাও নাচ্‌তে রাজি আছি।

দাস। [বিধু বাবুকে] Well, আপনারা শুনি তালগাছ সমান
Reformed ; কিন্তু তার দেন কৈ প্রমাণ?

বিধু। কেন?—টিকি নেই ; এত মুরগীর প্রভাব ;
কোট পেণ্টেলুন—তবু সংস্কারের অভাব!
স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এ সব নিয়ে অনিবার,
Speech দেই এমন কি প্রায়ই প্রতি শনিবার—

বিদ্যা। অমন অমন 'লেক্‌চর'—হুঁঃ, শুনি আমি ঢের,—
নিজের স্ত্রীকে বন্ধ করে' পরের স্ত্রীকে বে'র।

নিধি। সে আর বেশী দিন নয় ; স্ত্রীরা এখন খুঁজে
নিজের নিজের পোঁটলাপুঁটলি নিচ্ছে বেশ বুঝে।

হারা। দুদিন পরে বাড়ী থেকে মেরে ধরে' ভাই—
স্বামীদের তাড়িয়ে না দিলে বেঁচে যাই—

রাজা । এতদূর না কি ?—বিদ্যানিধি,—খাচ্ছ কৈ ?

বিদ্যা । এই যে খাচ্ছি বৈকি—এই খানসামা—ঐ
　　—ওর নাম কি—শ্যাম্পেন আর এক গেলাস ঢালো ;

বিধু । যাই বল, বিদ্যানিধি লোক অতি ভালো ।

নীল । ভাল বোলে' !—বল্‌তে গেলে এ ত ওঁরই জোরে
　　খাচ্ছি আমরা এই সব এত সাহস করে'

নিধি । তাইতেই ত ওঁয়াকে এ দলে মিশিয়ে নেওয়া ।

বিদ্যা । [সগর্ব্বে] খাও দেখি, কে কি বলে ; নেই 'কুছ পরেওয়া ।'

নীল । শুন্‌ছি চতুরানন না কি আজ কাল ভারি
　　হিঁদুয়ানী প্রচার কচ্ছে ; কাল মহা জারি
　　করে' বলেছে যে সব যা'রা মুর্গীখোর
　　তাদের হুঁকোয় তামাক খাবে না ।

দাস । [ব্যঙ্গস্বরে] উঃ কি কঠোর !

নীল । আর, বিলেত ফের্ত্ত্ আর ব্রাহ্মদের নাম ধরে'
　　ভূতু অনর্গল গাল দিচ্ছে ভারি জোরে ।

বিদ্যা । আরে দুৎ—ওর নাম কি—এ মুর্গী বিপাকে
　　আর কি ও পচা তাদের হিঁদুয়ানি থাকে !
　　কেন ভয় কর ; যত পার খাও ছাই,
　　তার পর আমি আছি—কুছ্ পরেওয়া নাই ।

[নেপথ্যে সিঁড়ি হইতে] হরিশ বাবু বাড়ী আছেন !

বিদ্যা । [চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া] মরেছে রে—ঐ
　　তারাই আবার [ক্রন্দনস্বরে] ও সাহেব কোথায় লুকোই ।

[বিদ্যানিধি টেবিলের নীচে লুকাইতে গেলেন, তাঁহার লম্বা শরীর তাহার মধ্যে ঢুকিল না ; তিনি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন]

নীল। লুকোবে কি তুমি ? তুমিই আমাদের ভরসা।

বিদ্যা। [দৌড়াদৌড়ি] বল বুদ্ধি ভরসা, সব কারে পড়্‌লেই ফরসা।

[নেপথ্যে] হরিশ বাবু বাড়ী আছেন ? [দরোয়ানের সহিত তর্ক]

বিদ্যা। [বিকৃত স্বরে] না গো বাড়ী নাই—

হারা। [চেঁচাইয়া] হঁ্যা আছেন। [হারাধনের কন্যা ছিল না]

[নেপথ্যে জুতা ও খড়মের শব্দ]

বিদ্যা। [হারাধনকে] লুকোই কোথা বলে' দেনা ভাই।

হারা। কেন ? তুমি ওই কোণে কেষ্ট ঠাকুর হয়ে'
দাঁড়াও না ;—বাঁশি নেও [একটি কালো ছড়ি দিয়া]
সময় যায় বয়ে,
শীগ্‌গির যাও—এসে পড়্‌ল পণ্ডিতের দল ও

বিদ্যা। [সন্দিগ্ধ স্বরে] এত বড় কেষ্ট ঠাকুর হয় ?

হারা। নাই বা হ'ল।
আমরা সবাই বল্‌ব এই কেষ্ট ঠাকুর খানি
সম্প্রতি indent করা—বিলাতি আমদানি।

[বিদ্যানিধি অগত্যা লাঠিটী লইয়া সুদূর কতক অন্ধকার কোণে কৃষ্ণ ঠাকুরের ন্যায় ত্রিভঙ্গে দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য, নীলমণি,

বিধু ও নিধিরাম বিশেষ আরাম অনুভব করিতে ছিলেন না, তথাপি নিরুপায় ভাবে বসিয়া রহিলেন ।]

নীল । এটা একটু বেশ uncomfortable নয় কি ?

নিধি । তা' যখন বিদ্যানিধি আছে, তখন ভয় কি ?

রাজা । এ আবার এক গেরো—এরা কেন আবার ?—কি দায় !—
[দাসকে] ওহে এদের তুষা দিয়ে করে' দিও বিদায় ।—
দরোয়ানটাই এদের—কেন তুষা দিলে নাক ।

দাস । আসুক না, তুমি চুপ করে' বসে' থাক ।

[পণ্ডিতগণসহ শিরোমণি ও স্বীয় গুণগ্রাহিগণের সহিত
ভূতনাথ ও চতুরাননের প্রবেশ]

শিরো । [আসিয়াই আক্রমণ সুরু করিলেন ; তিনি রাজার পানে চাহিয়া কঠিনস্বরে কহিলেন]
দেখ বাপু তুমি একটু বেশী বাড়াবাড়ি
সুরু করেছ এ—দেখ—সেদিন সাহেব বাড়ী
প্রকাশ্যতঃ খেলে, আবার আজ পূজোর দিন
দিচ্ছ খানা—

দাস । [খাইতে খাইতে] এসব খাওয়া অন্যায়, বুঝিয়ে দি'ন ।

চতু । আমি দিচ্ছি—শুনুন, ওসব নয়ক সাত্বিক খাদ্য ।

দাস । [মুখ খিঁচাইয়া]
আরে দুৎ সাত্বিক খাদ্য, না সব তোমার শ্রাদ্ধ ।
সাত্বিক আহার করে' করে' সবই এক এক জন—
হাউয়ার্ড, সক্রেটিস্, হার্বার্ট স্পেন্সার, নিউটন ;

ধর্ম্ম, বিজ্ঞান জগতে যা—এঁদেরই একচেটে ;—
তাই দু' তিন হাজার বছর খেটে খেটে খেটে
শেষে কল্লেন কি না ঠিক—যা সব অতি bosh—
যে হাঁস খেলে দোষ নেই, মুর্গী খেলে দোষ ;
প্যাঁজ খাওয়া দোষ, আর হিং খাওয়া নয় ;
চীন গেলে ধর্ম্ম থাকে, বিলেত গেলে যায় ;—

ভূত। [উঠিয়া গম্ভীরস্বরে]
ইংরাজি পড়ার দোষ !—মহাশয় আপনি আজ
বোলে ফেল্লেন 'হিন্দু মূর্খ',—কিন্তু জগৎ শুদ্ধ
মানে, ভক্তি করে, পূজে—চৈতন্য ও বুদ্ধ। [পুনরুপবেশন]

শিরো। ওসব তর্ক ছেড়ে দেও [মোলায়েমভাবে] সমাজে যা করে,
ভুল হ'ক—সেটা বাপু থাকা উচিত ধরে'।

স্মৃতি। [রাজাকে] দেখ তোমার বাপ ছিলেন সমাজের মাথা,
তোমার কি উচিত তারে করা ফাঁতানাতা ?

ভূত। আর আমাদের এই সমাজটাকে কাঁদান ?

চতু। আর সমাজেতে শুধু জোড়াপট্টকে বাধান ?

ন্যায়। আর কভু চল্‌বেনাও সমাজেতে এ ত

দাস। চল্‌বেনাই বা কেন ?—মড়াকাটাও চলেছে ত
স্ত্রীদের রেলভ্রমণ, স্ত্রীশিক্ষাও চলে' গেছে ;—
পাঁওরুটি—, বিলাতি নুন, পেঁয়াজও চলেছে।
সীলোন, রেঙ্গুন গেলে এখন জাত যায় না কারো,
বিলেত যাওয়া, মুর্গী কেন চল্‌বে না—

রাজা। [জড়িত স্বরে] হ্যাঁ আরো

কত কি—নিজেই চল্‌বে, তোমরা নাই বা চালাও ;

এখন পোঁটলাপুঁটলি বাঁধ ;—আর কেন—পালাও—

চূড়া। [বিধুকে] ওহে বাপু ঐ কোণে ঐ জিনিষটা কি ?

বিধু। ওটি কেষ্ট ঠাকুর। [নিধিকে চোখ টিপিলেন]

চূড়া। [সাগ্রহে] সত্যি ?—বটে ?—সত্যি না কি—

হারা। হ্যাঁ, এ কেষ্টঠাকুরখানি বিলাতি আমদানী—

ও আবার বাঁশী বাজায় ;—বল্‌তে কি হানি—

কল টিপে দিলে আবার নাচেও—

চূড়া। [সকৌতূহলে] সত্যি ?—নাঃ—

আচ্ছা টিপে দেও দেখি—

[হারাধন গিয়া সজোরে বিদ্যানিধির পশ্চাদ্ভাগে চিম্‌টি দেওয়ায় বিদ্যানিধি—নিরুপায় হইয়া মস্তক এদিক ওদিক ফিরাইতে লাগিলেন ও লাফাইতে লাগিলেন]

চূড়া। [সস্মিত, ও প্রীতস্বরে] সত্যিই ত—বাঃ

কই বংশী বাজাল না—

[হারাধন পুনর্ব্বার গিয়া বিদ্যানিধির কানে কানে কি কহিলেন ও কান সজোরে মলিয়া দিলেন। বিদ্যানিধি—তাহাতে গলায় বাঁশীর সুর করিতে লাগিলেন ; ও সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইলেন]

চূড়া। [মাথা নাড়িয়া] বংশী নয় খুব সুস্বরা—[নস্যগ্রহণ]

—কিন্তু বাঁশীটা যে বাপু উল্টো দিকে ধরা—

হারা। কলিকালে সব, মশয়, উল্টোইত হবে—

চূড়া। [এ ব্যাখ্যায় তুষ্ট হইয়া]

বটে বটে। সত্যিইত। ঠিকই বটে তবে [নস্যগ্রহণ]

হারা। আবার পেটে খোঁচা মাল্লে কোঁৎ করায় কলে ;

[বলিয়া গিয়া বিদ্যানিধির পেটে সজোরে খোঁচা মারিলেন ও বিদ্যানিধি অগত্যা কোঁৎ করিলেন]

আবার নাক ধরে' টান্‌লে "রাধা রাধা" বলে।

[বলিয়া বিদ্যানিধির নাক ধরিয়া সজোরে টানিলেন, বিদ্যানিধি নাকী সুরে "রাধা রাধা" ডাকিয়া উঠিলেন]

চূড়া। [অতি বিস্মিত] বাঃ এটা ভারি মজার কেষ্টঠাকুর বটে—

অতি সুন্দর [নস্যগ্রহণ] দেখি গিয়া একটু নিকটে।

[চূড়ামণি নিতান্ত নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলেন ও তাহার কল-কৌশল পরীক্ষার মানসে তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন ; তাহাতে বিদ্যানিধি হঠাৎ মুখ সূচলো করিয়া চূড়ামণির দিকে অগ্রসারিত করিলেন ; চূড়ামণি বিদ্যানিধির এই আকস্মিক অভাবিতপূর্ব্ব শারীরিক প্রক্রিয়ায় ভীতচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন ; এবং চূড়ামণি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ স্বীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চূড়ামণি আশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যানিধির মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলেন ও তাহাতে বিদ্যানিধির পূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গির পুনরাবৃত্তি হইল। চূড়ামণি পুনর্ব্বার হটিলেন।]

হারা। দেখ্‌ছেন না এর মুখে চুম্বক পাথর আছে।

চূড়া। সত্যি ? পাশ দিয়েই তবে যাই ওর কাছে—

[তিনি এবার বিদ্যানিধির দক্ষিণ দিক দিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন; তাঁহার স্কন্ধের নিকট পঁহুছিবামাত্র বিদ্যানিধির মুখ তদ্দিকে স্থচলো হইয়া ফিরিল। চূড়ামণি পিছাইয়া বামদিক দিয়া অগ্রসর হইলে, তাহাতে বিদ্যানিধির মুখ পূর্ব্ববৎ ভাবে দক্ষিণ দিক হইতে সবেগে বামে ফিরিল। চূড়ামণি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত; একটু ভাবিলেন; পরে বিদ্যানিধির মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ দিকে জোরে ফিরাইলেন; কিন্তু ছাড়িবামাত্র সে দুর্দ্দান্ত নাসিকা পুনরায় তাঁহার দিকে পূর্ব্ববৎ ফিরিল। চূড়ামণি ত অবাক্। হারাধনের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইলেন।]

হারা। [চূড়ামণিকে] আপনার নাকে লোহা আছে নাকি?

চূড়া। কেন?

হারা। চুম্বক পাথরটাকে টান্‌ছে বেশী জোরে যেন।

চূড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা সবার নাকেই লোহা আছে তবে?

মিত্র। লম্বা নাকে বেশী আছে—

চূড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা হবে।

[চূড়ামণি এখন সম্মুখে আসিয়া নিজের নাক নিচু করিয়া হেঁট হইয়া ঠাকুরের দক্ষিণ পা দেখিতে ব্যাপৃত হইলেন। তাহাতে বিদ্যানিধির দক্ষিণ পা তাঁহার দিকে প্রসারিত হইল; চূড়ামণি ভয়ে পিছাইলেন ও হারাধনের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। পরে গিয়া ঠাকুরের ডান পাটি যথাস্থানে রাখিলে, বিদ্যানিধির বাম পদ প্রসারিত হইল। বাম পদ যথাস্থানে রাখিতে যাওয়ায় এক তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। বিদ্যানিধি ছড়ি ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে চূড়ামণির চূড়া পাকড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ঘাড়ে

চড়িলেন। চূড়ামণি ভয়ে বিস্ময়ে, চেঁচাইয়া পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছোপক্রান্ত হইলেন। বিদ্যানিধি তখন উঠিয়া নিজমূর্ত্তিতে পণ্ডিতদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

চূড়া। [আশ্বস্ত হইয়া] বিদ্যানিধি বটে! সেটা আগে বল্‌তে হয়।

শিরো। [কঠিন স্বরে] তুমি নদেয় যাও নি—

বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] আমি মুর্গীখোর নয়।
অর্থাৎ খেলেও—ওর নাম কি—হজম করি নাক

শিরো। বোঝা গেছে, এখন তোমার ফাজলামি রাখ।

বিদ্যা। [নিরুপায়ভাবে] তবে বল্‌ব এক কথা? আর্য্যর্ষিগণ নাকি,
মুর্গী গরু খেতে কিছু রেখেছিলেন বাঁকি?

[শিরোমণি ইত্যাদি দেখিলেন পরাজয় অনিবার্য্য, আর যুদ্ধ বৃথা; তাই তাঁহারা চম্পট দিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন]

স্মৃতি। [হতাশভাবে রাজাকে] না হয় খেলেনই; কিন্তু মুসলমান,
হাড়ি, এই এ সব রাঁধুনি কেন?

রাজা। দিতাম ত সব ছাড়িয়েই
কিন্তু ব্রাহ্মণেতে মুর্গীটুর্গী রাঁধে না যে [মদ্যপান]

ন্যায়। আর হাড়ি? [এটি নেপোলিয়ানের শেষ উদ্যমের "যা থাকে কপালে" ভাবে]

রাজা। মুসলমানে শূয়র রাঁধে না যে—

স্মৃতি। এ সবই খান বুঝি—বিলেত-ফেরত দলে
মিশে এখন বুঝি ও সব গুলোই চলে?

শিরো। তা'লে আর আমাদের এখানেতে আসাই
ভালো দেখায় নাক।

রাজা। [জড়িত স্বরে] বাবা, ফিরে যাও বাসায়
কেন গোলোযোগ কর ?—এ সব মিছে সাধা ;
ক্ষণিক আমাকে এসে কেন দেও বাধা ?

শিরো। চল চল ; এ সব ম্লেচ্ছ, যবন ; চল চল

চূড়া। হা হতোস্মি [নস্য গ্রহণ]

অন্য পণ্ডিতরা। চল তবে ; দুর্গা দুর্গা বল—

[পণ্ডিতদের ও গোঁড়াহিন্দুগণের প্রস্থান]

রাজা। বাঁচা গেল !—আঃ—তোমরা তাড়িয়েছ খাসা।
কেন এদের মিছামিছি দেক্ কর্ত্তে আসা।

দাস। I say রাজা তুমি এদের শিক্ষা দেবার জন্যে বিলেত যেতে পার ?

বিধু। না না সেটা বড় অন্যায়।

দাস। কিসে ?—ব্রুটস্ শুধু এক principleএর জন্যে ছেলের বধের
হুকুম দিল—আর এইটে অন্যায় !

নিধি। আমাদের দেশেও দশরথ মর্‌তে মর্‌তে
রামকে পাঠাল বনে সত্য রক্ষা কর্ত্তে।

বিধু। দশরথের কাযটি বড় ভালো হয় নি।

নিধি। কেন ?

বিধু। কেন ?—মূর্খ দশরথ—রামচন্দ্র হেন
সুপুত্রকে—গোবেচারী,—কোন দোষ নাই—
দিলেন বনবাস ;—হ'ল সত্যরক্ষা ছাই ! [রাজাকে]

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা ভালো হয় নি—একি নীলু ঢুলো না—

বিধু। এর সঙ্গে হয় কি আর ব্রুটসের তুলনা ?

ব্রুটস্ অন্য অপরাধীর সঙ্গে সমান বিচার

করে', দিলে ছেলের দণ্ড—এর সঙ্গে কি ছার—

রাজা। এ কি নীলমণি—ও নীলু—রাত কত—নাক ডাকে যে।

নীল। [চমকিয়া] কৈ ? [সকলের হাস্য]

[এখন নাকডাকা এত গুরুতর অপরাধ নয় কিন্তু এই দৌর্ব্বল্যটুকুও কেহ স্বীকার করিতে চাহে না]

রাজা। চোক যে জবাফুলের মত !

হারা। তবে যাবার আগে সব এক এক গ্লাস ঢালো।

[সকলে সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া লইলেন ও পান করিয়া উঠিলেন]

দাস। হ্যাঁ—হ্যাঁ I say রাজা—well ! কি বল্‌ছিলাম ভালো—

বিলেত চল না হে—একটা সব সহরময়

হুলস্থুলস্ হয়ে' যায়—এরাও জব্দ হয়।

রাজা। বটে ! বটে ! কি বল হে বিদ্যানিধি।

বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] হাঁ তা

ওর নাম কি—তবে যদি পণ্ডিতরা—না তা—

বিলেতই ত একরকম কলিকালের কাশী।

রাজা। মন্দই কি একবার না হয় বিলেত ঘুরে আসি।

আরও এই পণ্ডিতগুলোও জ্বালিয়েছে ভারি ;

তা'লেও যদি তা'দের আসা বন্ধ কর্ত্তে পারি।

[নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[স্থান—যক্ষদেশ। হিমালয়ের পদপ্রান্তে উপবন। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। যক্ষকন্যারা বিহার করিতেছেন।]

[সবাদ্য যক্ষকন্যাদিগের গীত]

নীল গগন, চন্দ্র কিরণ, তারক' গণ রে,
হের নয়ন, হর্ষ মগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত সব কূজন রব, নীরব ভব রে;
সুন্দর নব হেরি বিভব, মেদিনী তব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন,—প্লাবিত বন রে;
নন্দন বন, তুল্য গহন—মোহিত মন রে।

[এক জন কনষ্টেবিলের প্রবেশ]

কনষ্টেবিল্। [স্বগত] এ সব ত আচ্ছা নাচ্‌আওলি হয়, মগ্র্ সাহাব ত বহুৎ ক্ষাপা হোতা হয়। [প্রকাশ্যে] এই মাইয়া লোক সব, এ দুপর্ রাতমে কাহে হল্লা কর্‌তা হয়—হমারা সাহাবকা ডেরাকা এত্তা নগীজ্‌মে। সাহাবকো নিদ্ যানে দেগা নেই ?

১ম যক্ষকন্যা। কে এ উল্লুক—আবার এ সময় এসে বিড়ির বিড়ির বক্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

২য় য-ক। এ দেখা যাচ্ছে নিতান্ত কবিত্বহীন।

৩য় য-ক। দেখেছ, বেটার পাগড়ী থেকে জুতো পর্য্যন্ত সব গদ্য।

৪র্থ য-ক। বোধ হচ্ছে, এ খাম্বাজ রাগিণী মোটে বোঝে না।

কনষ্টেবিল। এই, চুপ কর্‌কে খাড়া রহিলি কাহে রে? তোমারা হুঁস নেহি হয়। এ জায়গাকা নস্‌দীক্ সাহাবকা তাম্বু হয়।

১ম য-ক। কে তোর সাহেব?

সিপাহী। [সগর্ব্বে] কমিশনর সা'ব, জান্তা নেই।

২য় য-ক। রেখে দে তোর কমিশনর সা'ব।

সিপাহী। [সাশ্চর্য্যে] আরে!—ডর্‌তা নেই? তোমলোক জাহান্নম যানে মাঙ্গ্‌তা?—আরে হিঁয়া সা'বকা ডেরা হয়—সমজ্‌তা নেই?

৩য় য-ক। তোর সাহেব এখানে ডেরা কল্লে কেন? সে কি মর্ব্বার আর জায়গা পেলে না?

সিপাহী। [অতি বিস্ময়ে] কেয়া? জান্তা নেই সা'ব হিঁয়াকা রাজাকো সাথ্ লড়্‌নে আয়া?

৪র্থ য-ক। কেন আমাদের রাজা তোদের কি করেছে?

সিপাহী। কি করেছে!—কি আবার কর্ব্বে!—সা'ব এ মুলুক লেনে মাঙ্গ্‌তা। তোমারা রাজা কুছ্ কাম্‌কা নেই, ইস্কো ওয়াস্তে; আওর কেয়া? লড়াইকা খবর নেহি রাখ্‌তা?

৫ম য-ক। হাঁ হাঁ জানি, জানি। আচ্ছা তুই যা, আমরা বাড়ী যাচ্ছি, রাতও হয়েছে; [অন্য যক্ষকন্যাদিগকে] চল—[গমনোদ্যত]

সিপাহী। আরে গোসা কাহে—থোড়া দারু পিও—চিল্লানেসে ফয়দা কেয়া?—দারু পিও—হাম্‌কো সাথ থোড়া পিয়ার করো—হম্ কুছ্ নেই কহে গা। [অগ্রসর হইল]

১ম য-ক। মর্ উল্লুক!

২য় য-ক। আবার দাঁত বের করে' হাস্‌চে।

৩য় য-ক। এ যে যায় না; দুঘা দিয়ে দেও না।

৪র্থ য-ক। নেও বেটার তলওয়ার কেড়ে—

৫ম য-ক। মার বেটাকে—

[সকলে অগ্রসর হইয়া তাহার তরোয়াল কাড়িয়া লইয়া, পাগড়ি খুলিয়া, প্রহার সুরু করিল]

সিপাহী। আরে কর কি ভাইয়া সব!—এ কেইসে তামাসা!—আরে ছোড়—ছোড়—দাড়ি ছোড়—তরোয়াল দেও। [ক্রমে যক্ষ-কন্যাগণ সিপাহীকে গুরুতর প্রহার আরম্ভ করায় 'উরে বাবারে এত সব মাইয়া লোক নেহি, মাইয়া লোককা বাবা' ইত্যাদি বলিয়া, কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাইয়া, সিপাহী পাগড়ি তরোয়াল ইত্যাদি ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।]

১ম য-ক। বেটা বীর ত ভারি, আবার এ দেশে লড়াই কর্ত্তে এসেছে।—চল—[সকলে গৃহাভিমুখিনী]

২য় য-ক। কিন্তু এ দেশ কি সত্যিই সাহেবেরা নিতে এসেছে?

৩য় য-ক। হ্যাঁ নিতে এসেছে, আর নেবেও যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা ভারি পরাক্রান্ত জাতি। শুন্‌ছি তারা অমরাবতী একরকম দখল করে' বসে' আছে। আর ইন্দ্র এক দৌড়ে ব্রহ্মার কাছে চম্পট দিয়েছেন।

৪র্থ য-ক। দৌড় ত তাঁর চিরাভ্যস্ত! হায়! এমন সুন্দর অমরা আজ অনাথা।

৫ম য-ক। আমাদের অবস্থাও শীঘ্রই সমান শোচনীয় হবে। তার জন্যে চিন্তা কর্ত্তে হবে না। [নিষ্ক্রান্ত]

সপ্তম দৃশ্য।

[স্থান—রাজার বাগানবাটী। কাল—রাত্রি। বিধু, নিধিরাম, হারাধন, নীলমণি, বিদ্যানিধি দণ্ডায়মান ও রাজা উপবিষ্ট, সম্মুখে সুরার বোতল ও গ্লাস ইত্যাদি।]

নব্যহিন্দুগণ ও বিদ্যানিধির গীত।

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার ;—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পাঁচটি এয়ার।

দেখ, ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী,
আমরা, করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে কাহারো হানি ;
আমরা, রাখিনে কাহারও তক্কা, আমরা করিনে কাউরে কেয়ার ;
এ ভবমাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে নুন ?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন ;
কেন, তুমি হলে নাক কবি হলো সেক্ষপীয়ার ?
আর সে সব কথা কাজ কি বলে' ;—আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে বল দেখি দাদা ?—
কারণ, দেবতা খেত লাল পানি আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর ?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার।

মোদের দিও নাক কেউ গালি, মোদের কোরো নাক কেউ মানা,
আমরা, খাব নাক কারো চুরি করে' দুগ্ধ, ননী, ছানা ;
শুধু লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ;
শুধু নাচিব একটু গাইব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার।

[পুনঃ পুনঃ শেষ পদ গাইতে গাইতে ঘোর নৃত্য]

[গঙ্গারামের প্রবেশ]

হারা। কে গো এয়ার কোথা থেকে—বল দেখি নাম !

গঙ্গা। আমার নাম গঙ্গারাম।

বিধু। নিবাস কোন গ্রাম ?

গঙ্গা। সাবেক নিবাস 'উলো'

বিধু। হ্যাঁ !—উলো—[নিধিকে] নিধি, সে কি !

নিধি। [গঙ্গাকে] আচ্ছা বাপু তোমার গ্রামের জেলা বল দেখি !

গঙ্গা। জেলা ?

হারা। নাও, বোঝা গেছে, অতি পাড়াগেঁয়ে।

নীল। একটা উজবুক এল আবার কোথা থেকে, কে এ ?

রাজা। যা'হক শুনি এখানেতে মশয়ের কি কাজ আছে ?

গঙ্গা। [বসিয়া] এলাম আমি হেঁ, হেঁ—রাজা বিমলেন্দ্রের কাছে

রাজা। কেন মশয়, আমি কোন দোষ ত করিনি—

বিগু। [স্বগত] এ দেখ্‌ছি সেই ব্রাহ্মভ্রাতা—এঁরে বেশ চিনি

[গঙ্গারামের প্রতি পশ্চাৎ দিয়া বসিয়া মদ্যপান]

রাজা। কি চা'ন শীঘ্‌ঘির বলে' ফেলুন। কাণ পেতে আছি—

নীল। হ্যাঁ হ্যাঁ শীঘ্‌ঘির সেরে ফেলুন—তা'লে আমরাও বাঁচি।

গঙ্গা। মহারাজার সঙ্গে—হেঁ হেঁ—আলাপ কর্ত্তে এলাম—

হারা। না হয় সেটা পরে হবে—এখন তবে—সেলাম—

[দ্বার দর্শাওন]

গঙ্গা। [না দেখিয়া, রাজাকে] হেঁ হেঁ কবে আসা হোল ?—

রাজা। —হেঁ হেঁ দিন চারিক [উন্মনা]

গঙ্গা। হেঁ হেঁ কুশল শারীরিক এবং পারিবারিক ?

রাজা। হেঁ হেঁ—আজ্ঞে খুব ভাল—হেঁ হেঁ—তবে কি না
শূলের ব্যারাম—এমন কি বাঁচি কি বাঁচিনা—
এইরকম। [অধিকতর উন্মনা]

গঙ্গা। পরিবার ?—হেঁ হেঁ—

রাজা। [অধীর]—হেঁ হেঁ তিনি ভালো ; তবে—
তাঁর কাল হয়েছে এই দুই বছর হবে [সকলের হাস্য]

গঙ্গা। ছেলে পিলে—

রাজা। [আরও অধীর] তারাও ভালো—কি বলছিলাম ছাই—
অ—অর্থাৎ—আমার কোন ছেলে পিলে নাই—

বিধু। 'অর্থাৎ' কি রকমে বুঝবেন বুঝিয়ে না দিলে ?

হারা। তবে "অর্থাৎ"এর গানটা গাও সবাই মিলে—

[নব্যহিন্দুদিগের গীত]

হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব'রত্ন ন ভাই ;
আর তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায় ;
অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মাননিক মোটে।

[কোরাস্] তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এঁও এঁও।

যাহোক এলেন তানসান কলিকাতায় চড়ে' রেলের গাড়ী ;
আর হুগলি ব্রিজ পার হ'য়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী ;
অ—অর্থাৎ উঠ্তেন নিশ্চয়, কিন্তু রেল পুল তখন হয় নি ;
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—উজ্জয়িনী।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এঁও এঁও।

যাহোক্ এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি ;
আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—পিয়ানো ইত্যাদি ;—
অ—অর্থাৎ আন্তেন নিশ্চয়, কিন্তু হলো হঠাৎ দৃষ্টি,
যে হয় নিক তানসানের সময় 'পিয়ানো'র সৃষ্টি।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এঁও এঁও।

যাহোক তানসান গাইলেন এমন 'মল্লার' রাজা গেলেন ভিজে ;
আর গাইলেন এমন দীপক, তানসান জ্বলে' উঠ্লেন নিজে ;—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, তানসান উঠতেন জ্বলে' ;
কিন্তু রাজা গেলেন দিগ্বিজয়ে আর তানসান এলেন চলে'।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এঁও এঁও।

হোল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের গীতি বাদ্য ;
আর আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ;
অ—অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—তাঁর ত হয়ে গ্যাছে কবে ?
আর তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন করে' হবে ?
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এঁও এঁও।

[নিষ্ক্রান্ত]

গঙ্গা। [তথাপি সপ্রতিভভাবে হাসিয়া] হ্যাঁ হ্যাঁ—তা—তা—
মহারাজ আপনি যে সুন্দর লোক
পাওয়া দুষ্কর এমন একটি বোধ হয় খুঁজে নরলোক
আপনি কেন ব্রাহ্ম হোন না।

রাজা। ভাল লোকটা কিসে
দেখ্‌লেন আমায় সেটা শুনি

গঙ্গা। তা দেখ্‌ছি মিশে ;
অতি উদার লোক, নেইক অহঙ্কার লেশ ;
আর খাওয়া সম্পর্কে খোলাখুলি বেশ ;
কারু রাখেন নাক তক্কা—সমাজের ধার
ধারেন নাক একরকম ;—অতি পরিষ্কার।
ব্রাহ্ম হন না, সমাজ ত ছেড়েছেনই নিজে।

রাজা। কিন্তু সমাজটা আমাকে তবু ছাড়ে নি যে—

নিধি। আচ্ছা বল দেখি ব্রাহ্ম ধর্ম্মটা কি রকম ?

গঙ্গা। ধর্ম্মটা ? ধর্ম্মটা অতি উচ্চ এবং নয় কম
নীতি অঙ্গে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—তা সেওয়া—

নিধি। সে ত তোমাদের হিন্দুধর্ম্ম থেকেই নেওয়া—

গঙ্গা। এ ত—হেঁ হেঁ—হিন্দুধর্ম্মের সারটুকুই নিয়ে—

নীল। তা যদি হয়, তবে ব্রাহ্ম নাম ট্যাম দিয়ে
কাণ্ড মাণ্ড দরকার কি ? হিঁদুই বল না হে—

গঙ্গা। হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক। বিশেষতঃ তাহে,—

বিধু। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক নয় ?

গঙ্গা। দেখ্‌লেন কিসে?

বিধু। কিসে? সব তাতেই। তফাৎ উনিশ আর বিশে।
হিঁদু না হয় একেশ্বরে পূজে, দিয়া মাটি;
তোমরা না হয় পূজ, দিয়ে ভাষা পরিপাটি।
তোমরা পিতার 'চরণ' ধোরে কাঁদ নাক ছড়ায়?
তাঁরা না হয় মাটিতে সে চরণটা গড়ায়।
তারা যেটা বাইরে গড়ায় খড় মাটি দিয়ে,
তোমরা না হয় ভজ সেটা মনে গ'ড়ে নিয়ে।
ভজ—কেউ চোখ বুঁজে, কেউ চোখ মেলি—
তারা না হয় বাইরণ, তোমরা না হয় সেলি।
তফাৎটা কোথায়? [মদ্যপান]

গঙ্গা। মশায় তফাৎ আছে—

নিধি। আছে
আর একটু—তোমার পিতা ঢালা বিলাতি ছাঁচে।
আর হিঁদুর পিতামাতা অন্যায়রূপে দেশী।

নীল। তোমাদের খরচ কম, আর তাঁদের খরচ বেশী। [মদ্যপান]

হারা। আরও একটু তফাৎ আছে, বোল্লেন না ক সেটা।

গঙ্গা। কি প্রকার? [স্বগত] এ ত দেখ্‌ছি বাধে ভারি লেঠা।

হারা। বোল্লেন না যে ব্রাহ্মগণ ভজেন চোখ বুঁজে।
আর হিঁদু চোখ খুলে দেবতারে পূজে।
অর্থাৎ—যখন হিঁদু পূজেন ঢাক ঢোলে জাঁকিয়ে;
আমার ব্রাহ্মভ্রাতা পূজা দিচ্ছেন নাক ডাকিয়ে। [সকলের হাস্য]

গঙ্গা। না তা আপনারা যদি করেন তামাসা ;—

নিধি। কেন মিছে বক ভাই। পা দোলাও খাসা ;
সোজা ধর্ম্ম—কারো মনে দিও না ক কষ্ট ;
কেন মাথা ঘামাও, নিয়ে যা অতি অস্পষ্ট—
ঈশ্বর ভালো কিংবা মন্দ, সগুণ কি বিগুণ,
এ সব ভেবে কেন মিছে ক্ষিধে বাড়াও দ্বিগুণ?
গরম গরম ফুল্‌কো লুচি খাও গ্যাসের আলোয় ;
যদি সঙ্গে থাকে মুরগীর ক্যরি, আরো ভালই।
মজাফরপুরি লিচু, পাকা আঁব বোম্বাই,
ভাল খাজা কাঁটাল, আর বর্ত্তমান রম্ভায়।
রাতে মিলে দশ জনে খাও টপাটপ্—
রোষ্ট আর কাট্‌লেট, ষ্টু আর চপ্ ;
মেজাজ হবে ঠাণ্ডা, দেহে হবে শক্তি ;
আর ঈশ্বরে বাড়বে বৈ কম্‌বে না ক ভক্তি ;
আর বেড়ে যাবে তোমার পরমায়ু ছোট ;
কেন মাথা ঘামাও ভায়া—যাও এখন ওঠ।

হারা। কেন তর্ক কর বাবা, খাবে এক গেলাস?
খাবেত খাও নইলে উঠে যাও 'থার্ড কেলাস'—

নীল। আমাদের আমোদের উপর কোরো না ক
Trespass, বাবা যদি আইনের ভয় রাখ ;
করে' দেব ৪৪৮ ধারায় নালিশ—
তখন শোবার জন্য পাবে একটু শক্ত বালিশ।

হারা। [এক গেলাস মদ্য দিয়া] নেও—খাও।
গঙ্গা। কি ও ?
হারা। বাবা বুদ্ধি কর পালিশ।
কেন তর্ক কর, বাবা, ঢক্ করে' গিলে ফেল ;
আর আমাদের সঙ্গে ফক্ করে' মিলে ফেল।
এ-সংসারের সার হচ্চে পরের উপকার,
তাই করে' দিচ্ছি তোমায় ভবসিন্ধু পার।
নেও—এস—[মদ্য প্রদান]
গঙ্গা। [ধার্ম্মিকভাবে] আচ্ছা কিইবা হবে একটু খেলে,
দেখাই যাক্ না যে কি রকম [গেলাস লইয়া পান]
হারা। এই লক্ষ্মি ছেলে।
এখন একটা গান ধর—গাও—কর্ত্তাভজা হয়,—
তরজা হয়, কবি, টপ্‌কা—যা হয়—যাতে মজা হয়—
বাবা থিয়েটরের গান জানো ?
[গঙ্গারাম উক্ত গান অনভিজ্ঞতা প্রকাশক ঘাড় নাড়িলেন]
—ভালো, না জানো
নাই জানো—পাঁচালি ?—যাত্রা ?—বাবা বেয়ালা বাজান
শোন যদি মতির দলের, বল্‌বে "বাঃ বাঃ আ মরি !
মরিরে !" [কণ্ঠে বেহালার সুর অনুকরণ করিতে করিতে
রিক্তহস্তে বেহালা বাজান অনুকরণ]
বিদ্যা। [মদালস স্বরে] বেঁচে থাক—শুনে যেন না মরি ;
হারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি আঃ—কিবে যাত্রা মতির ?

—আহা সেই গানটা জানো ?—
[সুর করিয়া] 'হে গতি অগতির'—
একটা তুমি গাওনা হে, গঙ্গারাম ভাই—

গঙ্গা। কি গাইব ? [চিন্তা] ভাল, একটা আত্মা বিষয় গাই
[সুর করণ]

বিধু। ও কি হচ্ছে গঙ্গারাম ?—ও যে—না গঙ্গা না রাম—

নিধি। গা'না একটা ভাই, আমরা করি একটু আরাম।

হারা। পড় বাবা গঙ্গারাম—গঙ্গারান পড় [চুমকুড়ি]
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম !—গঙ্গারাম—পড় [চুমকুড়ি]

বিদ্যা। [উঠিয়া] গঙ্গারাম—আমার প্রাণের গঙ্গারাম—এস,
এস ভায়া উড়ি ; [উচ্চতর স্বরে] উড়ি
[উড়িতে উদ্যত] প্রাণকান্ত মেসো
বলেছিলে "খেয়ো না ক মদ, যদি টলো"—
গঙ্গারাম ভায়া তুমি টল্‌ছ—যাই বলো,
টল্‌ছ ;—নয় ?—দেখি আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল,
আমার কাছে মিছে কথা ? ভায়া তুমি মাতাল
হোয়েছ ;—আর খেয়ো না ! দেখ শোন বলি ;
[টলিতে টলিতে] আমি খাই বটে, কিন্তু কদাপি না টলি।
আমি মাতাল হই নি ;—দেখ দাঁড়াই এক পা তুলে ;
[এক পা তুলিয়া দণ্ডায়মান]
দুপা তুলেও পারি ; [তৎচেষ্টা ও পতন]
এঁ্যা পড়ে' গিইছি ভুলে,

হেসনা ক ; ফের দাঁড়াই [পুনঃ তৎ চেষ্টা ও পতন]
এ্যাঁ এ কি রকম—
[উঠিয়া] পশ্চাদ্ভাগটা দেখ্‌ছি এবার হয়েছে বেশ জখম ?
তা পা যা হক্—মাথা ঠিক্—দেখ বাপধন—নয় ?
আন ভট্টিকাব্য সব করে' দেব অন্বয়।
তুমি পার ?—বোধ হয় না ;—কর দেখি ভাই—
—"নিরাকরিষ্ণু বর্ত্তিষ্ণু" [গঙ্গারাম অক্ষমতাপ্রকাশক
ঘাড় নাড়িলেন] তা না পার নাই-ই—
তাই ত বাপু!—পানিনি পড়া বিদ্যে—একি যে সে—
গঙ্গারাম ভায়া—তোমার নাকটি ত বেশ হে।
একটু টেনে দেই [গঙ্গারামের নাসিকা আকর্ষণ]

গঙ্গা। বাপ্‌রে মলাম [চীৎকার].

বিদ্যা। [তন্দ্রাজড়িত স্বরে] মরে কে যায়—
কি চীৎকার—গঙ্গারাম ভায়া তুমি বেজায়
খেয়েছ ; আর খেয়ো না—যাও, শোও গে যাও—

হারা। কিংবা যদি ভাল চাও—একটা গান গাও।

গঙ্গা। [নিরুপায় ভাবে] আপনারা গা'ন আমি যোগ দেব'খনি।

হারা। আচ্ছা তাই-ই সই [অন্য সকলকে] গাও—ধর নীলমণি।

[সুর করিয়া শেষে গীত ধরিলেন]

—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।

রাম তুই হবি বনবাস—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।
তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস। এ কি [ইত্যাদি]

যদি, নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে' সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড় পাশা আর ঐ (ওরে) ভালো দুজোড় তাস। এ কি [ইত্যাদি]
ওরে, আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টমান্টর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের খানকতক (ওরে) ভালো উপন্যাস। এ কি [ইত্যাদি]

হারা। গাও না সঙ্গে—ওঠ না সব [গঙ্গারামকে] ওঠ না হে ভাই।

সকলে। [উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে]

রাম তুই হবি বনবাস, এ কি [ইত্যাদি]

হারা। ও রাম, দেখিস্ তোর বাপ মাকে চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে,
আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হলে (ওরে) তুই এক ডোজ খাস্।

সকলে— এ কি [ইত্যাদি]

[পটক্ষেপ]

অষ্টম দৃশ্য।

[স্থান—ময়দান। কাল—বিকাল। গোঁড়া হিন্দুগণ ও পণ্ডিতগণ কেন্দ্রে স্থিত। চারি দিকে মহতী জনতা ভুতনাথের লিখিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে।]

ভুতনাথ। আর্য্যঋষিগণ—ছিলেন আর্য্য ঋষি যাঁরা—
বল প্রাণের ভ্রাতৃগণ কি না জাস্তেন তাঁরা ?
ধরণী যে মহী ; তড়াগ নদী ; আকাশ ব্যোম ;
নক্ষত্র যে তারা ; সূর্য্য রবি ; চন্দ্র সোম ;
সবই জাস্তেন—সবই এই হিন্দুশাস্ত্রে পাবে ;
—এই অনাদৃত—তোমার নিজের শাস্ত্রেই পাবে।

শ্যাম। সাবাস্—সাবাস্!

রাধা। বেশ—বাঃ!

খুড়া। [সহর্ষে বারংবার নস্য লইয়া] সাধু! সাধু!

বিদ্যা। [উচ্চস্বরে] বলিহারি! [জনান্তিকে] আর এক ছিলম টেনে নেও যাদু।

ভুত। ভূ-বিদ্যাবিৎ কি জানে যে ছিল না এ দেশ ?
টেলিগ্রাফ ? রেল ? ষ্টীমার ? জলের কল ? গ্যাস ?
স্প্রিঙের গাড়ি ? ঘড়ি ? ফনোগ্রাফ ? টেলিস্কোপ ?
সবই ছিল—কালে কালে হয়েছে সব লোপ।

১ম শ্রোতা। ঐ গুলোই লোপ কল্লে!—আর দিলে রাখি'
　　গরুর গাড়ি, চরকা, ঘানি, কপিকল, আর ঢেঁকি।
ভূত। [বিরক্ত হইয়া] আঃ ধর নাই ছিল। হিন্দুধর্ম্মের কাছে কি
　　এরা লাগে?—এ গুলোয় আধ্যাত্মিকতার আছে কি?
　　এগুলি বিজ্ঞানের কৌশল, বিজ্ঞানেরি ফিকির,
　　শুদ্ধ বিনাশিতে আধ্যাত্মিকতা যা টিকির।
চতু। ও যে আমি বল্‌ব হে [ভূতনাথকে টানিতে লাগিলেন]
　　—বস না হে ছাই
　　আমাকেও একটু খানি বল্‌তে দিও দিও ভাই।
ভূত। আরো বলি, দেশী ময়লা অন্ধকারও ভালো—
　　এনো না এনো না দেশে বিদেশীয় আলো।

[অনিচ্ছায় উপবেশন]

শ্যাম। ওঃ কি ভাষা! [সবেগে পা চুলকাইতে লাগিলেন]
রাধা। কি তেজ! [সবেগে দুহাতে মস্তক কণ্ডূয়ন]
২য় শ্রোতা। [১ম শ্রোতাকে জনান্তিকে] না, কথাগুলো ঠিক্।
চূড়া। [সোল্লাসে] গভীর গভীর [নস্য গ্রহণ]
স্মৃতি। চমৎকার [নস্য গ্রহণ]
বাচস্পতি। অলৌকিক।
চতু। [উঠিয়া] হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিক যা অন্য ধর্ম্ম নহে,
　　চুরি করা দোষ কি আর কোন শাস্ত্রে কহে?
　　দ্বেষ, হিংসা ছেড়ে—উচিত দয়া, ধর্ম্ম শেখা,

এ সব আর্য্য ঋষিগণই বুঝেছিলেন একা ;
সতীত্ব যে ধর্ম্ম শুধু—হিন্দুশাস্ত্রেই লেখা।

[করতালি ও জলপান]

আমিষাশী যেই জাতি, আর্য্যর্ষিদের কায,
তাদের আধ্যাত্মিকতা কি বুঝিবে সে আজ ?
ভাইগণ তোমরা যাজ্ঞবল্ক, কপিল, খনা, জানকী ;
মনু, ব্যাস, দুর্গাবতী—এঁদের কথা জান কি ?
না ভাই তোমরা ইংরাজীজ্ঞ—তোমরা সবাই জান বেকনও
মিল্, মিণ্টন, আর্য্যর্ষিদের পুরাণ কথা মানিবে কেন !

২য় শ্রোতা। ভারি বল্‌ছে।

চতু। গুটিকত নব্যহিন্দু দুরাচার আজ
ভাঙ্গিতে উদ্যত এই পবিত্র সমাজ।
ভাই—ছাড় ম্লেচ্ছাচার ও মুর্গী পেঁয়াজ ঘাঁটা—
ধর কচু, কলা, শাগ—হদ্দ না হয় পাঁটা।

৪র্থ শ্রোতা। আর মাঝে মাঝে মিষ্টি বারাঙ্গনার ঝাঁটা।

শিরো। [কুপিত হইয়া] কে তুই ?

৪র্থ শ্রোতা। আমি যে হই সে হই—এঃ যেন মহারাজ,
—মুর্গীই যদি ছাড়্‌ব ত জীবনে কি কায।

শিরো। মুর্গী এতই মধুর ?

৪র্থ শ্রোতা। [মুখ খিঁচাইয়া] তোমার কচুর চেয়ে ভালো।

অন্য শ্রোতারা। শত গুণে ভালো, হাজার, লক্ষ গুণে ভালো।

১ম শ্রোতা। হিন্দুয়ানির প্রশংসাতে খুব রাজি আছি ;
কিন্তু মুর্গী—আঃ—মুর্গী ছাড়্‌লে কি বাঁচি।

চতু। ওহে শোন সেটা নয় যে আধ্যাত্মিক আহার।

৪র্থ শ্রোতা। দুৎ [চলিয়া গেল]

চতু। আধ্যাত্মিকতাই যে হিন্দুধর্ম্মের বাহার।

২য় শ্রোতা। বাহার নিয়ে ধুয়ে খাওগে'—চল সব চল—

অন্য সকলে। বোঝা গেছে বৃদ্ধ বেশ্যার তপস্বীর দল ও।

[শ্রোতাদিগের প্রস্থান]

শিরো। [হতাশ ভাবে]
না এ মিছামিছি—ওহে মুর্গী চালিয়ে নেও হে।

চূড়া। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া]
হা হতোস্মি !—স্মৃতিরত্ন নস্যদানটা দেও হে।

শিরো। তবে শাস্ত্র এই রকম খাড়া করা যাক্
যে মুর্গীকে হাঁস বলে' যার খুসী থাক্।

সকলে। [স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল, এই ভাবে] ঠিক্ ঠিক্।

শিরো। আর মুর্গীর ডিম—কেউ তারে
হাঁসের ডিম বলে' খেতে চায়—খেতে পারে।

বিদ্যা। [সহর্ষে] বাঃ বাঃ। আর বাঁকিগুলো ?

শিরো। [একটু চিন্তা করিয়া] গো আর শূয়র
বোধ হয় খাওয়া যেতে পারে দিয়ে ঘরের দুয়োর ;
কিংবা হোটেলেতে বসে'—মার্কণ্ড পুরাণেও

এইরূপই লেখে ; মনুসংহিতার এক স্থানেও
এ বিধান আছে।

বিদ্যা। [স্বীয় ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে]
কেয়াবাৎ! কি শাস্ত্রজ্ঞান। আঃ—

ন্যায়। কি ধীশক্তি।

চূড়া। কি গভীর গবেষণা। [নস্যগ্রহণ]

অন্য সকলে। বাঃ!

শিরো। আপাততঃ বিলেতফের্ত্তা ব্রাহ্ম ফ্রাহ্ম হ'ল
একঘরে। বাঁকিটাকে হিন্দুসমাজ বল।

স্মৃতি। কিন্তু সে গুড়েও বালি! এ দিকেও দুর্য্যোগ;
শুনি, রাজা কচ্ছেন, এবার বিলেত যাবার উদ্যোগ।

পণ্ডিতেরা সকলে। সে কি? সত্যি না কি?—[বিদ্যানিধিকে]

বিদ্যা। না না [স্মৃতিরত্নকে] তামাসা বোঝ না?

হরি। না সে তামাসা নয় বড়—আমারও তাই শোনা।

ভূত। সত্য না কি? হ্যাঁ!!! ওঃ! শেষে কিনা বিলেত!

শ্যাম। চীন নয়, ব্রহ্ম নয়, কাবুল নয়—বিলে—এ—ত্!!

রাধা। তাও রেলেও নয়—জাহাজে চড়ে'—বি—লে—এত্!!

চতু। হা ব্যাস—হা মনু—ওঃ—দয়াময় হরি।

[উন্মত্তের ন্যায় বেগে ঘুরিয়া বহির্গমন]

ভূত। হে বসুধে দ্বিধা হও—আমি প্রবেশ করি। [পতন ও মূর্চ্ছা]

হরি, শ্যাম ও রাধা। হা হা ভূতনাথ মূর্চ্ছায়—ধরুন ওঁকে ধরুন।

[ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন]

বিন্দা। [পশ্চাতে যাইতে যাইতে রিক্তহস্তে যেন ভূতনাথের মাথা ধরিতেছেন এইরূপে] আহা হা হা—দেখি—দেখি—[পণ্ডিতদিগকে] সরুন মশায় সরুন।

[নিষ্ক্রান্ত]

নবম দৃশ্য।

[স্থান—ব্রহ্মালয়। উচ্চে দূরে নির্ঝর-প্রপাত। কাল—প্রভাত ব্রহ্মা চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন। সরস্বতীর দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইয়া গীত।]

হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার?
বিষাদের রেখা কেন বা আননে?
নিরখি অরুণোদয় হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবিপানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে।
এই ছিলে হাসি হাসি ঢালি কর সুধারাশি
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে;
লুকালো সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে।

ব্রহ্মা। সরস্বতি, তুমি এখন বীণা ছেড়ে আবার বেহালা ধল্লে কেন ?

সর। এখনকার 'ফ্যাসন' হচ্ছে বেহালা। মেয়েদের বেহালা বাজান লোকে ভারি পছন্দ কচ্ছে।

ব্রহ্মা। কিন্তু, আমার কাছে মেয়েদের বেহালা বাজানোর দৃশ্যটা মনোরম বোধ হয় না। কি একটা অদ্ভুত পদার্থকে নাকের নীচে বাঁ হাত দিয়ে ধরে' ডান হাত দিয়ে এক গাছ ছড়ি নাড়ার চেয়ে, বীণায় হেলে স্বর্ণবলয়নিক্কণসহ বামহাতের অঙ্গুলিগুলি বীণার তারের উপর ঈষৎ বক্রভাবে সঞ্চালন দেখ্‌তে বেশী ভাল বোধ হয়। তাহাতে শরীরের ও হাতের মাধুর্য্য যেন বেশী পরিস্ফুট করে' তোলে।

সর। কিন্তু 'ফ্যাসন' মাফিক চল্‌তে হবে ত।

ব্রহ্মা। তাও বটে।—তা সে যা হো'ক তুমি এখন একটা ছাঁকা ভৈরবী গাও দেখি।

সর। তা পার্‌বো না। এখন শুদ্ধ রাগ-রাগিণী গাওয়া 'ফ্যাসন' নয়। মিশ্র ভৈরবী বলেন ত একটা গা'ই।

ব্রহ্মা। [চটিয়া] তবে এখন কি খিচুড়ি ফ্যাসন হয়েছে ? আচ্ছা না হয় মিশ্রই গাও।

সর। [বেহালার কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন]

ব্রহ্মা। একটা চা'র বিষয় গান জানো ?

সর। তা আর জানি নে !

ব্রহ্মা। তবে তাই গাও।

[বেহালা বাজাইয়া সরস্বতীর গান]

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না ;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই এক 'প্যালা' চা।
তার সঙ্গে দুখান সরভাজা থাকে আপত্তিকর নয় তা,
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে প্রাতে এক প্যালা চা।
[তান, যাহাতে ব্রহ্মা যোগ দিলেন] চা—চা—চা—প্রাতে এক প্যালা চা
শ্যাম্পেন, ক্লারেট পোর্ট স্হেরি আর খাও যার খুসী যা ;
শুধু কেড়ে কুড়ে নিও না আমার প্রাতে এক প্যালা চা।
অসার সংসার কেবা বল কার—দারা সুত বাপ মা ;
অসার জগতে যাহা কিছু সার—প্রাতে এক প্যালা চা।
[পূর্ব্ববৎ তান] চা—চা—চা—প্রাতে এক প্যালা চা।

ব্রহ্মা। [মুগ্ধ হইয়া] বাঃ চমৎকার! এটি বড় চমৎকার গান।
[তান করিয়া] চা—চা—চা—আহা।

[শশব্যস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ]

ব্রহ্মা। কি হে ইন্দ্র, কি মনে করে'? এত ব্যস্ত কেন?

ইন্দ্র। [প্রণাম করিয়া করযোড়ে] প্রভো আজ মহা বিপদ!— আমাকে স্বর্গচ্যুত কর্ত্তে চায়।

ব্রহ্মা। আবার দৈত্যরা এসেছে বুঝি। কেন তোমার বজ্র সহায় আছে ত।

ইন্দ্র। এ সব দৈত্য বজ্রে নিরস্ত হ'বার নয় শুন্তে পাই।

ব্রহ্মা। দৈত্যরা স্বর্গ আক্রমণ করেছে বুঝি।

ইন্দ্র। না, কর্ব্বে বলেছে।

ব্রহ্মা। তাতেই তুমি পালিয়েছ? তুমি তা হলে ত দেখ্‌ছি ভারি বীর। [হাস্য]

ইন্দ্র। আজ্ঞে না। আমার দেবতারাও বিদ্রোহ করেছে এবং আমাকে ধরে' বেশ দু ঘা দিয়ে দিয়েছে; আর বজ্রও চম্পট।

ব্রহ্মা। [সাশ্চার্য্যে] বল কি! সরস্বতি আর এক 'কপ্' চা ঢাল ত। [সরস্বতী তাহাই করিলেন]

ইন্দ্র। আর এই দৈত্যরা আমাকে মানা দূরে থাকুক, আপনাকেও মান্তে চাচ্ছে না। বল্‌ছে যে আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ ঋষিদিগের মস্তিষ্কে।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান]

[শীতলা মনসা আদি মর্ত্ত্য দেব-দেবীগণের প্রবেশ]

শীতলা। [দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া] ব্রহ্মন্ ধরাতলে আমাদের পরমায়ু শেষ হয়েছে। আমাদের সেখানে আর কেউ মান্‌ছে না। আদেশ করেন ত আমরা মরি।

[ক্রন্দন]

ব্রহ্মা। সে কি! ব্যাপারখানাটা কি বল দেখি।

মনসা। দেশে এত রকম 'প্যাথি' সৃষ্টি হয়েছে যে, সব মানুষগুলো তারাই মেরে ফেল্লে; আমাদের পূজা দিবার জন্য আর কেউ রৈল না। [ক্রন্দন] এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলেই লোকে আমাদের ছুট্ কোরে দিচ্ছে।

ব্রহ্মা। [বিস্ময়াভিভূত] বল কি!

[যক্ষ ও যক্ষবালাদের প্রবেশ]

১ম যক্ষ। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] প্রজাপতে! আমরা অসুর কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে প্রতাড়িত।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান] যক্ষরাজ কোথায়?

২য় যক্ষ। তিনি অসুরহস্তে বন্দী। সম্প্রতি অসুরেরা তাঁহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান কর্ব্বার অসুবিধাকর প্রস্তাব করেছে।

ব্রহ্মা। বল কি?

[বানর ও বানরীগণের প্রবেশ]

১ম বানর। [যথারীতি প্রণামাদি করিয়া] প্রভো! ধরাতলে চিরপূজ্য বানরজাতি আজ তাহাদের বংশোদ্ভূত সন্তানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত, পরাভূত, ও গুলীকৃত। একটা যা হোক্ ব্যবস্থা করুন, নহিলে আমরা এবার গেলাম।

[বসুমতীর প্রবেশ]

বসু। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] চতুর্ম্মুখ, আমি আর পাপের ভার সইতে পারি না। ধরাতলে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা তার উপর বাকিও পালিয়েছে। আমি একা আর কত সইব।

ব্রহ্মা। সে কি বসুমতি!

বসু। হ্যাঁ প্রভো, আমি ইন্দ্রদেবের কাছে গিয়াছিলাম ত তিনি নিজেই রাজ্য হ'তে প্রতাড়িত। [ইন্দ্রকে দেখিল] এই যে তিনিও এখানে।

ব্রহ্মা। তবে কি কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। ডাক ত কেউ বিশ্বকর্ম্মাকে।

[এক জনের বহির্গমন]

ব্রহ্মা। এঁ্যা হোল কি!—[চা-পান] সরস্বতি এবার চা'টা একটু তেত হ'য়ে গিয়েছে।

সর। দেখি [ব্রহ্মার কপ্ হইতে একটু পান করিয়া] হঁ্যা tannic acid হ'য়ে গিয়েছে; আর খাবেন না।

[কল্কিপুরাণ লইয়া তাহার পানে চাহিতে চাহিতে ধীর পদবিক্ষেপে, গম্ভীর ও বিজ্ঞভাবে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ]

ব্রহ্মা। বিশ্বকর্ম্মা ধরাতলে এখন কলিকালের কোন্ ভাগ?

বিশ্ব। [গম্ভীর স্বরে, পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া] এখন কলিকালের শেষভাগ।

ব্রহ্মা। কলির শেষে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা হবে, পুরাণ থেকে পড় দেখি।

বিশ্ব। [পুস্তকের দিকে চক্ষু রাখিয়া গম্ভীর স্বরে] কলিকালের শেষভাগে নব্যহিন্দু নামক এক প্রকার মনুষ্যজীব জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা বাক্যে অপরিমিত বলশালী ও কার্য্যে অচিন্তিতপূর্ব্বরূপে পৃষ্ঠপ্রদর্শক হইবে। তাহারা ইংরাজী পড়িবে; তিন পোয়া পরিমাণে ইংরাজী পোষাক পরিবে; কদাচিৎ গোপনে ইংরাজী খাদ্য খাইবে; অর্দ্ধ ইংরাজী কহিবে; মসীযুদ্ধে কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইবে না; ও বাক্‌যুদ্ধে তাহারা অদ্বিতীয় হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা অবলম্বন করিয়া 'ব্রাহ্ম' নামধারী কতিপয় যুবক 'হিন্দু' নাম পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবে; এবং তাহা-দিগের মনে মনে এরূপ জ্ঞান জন্মিবে যে, তাহারা এক নূতন ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বিলেতফের্ত্তা নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে; তাহারা ভিতরে সাহস প্রভৃতি সদ্গুণ ও বাহিরে বর্ণ ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে সাহেবদিগের যোল আনা মাত্রায় অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা ধুতি চাদর নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাট্ কোট্ পরিয়া আত্ম-বিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাম্বূল চর্ব্বণ, গুড়গুড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে প্রণাম—এক কথায় সমস্ত দেশীয় রীতি নীতির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহারা মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে; এবং কেবল 'কুলি' সম্প্রদায়ের সহিত এড়ো ভাবায় বাঙ্গলা বা হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহারা ইংরাজী 'স্ল্যাং' (slang) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে; ইংরাজী সুরে শিষ দিবে; ছড়ি ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে। হুইস্কি খাইবে, এবং পদদ্বয় যতদূর সম্ভব দ্বিধা প্রসারিত করিয়া চুরোট টানিবে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া দলাদলি

লইয়া ব্যস্ত থাকিবে; এবং নীতি ও ধর্ম্ম অপেক্ষা খাদ্যে ও ভ্রমণে অধিক মনোযোগ দিবে—অর্থাৎ মিথ্যা, চুরি, নরহত্যা ইত্যাদি অপেক্ষা ম্লেচ্ছ আহার ও ম্লেচ্ছ-দেশভ্রমণ অধিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। শিক্ষিত শূদ্র তাহাদিগকে প্রণাম করিতে চাহিবে না; ও তাহারাও তাই টিকি রাখিয়া ও ফোঁটা কাটিয়া আত্ম-ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে।

জন কতক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে—হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ও অবান্তর ধর্ম্মের হীনতা, জগতে ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইবে; ও নব্য সম্প্রদায়কে সভ্য ও অসভ্য দুই প্রকার গালিই অকার্পণ্যে বর্ষণ করিবে। ইহাদের নাম হইবে 'গোঁড়া'। ইহারা টিকি রাখিবে, ও কুক্কুটভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে।

স্বর্গীয় দেব-দেবীতে ক্রমে সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিবে ও ক্রমে কতকগুলি মর্ত্ত্য-দেবদেবী উদ্ভূত হইয়া নিরক্ষর অপগণ্ড ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় স্বরূপ হইবে। ক্রমে সর্ব্ব দেবদেবীতে অবিশ্বাস জন্মিবে। এবং জগতে 'স্বার্থ'-পূজা প্রধান পূজা বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্রমে সমাজে সর্ব্ব প্রকার খাদ্য চলিবে; ও রাজা মহারাজারা বিলাত যাইতে আরম্ভ করিবে; তখন বিলাত-যাত্রা আর দূষ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। বিধবা-বিবাহ সমাজে চলিবে; বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবে। হিন্দু-সমাজ এইরূপ হইলে কলিকালের শেষ হইবে।

ব্রহ্মা। ধরাতলে সমাজ এখন এই রকম হয়েছে নাকি ?

সকলে। আজ্ঞা হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছে।

ব্রহ্মা। বোঝা গেছে; কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। আমি যাচ্ছি—বিষ্ণুকে কল্কি-অবতার হ'তে আদেশ দিচ্ছি গিয়ে। তোমরা নির্ভয়ে বাড়ী যাও। [ব্রহ্মার প্রস্থান]

[ক্রমে সরস্বতী ভিন্ন অন্য সকলের সোল্লাসে প্রস্থান]

[সরস্বতীর বীণা লইয়া গীত]

কেন আর এ ভাঙ্গাঘরে মারিস্ তোদের সিঁধ কাটি ?
ছিন্ন তরুর মূলে হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি ?
বিষে জর জর প্রাণে　　কেন হানিস্ বিষ বাণে ?
পাপের বন্যাভরা দেশে আনিস্ নরক খাল কাটি ?
কেন শীর্ণ মলিন দুখে　　মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে ?—
দু'দিন গেলে দিস্‌রে ফেলে—পুরাস্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি !

[যবনিকা পতন।]

দ্বিতীয় অভিনয়।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—নবরচিত কল্কিদেবের বিচিত্র আদালত।
কাল—দ্বিপ্রহর বেলা। বিরাট জনতা।
সম্মুখে ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী।]

ঘোষণাকারী। শুন শুন সবে পাপাত্মা মানবে—
কল্কিদেব অবতীর্ণ হয়েছেন ভবে ;
সকলের তাঁর কাছে আজ বিচার হবে ;
ভাইগণ এই ক্ষণ প্রস্তত হও তবে ;—
চুপ করে' বসে' থাক, করো না ক গোল ;
সকলেরই ডাক হবে—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[দামামা ধ্বনি]

যত আছেন ভাট, জোচ্চোরের হাট,
করেছেন যাঁরা হিন্দুসমাজ বিভ্রাট,

দেবেন তাঁ'দের সাজা দেব কল্কি সম্রাট্,
—রাজার উপর রাজা যিনি, লাটের উপর লাট।
নয়ক এ মুসলমান কি ইংরাজের আমোল,
এবার শাস্তি শূল বাবা—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।
[দামামা ধ্বনি]

বিলেতফের্ত্তা চয়, দেখ্‌বে কি হয় ;
বড় পা ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে চুরোট্ খাওয়া নয়
চোখ বুঁজে পার পাবে না ব্রাহ্ম সমুদয়।
নব্যহিন্দু—লুকিয়ে খাওয়া কত দিন সয় ?
দিন রাত এর ওর ঠ্যাং আর ঝোল—
নেও এবার ঠেলা সব—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।
[দামামা ধ্বনি]

গোঁড়া হিন্দুরাই হাস্‌ছ কি ছাই !
ছেলে বেলার খাদ্য বুঝি মনে নাই ভাই ?
পণ্ডিতগণ তুড়ি দিয়ে হাজার তোল হাঁই,
শাস্ত্র মনে না থাকে ত পরিত্রাণ নাই—
হাজার নাড় টিকি, হাজার বল হরিবোল,
রক্ষা নাই কোন দিকে—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।
[দামামা ধ্বনি]

এই বঙ্গদেশ আজ হবে শেষ ;
সমাজে পাকিয়েছ তোমরা গোলযোগ বেশ ;
তোমাদের অনাচারে কলিকালের শেষ ;
তাই এসেছেন কল্কি—ব্রহ্মারই আদেশ—
ঐ শোন কল্কিদেবের আগমনের রোল ;
নিজের নিজের পথ দেখ—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[দামামা ধ্বনি ; ও উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

[স্থান—ময়দানে বিরাট তাম্বুর অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত।
সিংহাসনারূঢ় কল্কিদেব। চারিদিকে সশস্ত্র অনুচরবর্গ।
'মন্ত্রী' বৃহস্পতি, কল্কিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে আসীন।
সম্মুখে অভিযোগী ধর্ম্ম দণ্ডায়মান।]

কল্কি। [গম্ভীর স্বরে]—
হিন্দুসমাজ ভাঙ্গার জন্য প্রধান দোষী কে কে ?
তাদের দেখা যাক্ নিয়ে এস একে একে।

ধর্ম্ম। [করযোড়ে] সমাজ ভাঙ্গার জন্য, প্রভো দেব, দয়াসিন্ধু!
বিলাত ফেরৎ, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত, নব্যহিন্দু—
এই পঞ্চ সম্প্রদায়কে অভিযোগ করি।

কল্কি। আচ্ছা, নব্যহিন্দুদলে বোলাও প্রহরী।

[প্রহরীর প্রস্থান ও ক্রমে বিধু, নিধিরাম, নীলমণি, হারাধন, ও
পশ্চাতে বিদ্যানিধিকে হেঁচ্‌ড়াইতে হেঁচ্‌ড়াইতে
লইয়া প্রহরীর প্রবেশ।]

বিদ্যা। আমায় কেন টান—আমি নব্যহিন্দু নই বাবা,

হারা। তুমি নব্যহিন্দুর বাবা, আমরা যাই হই, বাবা
তুমি নব্যহিন্দুর চেয়ে তিলার্দ্ধও নও কম;
ফাউল খাবার রাক্ষস, আর মদ খাবার যম।

বিদ্যা। আহা যদি রাজার সঙ্গে বিলেত যেতাম চলে'
পড়্‌তে হত না—ওর নাম কি—এ বিষম গোলে।

[নব্যহিন্দুরা কল্কিদেরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।]

ধর্ম্ম। এঁরাই নব্যহিন্দু—ওর্‌ফে Reformed Hindoos;
এঁরা বাক্যে বৃহস্পতি, তর্কে মহাভুজ,
বক্তৃতায় সরস্বতী, মসীযুদ্ধে ভীষ্ম,
প্রতিজ্ঞায় ভীমস্পর্দ্ধী, ও কার্য্যে অদৃশ্য।
কাগজ এঁদের যুদ্ধক্ষেত্র, কলম এঁদের অসি;
রণবাদ্য হুঙ্কারব; রক্তপাত মসী।
এঁদের পরাজয় শুধু গৃহিনীর গালি;
এঁদের জয় টাউন হলে ঘোষে করতালি।

এঁদের ধর্ম্ম—জীবনেতে যাতে কম ক্ষতি,—
—যেই দিকে কম বাধা সেই দিকে গতি।
এঁরা মেয়ের বিয়েয় হিঁদু, ব্রাহ্ম চোখ বোঁজায়;
নাস্তিক ফাউল খাবার সময়—ই'তে যা'ই বোঝায়;
এঁরা খান,—গৃহে ভাত, পূজা গৃহে পাঁটা,
বন্ধুগৃহে 'ফাউল', এবং বেশ্যাগৃহে ঝাঁটা;
নব্য হিন্দুদলে প্রভু করিলাম পেষ—
দাড়ি গর্ব্ব, মুখ সর্ব্ব, থর্ব্ব—

বন্দিগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।

বৃহ। বা এঁরা ত অপরূপ!—কারো এক ছুট;
কারো ধুতি, উড়োনি আর পায়ে দীর্ঘ 'বুট';
কারো ধুতির উপর ঝোলে একটি পিরাণ মোটে;
কারো সেটি অর্দ্ধ ঢাকা দীর্ঘ চায়না 'কোটে';
বিলাতী পিরাণ 'কোট' কারো চারু অঙ্গে;
দেখি আবার 'নেকটাই', কাপড়ের সঙ্গে;

কল্কি। বা এরা ত বেশ!—এরা শাস্ত্র টাস্ত্র জানে?
[বৃহস্পতিকে]—জিজ্ঞাসা কর ত এরা 'কোন ধর্ম্ম মানে?'

বৃহ। ভো—ভো—নব্য হিন্দু—তোমরা কোন্ শাস্ত্র জানো?
কোন্ ভাষায় কথা কও, কোন্ ধর্ম্ম মানো?

বিধু। ধর্ম্ম?—হোঃ! ধর্ম্ম! pooh! ধর্ম্ম কর্ম্ম কার?
আজ কাল ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে কর্ম্মকার;
রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর এবং চর্ম্মকার।

ধর্ম্ম ?—হোঃ !—তাই যদি মান্‌ব তবে Ganot
হম্‌বোল্ড, লাপ্‌লাস্‌ আর ডারুইন পড়া কেন ?
জলে ফেলে দিলেই হয়।

বৃহ। ধিক্‌—অহো—ধিক্‌
শতধিক্‌—কে তুমি হে ?

বিধু। আমি বৈজ্ঞানিক—
Physical Scienceএর আমি Lecturer—
নাম বিধুভূষণ—ধর্ম্মর ধারি নাক ধার।

বৃহ। ধর্ম্ম নেই ত সমাজ থাকে কেমন কোরে পাগল।

বিধু। The iron law of necessity, the beautiful struggle
For existence—এই ধর্ম্ম—the survival of
The fittest—

কল্কি। [হতাশভাবে বৃহস্পতির মুখের দিকে তাকাইয়া]
এ কি বলে ?

বৃহ। [বিধুকে] রাখ হে ও সব
তুমি সমাজতঃ কি হে ?

বিধু। সমাজতঃ ?—হিঁদু।
সমাজতঃ আবার কি !

বৃহ। বেশ ! তা যদি হও বিধু।
তবে হিন্দু ধর্ম্মও মানো—

বিধু। মোটেই না।—আমার
বিশ্বাস যে, বিশ্বাস করুন যাকে ইচ্ছা।—আমার,

দুর্গার, শিবের, বিষ্ণুর, ইন্দ্রের অস্তিত্বে ; কি বরুণ,
অগ্নি, বট, পাথর,—যাকে খুসী বিশ্বাস করুন—
শীতলা কি মনসা—কিংবা তেলাপোকা, ইন্দুর,
ছারপোকা,—যত আছে দেব দেবী হিন্দুর ;
একেশ্বর মানুন ; ভূত মানুন, নাই মানুন ;
কিংবা নে'ন থিয়সফিষ্টদের আইন কানুন ;
কিংবা নাই' নে'ন ; দুনিয়ার বদ্‌মায়েসী বাড়ান ;
ধাপ্পাবাজি, চুরি করুন ; স্ত্রীকে মারুন, তাড়ান ;
বিয়ে কোরে দশ বিশ গণ্ডা বাঁধা বেশ্যা রাখুন ;
তবু বেশ চোলে যাবেন।—অর্থাৎ যদি না খান
গো, মুর্‌গী, শূয়র, পেঁয়াজ ;—বিশেষ কুংড়ো সিদ্ধ
বুধবারে রাতে খাওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ ;
টিকি রাখেন আরো ভালো, না রাখেন, নাই—
কিন্তু একটু বয়স হোলে সেটা শুদ্ধ চাই।

কল্কি। সে কি! এরূপ হিন্দুধর্ম্ম পেলে কোথা থেকে ?

বিধু। পণ্ডিতেরা শিক্ষা দেন তাঁদের পুঁথি দেখে

কল্কি। [ধর্ম্মর দিকে তাকাইয়া] সত্যি!

বিধু। না হয় জিজ্ঞাসুন পণ্ডিতদের ডেকে—

কল্কি। লোকাচার মানো ?

বিধু। মানি বটে প্রকাশ্যতঃ
একঘরে না হবার জন্যে দরকার যত।
মুর্‌গী যদি খাই—I would tell a lie,

As soon, ও as easily as I would eat a pie.
তার উদ্দেশ্য নয়ক কাউকে ফাঁকি দেও বিশেষ ;
উদ্দেশ্য—not to hurt society's prejudices,
এটা একটা white lie কারণ society সব জানে ;
জিজ্ঞাসুন বিদ্যারত্নে —আছেন ঐখানে।

বৃহ। সমাজ যদি জানে তবে ঢাকাঢাকি কেন ?

বিধু। কি জানেন ! societyটা অবিকল যেন
Old father ; বলে ডেকে নব্যহিন্দু দলের
Headদের, "বাবা জুতো মারো। মেরোনা সকলের
সম্মুখে। মার্‌বে ত জানিই। এখন হইছি বৃদ্ধ ;
না তাড়িয়ে দিও দুটো আলোচাল সিদ্ধ ;
আর মাঝে মাঝে—মেরো Dawson বাড়ীর জুতো,
আস্তে, পীটে—ঘরে বোসে।" Society বস্তুতঃ
এক রকম reasonable, আমরাও তাই
তাকে তাচ্ছিল্য না কোরে ঘরে বসে' খাই।

কল্কি। তোমার ওসব ফাজ্‌লামি এখন দেও রেখে ;
বোঝা গেছে—[প্রহরীকে] আচ্ছা এখন গিয়া বসাও একে
নিয়ে এস দেখি,—ওই লোকটা বলে কি।

বৃহ। কে হে তুমি ?

নিধি। আমি ডাক্তার।

বৃহ। আচ্ছা এস দেখি ;
তুমি ধর্ম্মটর্ম্ম মানো ?

নিধি। আমি ধর্ম্ম মানি।

বৃহ। সে কিম্বিধ বল, যদি বল্‌তে নাহি হানি।

নিধি। আমার ধর্ম্ম—Humanitarianism.

কল্কি। উঃ—বাপ্‌—

অর্থ টা কি কুমীর না বাঘ না কি সাপ্‌?

নিধি। ওর অর্থ এই—কি না বিশ্ব প্রীতি—

কল্কি। বা—রে!

এত বড় কথাটা কি ঐটুকু ভারি?—

সে কিরূপ প্রকাশ কোরে বল এই খানে।

নিধি। The greatest good of the greatest number—মানে

বেশীলোকের যেইটেতে বেশী উপকার

তাই ধর্ম্ম।—

কল্কি। [স্বগত] মন্দ নয় অর্থ কথাটার।

যা হোক হিন্দু ধর্ম্ম বিষয় তোমার কি মন্তব্য?

নিধি। হিন্দুধর্ম্ম অতি Foolish; অতীব অসভ্য।

কল্কি। [সাতিবিস্ময়ে] কেন?

নিধি। দেখুন medically, vegetable চেয়ে

Meat ঢের digestable। না,—রোজ একঘেয়ে

কুংড়োঘণ্ট, শাগচচ্চড়ি। থোড়বড়ি খাড়া,

আর খাড়া বড়িথোড়।—হায়! এ জাতটা মড়া

হোল—মশায়, বল্‌ব কি, কেবল না খেয়ে;—

ভাত আর শাগ আধ্যাত্মিক আহার ! ! ! তার চেয়ে
খেতো যদি ছাতু কিংবা পশ্চিমে চাপাটি,
যেত তবু পেটে খানিক নাইট্রোজেন খাঁটি।
না, কি ?—শুধু ঘি আর ভাত, সন্দেশ আর মুড়ি,
Starch আর fat খেয়ে বাড়াচ্চেন ভুঁড়ি।
আরো দেখুন sea breezeটা সব চেয়ে খাঁটি,
না, সমুদ্র একবারে পার হলেই—মাটি।
তাই বুঝি নদীতেই টান্থক গিয়ে দাঁড় !
না আঁধারে বসে' সবাই যত ধর্ম্মের ষাঁড়
দাবার বড়ে টেপা—আর হাতে হুঁকো ধরা—
আমার বিশ্বাস, উচিত তাদের একঘরে করা ;
তাই না হক বাড়ীটাই হোক একটু ভালো !
তা সে এমন—যেন বাঘ বাতাস আর আলো ;
জানালাটা বড় করা যেন একটা পাপ,
গিন্নীদের দেখা যাবে—কি ভীষণ বাপ্ !
আরে !—Ventillation Indiaর hot climateএ
Essential—এ বুদ্ধিটাও নাই তাদের পেটে।
অর্থাৎ brainএ (ভুলিছিলাম)—দেখুন দিখি ছাই
এই কি ভুল notion—পেটে বুদ্ধি ! ! ! আরে ভাই,
Anatomy জাননাক ; Physiologyর ধার
ধার নাক ; Microscopeটা ভাব বিধির খেল্ কি !
Chemistry, Physicsএর ব্যাপার দেখ্‌লে ভাব ভেল্কি ;

Hygiene বোঝ নাক ; আছ চিরকাল ধোরে
পাঁচন আর হরিতকী ; অগ্নি ফক্ কোরে
খাবার ব্যবস্থা দিলে ; কল্লে ধর্ম্ম সেটা,
হয় নাক হিঁদুয়ানি না মানিলে যেটা ।
এই মশায় হিঁদুয়ানি, পণ্ডিতের রচা—
শুঁট্‌কোঃ চিম্‌সেঃ ছাতাধরাঃ পচাঃ—
মান্‌বে বলুন কেবা তাঁদের এই হিঁদুয়ানি
Nineteenth Centuryর বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ।

বৃহ । তবে—হিঁদু নও—

নিধি । না, সে সমাজতঃ মানি,
কেন না যখন আমার মত সভ্য বেশ,
তখন যায় আসে নাক what I profess ;
সব তারি থাকা ভাল ভেতর আর সদর,
এই যে দেখ্‌চেন আমার এই, সুগোল ও নধর
চেহারাটি—তারো যদি উল্টে দেখেন ভিতর,
দেখ্‌বেন সেটা কিরূপ বীভৎস, ও কি ইতর !

কল্কি । আচ্ছা ও সব নিয়ে তুমি ধুয়ে খেও গিয়ে ।
মাথা ঘামিয়েছ কভু স্বর্গ নরক নিয়ে ?

নিধি । সে বিষয়ে আমার জ্ঞান অতীব ধোঁয়াটে ।
তবে—কট্‌লেট, চপ্ ও ক্যারি—ভবসিন্ধুর ঘাটে
অনেকটা এনে দেয় স্বর্গের আভাষ ;
আর ঝাঁঝাঁ খিদেতে,—নিরম্বু উপবাস

যারে বলে, সেই নরক—এই সোজাসুজি,
স্বর্গ—ও নরক—আমি যত দূর বুঝি।

কল্কি। না হে না, তুমি ত দেখি অতীব বেল্লিক!
মানুষ মর্‌লে কি হয়—সেটা জানো কিছু ঠিক্?

নিধি। তা ঠিক্ জানি।

কল্কি। বল দেখি মানুষ মর্‌লে কি হয়।

নিধি। আড়ষ্ট হয়।

বৃহ। না না তার পরকালে কি হয়?

নিধি। পরকালে? হয় উপোষ না হয় ভাল খানা।

কল্কি। তুমি যাও, তুমি অতি পেটুক—গ্যাছে জানা।
আচ্ছা ওকে ডাক, যে ঐ কি ভেবে মনে
লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে হাস্‌ছে এক কোণে

[হারাধন আজি ঘটনাক্রমে মদিরায় 'চুর' হইয়া আসিয়াছিলেন

বৃহ। তোমার নাম কি?

হারা। [হাসিয়া] হিঃ হিঃ—হারাধন—গোঁসাই

বৃহ। হাস কেন?

হারা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হাসি কেন?—মশয়—

নীল। হারাধন আদালতে জবাব দিও না হেসে,
আদালতে হাস্‌তে আছে? fine হবে শেষে।

বৃহ। তুমি কেহে আবার?

নীল। [সগর্ব্বে] হাইকোর্টের উকিল আমি।

বৃহ। এখন তুমি চুপ কর, রাখ ফাজ্‌লামি—

[হারাধনের প্রতি] নাম কি তোমার ?

হারা। হারাধন।

বৃহ। বয়স ?

হারা। দেড় কুড়ি।

বৃহ। পেশা ?—

হারা। [হাঁই তুলিয়া] বাবা হাঁই তুলি—আর দেই তুড়ি—
করি মুনসেফি, দিনে আপিসেতে যাই,
রাতে এসে কখনও বা দু এক dose খাই;
তুমি বাবা কি কর ? হিঃ—হিঃ—হিঃ—

কল্কি। —ফের হাসি ?
অমন যদি কর তবে তোমায় দেব ফাঁসি

বৃহ। উত্তর দেও। God মানো ? তোমার হাসি রাখ।

হারা। [গম্ভীরভাবে] না বাবা goddess মানি—God মানিনাক।

বৃহ। কিরূপ তোমার দেবী ? কিরূপ আকৃতি ?

হারা। নিরাকার ; সচ্চিদানন্দ, বোতলেতে স্থিতি—

কল্কি। নিরাকার তিনি ?

হারা। [পূর্ব্ববৎ] তিনি নিরাকারই, তবে—
ধরেন আকার যাতে ঢাল তাঁরে যবে।

কল্কি। [সবিস্ময়ে] সে কি রকম ?

হারা। [বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া]
—এই ঢাল বোতলেতে যখন,
নধর বোতলাকৃতি মা আমার তখন [বোতল দেখাইয়া]

গেলাসেতে ঢাল যখন গেলাস-আকৃতি [দেখাইলেন]
পেটে ঢাল [খাইলেন] ব্যস্—বাবা বাহুল্য বিস্তৃতি।

কল্কি। [সবিস্ময়ে বৃহস্পতির পানে চাহিয়া]
বলে কি এ?—বৃহস্পতি 'হুইস্কি' এরই নাম?

হারা। একটু খেয়ে দেখ বাবা; না হয় তার দাম
নেবনাক; খাও বাবা, রাগ কেন?—আমাদের mission
প্রত্যেকে অন্ততঃ ১০ জন convert করা ফি সন।
খৃষ্টান পারে, ব্রাহ্ম পারে (মোটে লাইসেন্স না নিয়ে)
যত ভালমানুষের ছেলে দিতে বানর বানিয়ে;
আমরা পারিনাক? নেও, খাও বাপধন এস;
গিলে ফেল নাম কোরে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

[গ্লাস ও বোতল কল্কিদেবের সম্মুখে রাখিলেন]

জনৈক প্রহরী। বল্‌ছিস্ কিরে গণ্ডমূর্খ অর্ব্বাচীন—আ মর
—স্বয়ং বোসে কল্কিদেব এ যে জানিস্, পামর?
[হারাধনকে ঘাড় ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন]

হারা। হলেই বা! কথাটা কি বলেছি অমন্দ?
ইঃ রাগ দেখ—ছাড়্—তোর মুখে গন্ধঃ—

প্রহরী। আমার না তোর মুখে? মাতালের ডিম।

হারা। মাতাল কিসে? তুই মাতাল,[সজোরে] মাতালের ডিম।

[ফিরিয়া যাইতে উদ্যত]

কল্কি। ছেড়ে দেও ওকে এখন; ক্রমে শাস্তি ওর
বিধান কচ্ছি; বেটা মাতাল, বদ্‌মায়েস ঘোর।

হারা। আমি বদমায়েস ? offer কল্লাম গেলাস মন্তর ;
গা'ল দেও ? কল্কি তুমি বেজায় অভদ্দর।—
চিরকাল ধেনো খেয়ে মরেছ ত খালি,
দিলাম যদি খাঁটি মদ—তা'তে দেও গালি—
কখন ত হয়নি তোমার ভদ্দরদলে মেশা,
কখন করনি একটু উঁচু রকম নেশা,
তুমি খাও ধেনো, তোমার শ্বশুর খান ভাঙ্,
ই'তে আর কত হবে ? তাই সব বিদ্যেয় চতুরাং,
—বৃহস্পতি ! তোমার কাছা খুলে গ্যাছে, ভাই—[হাস্য]

বৃহ। [শশব্যস্তে] কৈ ? [কচ্ছ ঠিক করিতে ব্যস্ত]

হারা। ঐ যে নীচে পড়ে।—কাছার ঠিক নাই
মোকর্দ্দমা কর্ত্তে এলে বাবা ; যাও, যাও—
—ধেনো খেয়ে কত হবে ?—নেও, বাবা খাও—
[গেলাস প্রদান]

বৃহ। আবার ?

কল্কি। [প্রহরীকে] দেওত ওর সজোরে কান্‌মুটি ;
[প্রহরীর তদ্রূপ করণ ও ইত্যবসরে কল্কিদেবের
লুকাইয়া দু এক ঢোক পান।]
কান ধোরে দশ বার করাও ছুটাছুটি।

হারা। [দৌড়াইতে দৌড়াইতে]
কেন বাবা ?—এমনই কি ! তোর ধেনো খাগে যেয়ে

বৃদ্ধ যুবা ;—আমরা একটি দেখিছি চাক্ষুষ,
আদালতে আমলাদের মাঝে মাঝে ঘুষ
অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করে। যাহা অসম্ভব,
মিছে কথা কওয়ার মত হয় সাধ্য সব।
কোন কোন জজেরও—এমন কি প্রকাশ্যে
গোল গোঁফ বিস্ফারিত হ'য়ে যায় হাস্যে ;—
মোকর্দ্দমার যে pointটা যাচ্ছে নাক বোঝা ;
হ'য়ে যায় হাস্যকর রূপে সোজা।
প্রকাশ্যে অভোজ্য-ভোজীর বোঝা যায় না দোষ,
বেত্রাঘাতেও পণ্ডিতদের আশ্চর্য্য সন্তোষ ;—

কল্কি। আচ্ছা ওসব রেখে দেও ; তুমি ত হে হিঁদু ?

নীল। কি জানেন, অবিকল যে রকম বিধু ;
জানিওনে, পোষায়ও না ধর্ম্ম নিয়ে খোঁজা ;
সুবিধাই ধর্ম্ম, আমার এত মত সোজা।
আর প্রভু, আমি অতি গোবেচারি প্রজা।
—বিলেতেও যাইনি, ভূতেটুতেও পাইনি,
আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে কট্‌লেট্‌ও খাইনি ;
আমি বিধুবাবুর মত তর্ক ফর্কও করিনে ;
Herbert Spencer কি ভাগবতও পড়িনে ;
এ্যাঁ এ্যাঁ বাড়ীও যাই—এ্যাঁ এ্যাঁ গুলোও খাই—
তবে গণ্ডগোল কোরে কাজ কিরে ভাই ?
বেমাজ চোখ বুঁজে, আছে নাক গুঁজে,

কেন তাকে খোঁচাখুঁচি—সব জানে,—বুঝে।
তবে রাখিনাক টিকি—সভ্যরা সব চটে;
আর একটুখানি চক্ষুলজ্জা;—সেটাও বটে।
বুঝ্‌লেন কি না। যতদূর দরকার তা চেয়ে
কেন বেশী ভণ্ডামী। গুটিকতক মেয়ে
পার' করা নিয়ে বিষয়; হ'য়ে গেলে সেটা,
চুকে গেল সব, আর ফুরিয়ে গেল লেঠা;
তার পর—বুঝ্‌লেন কি না—আর কোন বেটা
হিঁদুয়ানির ধার ধারে, রাখেই বা তক্কা;—
হিঁদুয়ানিও অচিরাৎ পাইবেন অক্কা—

কল্কি। বোঝা গেছে—প্রকাশ কর্চ্ছি ক্রমে অভিপ্রায় [পান]
[প্রহরীকে] এখন নিয়ে এস দেখি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে
[প্রহরীর প্রস্থান]

[অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত গঙ্গারামের প্রবেশ]

ধর্ম্ম। হায় হায় আস্‌চেন ঐ সব ব্রাহ্ম সম্প্রদায়।—
বেশ ভূষার পারিপাট্য, চাকচিক্য নাই;
নির্ব্বিরোধী, নির্ব্বিলাসী, নিষ্কাম, নিরেট;
প্রমাণ—বোতামহীন ক্যাফ, বোতামহীন প্লেট।
এঁরা অতি অনুতপ্ত—অতি শুদ্ধ রুচি;
প্রমাণ—খান কাঁচা গোল্লা, সরপুরি ও লুচি;—
সুবিধা থাকিলেই করেন রম্য গৃহে বাস;
আর, সেবন করেন কভু সিমলার বাতাস;

এঁরা পরেন গরদ, মাখেন চন্দন এবং আতর;—
কিন্তু মনে এঁরা অতি দীন, অতি কাতর।
ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে প্রভু করিলাম শেষ—
চসমাদাড়িবান্, লুচিপ্রাণ,

বন্দিগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।

কল্কি। আচ্ছা তোমাদের মধ্যে প্রধান কে বল

ব্রাহ্মগণ। সবাই স্বস্বপ্রধান।

কল্কি। [সাশ্চর্য্যে] সে কি রকম হ'ল?
[গঙ্গারামকে] তুমি নিশ্চয় সর্ব্বপ্রধান—প্রশ্ন করি বল।
কি প্রকার তোমাদের ধর্ম্ম?

গঙ্গা। [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া] পরিষ্কার—
আমাদের এক ব্রহ্ম—নির্গুণ, নিরাকার,
সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী;

কল্কি। শুধু এই?
তোমাদের ধর্ম্মেতে কি আর কিছু নেই।

গঙ্গা। আবার কি?—পর ব্রহ্ম ওঁকার মহান্,
নিত্য, সত্য, পূর্ণ, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞানবান্—

কল্কি। এ ত হিঁদু ধর্ম্ম। কেন তোমরা সকলে
হিন্দু নাম ছেড়ে নাচ ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বোলে!

গঙ্গা। নামে কি যায় আসে?

বৃহ। নামে?—মতেতে না যত
চটায়, নামে তত চটায়—এই যদি ধরি

তোমার আছে এক মেয়ে, সুশীলা সুন্দরী,
রাখ দেখি তার নাম 'গলগণ্ড বেওয়া'
হাজারই অপ্সরা হোক্—তার বিয়ে দেওয়া
সৌখীন সমাজে হবে ভয়ঙ্কর লেঠা ;
প্রথমতঃ নাম শুনেই পালাবে সব বেটা।
আর নাম দেও দেখি মিস্ প্রভা—রায়
অমনি বরের হুড়াহুড়ি—যায়গা পাওয়া দায় ;
হোক্ না সে কদাকারা—টেরা এবং বোঁচা,
অর্দ্ধেক বাঙ্গালী—প্রেমে মূর্চ্ছা যাবে চোঁচা
না দেখেই তারে। আর সে বিকিয়ে যাবে হেসে
হয়ত এক কবিই তারে ফেল্‌বে ভালবেসে।

বিদ্যা। আরো—যেমন ;—থিয়েটরে actress হলো রাণী
অমনি stallএ ঘেঁষা-ঘেঁষি, কেমনই না জানি !
—অভিনেত্রী দেখে আসা যাক—এই রকম
অথচ হয় ত act কল্লেন [দেখাইয়া] যেন বক বকম !

বৃহ। ওকি হলো ?

কল্কি। [স্বগত] এটা একটা হতভাগা কে রে ?

বিদ্যা। ওটা—ওর নাম কি—প্রভু মিলোতে না পেরে—

কল্কি। এ কে ? [ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

ধর্ম্ম। ইনি বিদ্যানিধি—একজন পাকা রসিক লোক ;
সর্ব্বনেশা-পক্ষপাতী এবং সর্ব্বভুক্
ভোজই হোক্—খানাই হোক্—খাবার পেলেই নাচেন ;

শাকেও আছেন, মাছেও আছেন, ভুতুড়িতেও আছেন।

কল্কি। ইনি পণ্ডিত না ?—

ধর্ম্ম। হ্যাঁ ইনি নামে বটে পণ্ডিত
কিন্তু সব দলেই আছেন— সর্ব্বগুণে মণ্ডিত

বৃহ। [গঙ্গারামকে] না হয় 'ব্রাহ্ম হিন্দু' ধর্ম্মই নাম দেও ছাই !
হিন্দু ধর্ম্মের শাক্ত শাখা বৈষ্ণব শাখা নাই ?
না হয় আর একটা তাতে ব্রাহ্মশাখা হ'ল।
না হয় ধর্ম্মটাকে 'ব্রাহ্ম হিন্দু ধর্ম্ম' বল।

গঙ্গা। [চিন্তা করিয়া] 'হিন্দু' বল্লেই যেন সে জাতীয় ধর্ম্ম হয়,
ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ জাতিবদ্ধ নয় ;
ঈশ্বরের নামেতেই নামকরণ তার ;
সব জাতির এ ধর্ম্মেতে সমান অধিকার।

কল্কি। [স্বগত] এরা সবাই এক একজন মন্দ তার্কিক নয়
আমার বুঝি এদের কাছে ঘোল খেতে হয়—
[গঙ্গারামকে] আচ্ছা বোস। বিলেতফের্ত্তা নিয়ে এস এখন।

[একজন প্রহরীর প্রস্থান

বিন্ধ্যা। [সহর্ষে] হ্যাঁ সে জীবটা একবার কি রকম দেখুন।

[প্রহরীর প্রস্থান ও অন্যান্য বিলেতফের্ত্তাসহ মিষ্টার
দাসের সহিত পুনঃপ্রবেশ]

ধর্ম্ম। হায় হায় আস্চেন সব বিলেতফের্ত্তা ভাই—
সমাজ ভাঙ্গার জন্য এঁরা প্রধানতঃ দায়ী।

খেয়েছেন অনামিক অখাদ্য প্রচুর ;
রেঙ্গুন, ব্রহ্ম পার হ'য়েও গেছেন বেশী দূর ;
হ্যাট কোট পরিধেয়ী, চুরোটক পায়ী,
টেবিলে ভক্ষক—এঁরাই প্রধানতঃ দায়ী।
অশাস্ত্রীয়, অনাচারে, অনামুখোর সেরা,
পাপী এবং ঘোরতর 'একঘরে' এঁরা।
এঁদের একঘরে হওয়ার আছে ভারি কেতা ;
'একঘরে' হয়েও এঁরা বহুঘরের নেতা।
এঁদেরই বক্তৃতায় প্রায় 'টাউন হল্' ফাটে ;
এঁরাই নির্ব্বাচিত হন 'লেজিস্‌লেটিভ' হাটে।
বিলেতফের্ত্তার দলে প্রভু করিলাম পেষ ;
বুদ্ধিহীন, অর্ব্বাচীন, দীন—

বন্দিগণ। আহা বেশ।

বৃহ। ভো ভো বিলেতফের্ত্তার দল ধর্ম্মটর্ম্ম মানো।
কি ভাষায় কথা কও এবং কি জানো ?

দাস। Waltz নাচ্‌তে জানি, Billiards জানি, Tennis জানি।
ইংরাজি গান জানি ও হ্যাভানা চুরোট টানি।

বৃহ। বাঙ্গলা গান ?

দাস। বাঙ্গলা tunes—oh by gad!
So horrid, monotonous, nasal and sad.

বৃহ। বাঙ্গালা তামাক ছাড় কেন সেটা কিসে মন্দ।

দাস। সস্তাঃ, ঠাণ্ডাঃ, দেশীঃ, গন্ধঃ।

কল্কি। যাক্ হিন্দুধর্ম্ম বিষয়—তোমার মতটা কি ?

দাস। [নাসিকার উপর বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া দেখাইয়া] This much.

কল্কি। [সবিস্ময়ে] ও কি !

দাস। ধর্ম্ম টর্ম্মর খোঁজ নাহি রাখি ;
তবে old কৃষ্ণের বিষয় কিছু কিছু জানি ;
পড়া গিইছিল ছেলেবেলায় মহাভারতখানি।

বৃহ। মনে আছে বইখানার দু একটা শ্লোক ?

দাস। না, তবে যা বুঝি—কৃষ্ণ অতি পাকা লোক
ছিলেন। Political economy পড়া ছিল।
আর যদিও তাঁর amours একটু অশ্লীল
(বোধ হয় পড়ে' যেরূপ জয়দেবের diction),
But I have read worse things in
Reynolds' fiction.
And, I trust যে জয়দেব ছিলেন, Reynolds ভায়ার
সমান great or even a much greater liar)
আমার কৃষ্ণের উপর আছে respect immense, আর
In philosophy, he would lick Herbert Spencer
আর politics চাই—আমার বিশ্বাস যে,
He would beat, Bismark or Gladstone any day.

কল্কি। [বৃহস্পতিকে] কি বলে এ ?—অধিকাংশই গেল
না ক বোঝা,

ফেঁদে ফেল্লে উড়োতর্ক, নিয়ে এমন সোজা
বিষয়।

বৃহ। হচ্ছে না সে কথা, এখন রাখ সব ব্যাখান ও ;
শ্রীকৃষ্ণকে কি হে তুমি ঈশ্বর বলে মানো ?

চতু। তা মানি না ; মানি তাঁর বুদ্ধি বড় ছিল সাফ, আর
He was a great politician ও ফিলসফর।
And a wee bit spoony on the fair sex—হাঁ মানি এ

বিশ্বা। [না বুঝিয়া]—
কেন গোলযোগ কর যা মানো না তা নিয়ে—

বৃহ। আচ্ছা, বল দেখি, তুমি সমাজ করে' 'ছুট'
কেন দিলে একবারে বিলেতেতে ছুট ?

দাস। সমাজ 'ছুট' করিনি ক, বিলেত গিইছি বটে।
And I care a hang যদি সমাজ তা'তে চটে।
সে যা বলে শুন্তে হবে ?—সমাজ যদি তবে
উঁচু দিকে চাইতে মানা করে, শুন্তে হবে।
আমরা reasonable men, আমরা sheep নই ;
যে না বুঝে দশ জনে যা বলে, তাইই সই।
কি কারণ আছে, সমাজ কি কেউ বুঝিয়ে দি'ন,
যে বিলেত যাওয়াটা একটা গুরুতর sin ;
যখন কোনই কারণ নেই, এ rule সমুদয়
চাষায় মানতে পারে বটে, ভদ্রলোকে নয়।

বৃহ। আগে কারণ ছিল—

দাস। ব্যস্ এখন ত নেই, তবে,
Timeএর সঙ্গে সমাজকে মিলে চল্‌তে হবে।
কোন্ জিনিষ unchangeable আছে পৃথিবীর
Circumstances change কচ্ছে, সমাজ রবে স্থির ?
বৃহ। রোস রোস অত বেশী হও না অধীর ;
সমাজও চিরদিন এক থাকি নি ত বঙ্গে ;
ক্রমেই পরিবর্ত্তন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে।
তুমি বেশী আগিয়ে গেলে সমাজে কি স'বে ?
সমাজকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে হবে।
দাস। Excuse me বৃহস্পতি ; বল্‌ছেন, কি তবে
যে এক সঙ্গে ত্রিশ কোটি বিলেত যেতে হবে ?
বৃহ। না না ক্রমে যাও—
দাস। Aden প্রথম বছরে ?
পরের বছর Suez পরে Gibralter, পরে—
বৃহ। না না যাও সমাজের নিয়ে অনুমতি—
দাস। কার মত নিয়ে যাব, কে সমাজপতি ?
ভাটপাড়া মত দিতে পারেন, নবদ্বীপ দেবেন না ;
পিসে ঘরে নিতে পারেন, মেসো ঘরে নেবেন না।
পঞ্চাশ জন কর্ত্তা আজ হয়েছে যে দেশে।
বৃহ। [ভাবিয়া] প্রায়শ্চিত্ত কল্লে না ক কেন ফিরে এসে ?
দাস। কিসের প্রায়শ্চিত্ত ? theft, murderও করি নি।
কারুর wife seduce করে' নিয়েও আসি নি—

তবু দেখুন প্রায়শ্চিত্ত দরকার নাই
আসল এ Sin গুলোর জন্যে। প্রায়শ্চিত্ত চাই
মুর্‌গী আর শূকর খেলে, বিলেত গেলে চলে',
কিংবা বাপ Cholera কি বাজ পড়ে' মলে'।
এ প্রায়শ্চিত্তের অর্থ যে কি পাইনেক খুঁজে,
এ প্রায়শ্চিত্তের value বা কি উঠিনিও বুঝে—
এ Society মান্‌বে কে ? Priestsরা সব চোর,
আর এ Societyও আজ rotten to the core.

কল্কি। [হতাশভাবে] আচ্ছা, এখন আন দেখি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষকে।

বৃহ। [প্রহরীকে] ডেকে আন আস্‌তে চায় গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে কে ?

[প্রহরীর প্রস্থান—চতুরানন ও ভূতনাথ অন্য গোঁড়া হিন্দুগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ]

ধর্ম্ম। এঁরাই সব আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক,
এঁরা বাল্যে পাঁটাহারী, যৌবনে গোভক্ষক,
বার্দ্ধক্যে তপস্বী ; এবং পরি' হরি মালা,
সুরু করেন ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের পালা।
যতই ঘরেতে কন্যা বাড়ে ওঁদের ক্রমে,
ততই হিঁদুয়ানিটা আসে এঁদের জমে'।
এঁদের যেমন নানামত সুবিধা বিশেষে,
ভিন্ন সময় প্রকাশ এঁরা হন নানাবেশে ;—

এঁদের মাথায় বাল্যে তেড়ী, ক্রমে বারাঙ্গনা,
শেষে চৈতন্;—করেন তখন ধর্ম্ম আলোচনা।
এঁরা শাস্ত্রজ্ঞানে ঢুঁঢুঁ বটে; কিন্তু তার
গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারে এক এক ঢিঢিকার।
এঁরা ঘটান্—'গীতা' এবং 'স্পেন্সর' কোরে পাঠ
বৈজ্ঞানিক জগতে এক তুমুল বিভ্রাট।
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষকগণে করিলাম পেষ
ধর্ম্মযন্ত্র, অশ্ব-অস্ত্র, ভণ্ড—

বন্দিগণ।　　　　আহা বেশ।

বৃহ। ভো ভো ধর্ম্মনেতৃগণ প্রচার কর কোন ধর্ম্ম?
[সকলে] সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

বৃহ। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেতে তোমরা কি জানো?
[সকলে নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের
মুখতাকাতাকি করিতে লাগিলেন]

চতু। সত্যি কথা—শাস্ত্র ফাস্ত্র বড় এক খানও
পড়িনিক; সংস্কৃতের জ্ঞানও অস্পষ্ট;—
তবে, ফরাসেতে বসে', বিনে বেশী কষ্ট,
পাছড়িয়ে গোঁফ মোড়া দিয়ে, হুঁকো টেনে,
গীতার দু এক পাত উল্টে, পুরাণ একটু জেনে,
যত দূর হয়—দেশের হিঁদুয়ানি রাখি;
অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য সময় দেওয়া ফাঁকি;

আর আমরা বার করেছি 'আধ্যাত্মিক', এক শব্দ,
যার কাছে মুর্‌গীভক্ষী হিঁদুরা খুব জব্দ

বৃহ। তুমি তা খাও না?

চতু। [মাথা চুল্‌কাইয়া] এ্যাঁ যখন দাঁত ছিল শক্ত,
মেয়েও হয়নি এতগুলো, গরম ছিল রক্ত,—
খেতাম নাক বল্লে মিছে কথা বলা হয়;
এখন খাইনে—বল্‌তে পারি এ কথা নিশ্চয়।

বৃহ। প্রচার কর হিঁদুয়ানী কি রকম সূক্ষ্ম

চতু। বলি 'হিঁন্দুরাই সব আর সবাই মূর্খ'

বিদ্যা। কেউ সেটা বুঝ্‌ল নাক এইটেই যা দুঃখ;

বৃহ। তোমার মত কি বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে?

চতু। একবারে চটে' যাই তার নাম গন্ধে—

বৃহ। কেন?

চতু। এও কি একটা কথা—তাদের আপনাদের পাপে,
তাদের স্বামী যদি মরে—সেই মনস্তাপে
তাদের উচিত কাজ হচ্ছে চিরকাল কাঁদা;
তাদের উচিত নিষ্কাম হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য সাধা;
তাদের উচিত যে যা দেবে খাওয়া তাই নিয়ে;
তাদের উচিত এয়ো স্ত্রীদের সেবা করা গিয়ে;
পুণ্যাত্মাদের বাতাস করা, তাদের চুল বাঁধা,
ঝাঁট্‌ দেওয়া, বাসন কুসন মাজা, ভাত রাঁধা—

বৃহ। পুরুষরা বিয়ে করে দশবার যে—

চতু। তা জানি,

তা'তে তা'দের ধর্ম্মের কিন্তু হয় নাক হানি।
পুরুষ বিয়ে করে বোলে—এও কি একটা প্রমাণ
হোল মশয়? পুরুষ আর স্ত্রীলোক কি সমান?
পুরুষের গোঁফ আছে; স্ত্রীলোকের আছে?
স্ত্রীলোক কি বিষয়ে লাগে পুরুষের কাছে?

বিদ্যা। বটে; এমন—ওর নাম কি—ক্ষমা সহকারে
মনিবের পদাঘাত হজম কর্ত্তে পারে?
বেশ্যার বিরস বাক্যগুলি ফিরে রাত দুপরে
বয়ে' এনে ঝাড়্‌তে পারে সতী স্ত্রীর উপরে?
এমন সুন্দর ঘোঁট কর্ত্তে পারে জোট হ'য়ে?
বোতল পার কর্ত্তে পারে? কি কোন সময়ে
পুরুষের সমান ছিল সাহসে কি দৌড়ে?
দেখুন যখন ১৭ জন তুরকসোয়ার গৌড়ে
প্রবেশ কল্লে তখন লক্ষ্মণ সেন যেমন ছাড়্‌তোকে
—চম্পট দিলেন কচুবনে, স্ত্রীলোক হলে' পার্ত্ত কি?
বোধ হয় না; দাঁত কপাটিই যেত তার লেগে,
অন্ততঃ পলা'তে পার্ত্ত না সে অত বেগে।

কল্কি। [সহাস্যে] তুমি চুপ কর সবতা'তেই ফাজ্‌লামি

বিদ্যা। [কুঁকড়িয়া] না না যেটা সত্যি কথা তাই বল্‌ছি আমি

কল্কি। আচ্ছা, দেখি [ভূতনাথকে] তুমি কেহে?

ভূত। [গম্ভীররবে] স্বদেশহিতৈষী।

বৃহ। বয়স ?

ভূত। ঐ চতুরই প্রায় সমানই বয়সী।

বৃহ। কি কাজ কর ?

ভূত। প্রতি হপ্তা দিবারাত্র ধরি'

থেটে থেটে ধর্ম্ম রাখি—দেশ উদ্ধার করি—

বৃহ। শুনি—তুমি দেশ উদ্ধার কর কেমন করে'

ভূত। [গম্ভীর স্বরে] কলমের জোরে, প্রভু কলমের জোরে—

একখানি সাপ্তাহিক ভালো কাগজ চালাই—

বিদ্যা। সময় বুঝে লড়ি এবং সময় বুঝে পালাই—

ভূত। আমি একজন ভয়ঙ্কর বীর মসীযুদ্ধের—

বৃহ। [সাশ্চর্য্যে] কলমের জোরে কভু দেশ হয় উদ্ধার !

গ্রীসরোম কি মসীযুদ্ধে হ'ল বলীয়ান্ ?

কতলোক দেশের জন্যে দিয়ে গেল প্রাণ—

ভূত। তা সে শীতের দেশে বোধ হয় পরে', জুতোমোজা

দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া অনেকটা সোজা।

এখানে এ গরম দেশে প্রাণদান করা

সোজা বুঝি—প্রথমতঃ ঘেমেই হবে মরা—

কল্কি। বোঝা গেছে—হিন্দুধর্ম্ম মানো ?

ভূত। মানি বৈ কি

দেখুন আমি দেখ্‌তে ঠিক হিন্দুর মত নই কি ?

সেই রকম চেহারা—সেই রঙের বাহার ;

সেইরকম ভুঁড়ি, করে' আধ্যাত্মিক আহার ;

সেই রকম গড়ন, ও সেই রকম স্বভাব,
গলায় মালা, মাথায় টিকী, বলুন কিসের অভাব ?

কল্কি। হিন্দুধর্ম্মটা যে রাখ, কি রকম শুনি !

বিদ্যা। [সকৌতূহলে] হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বেশ, শুনুন কি বলেন উনি !

ভূত। গালি দেই সভ্য ও বিলেতফের্ত্তাকে।

বিদ্যা। তাতে তারা সব বাসায় গিয়ে ম'রে থাকে—
[বৃহস্পতিকে] শুন্‌লেন উনি এই রকমে হিঁদুয়ানী রাখেন
—জিজ্ঞাসা করুন ত উনি গুলি খেয়ে থাকেন
কিনা ?

বৃহ। [ভূতনাথকে] গুলি খাও ?

ভূত। নাঃ

বিদ্যা। গাঁজা, চরস ?

ভূত। না না—

বিদ্যা। মিছে কথা কইলে ভাই ?—আমার কি নেই জানা ?
একসঙ্গে—ওর নাম কি—আমরা সব খেইছি—
আমার সামনে মিছে কথা ?—ছিঃ ভূতু—এইঃ—ছিঃ।

কল্কি। বোঝা গেছে—[স্বগত] তা দোষ কি আমার শ্বশুর খানও
[প্রকাশ্যে] আচ্ছা—এখন দেখি সব পণ্ডিতদের আনো।

[প্রহরীর প্রস্থান ও পণ্ডিতগণ সহ পুনঃ প্রবেশ]

ধর্ম্ম। এঁরা সেই আর্য্যঋষির বংশধরগণ ;
রচেছিলেন যাঁরা বেদ, পুরাণ, দরশন।

এঁরা দীর্ঘ টিকীশালী ; নামাবলিধারী ;
ধূম্রপায়ী ; ফোঁটাবান্ ; ও দুগ্ধ ফলাহারী।
এঁদের অমায়িক ভুঁড়ি সগৌরবে দোলে,
নন্দের নন্দন যথা যশোদার কোলে।
জীবনের সারকর্ম্ম—এঁয়াদের জ্ঞান—
নস্য নেওয়া ; কড়িবাঁধা হুঁকোয় ধূমপান ;
কভু পৈতা কাণে দেওয়া ;—এবং তা ছাড়া—
ফোঁটা কাটা ;—আর মাঝে মাঝে টিকী নাড়া।
পৃথিবী যে সভ্যতর হয় রোজ রোজ,
এঁয়াদের কার্য্য নহে রাখা তার খোঁজ।
এঁদের কার্য্য অতি সোজা—দু একটা শ্লোক,
পাণিনি মুখস্থ কোরে—এঁরা জ্ঞানীলোক।
এঁদেরই প্রসাদে সব শাস্ত্রের অপমান ;
বেদ, পুরাণ, ঈশ্বর, ধর্ম্ম গড়াগড়ি যান ;
হোল বেদ নীতি স্মৃতি—ফোঁটা আর টিকী ;
মুরগী আর প্যাঁয়াজ, তুড়ি, হাঁছি ও টিকটিকী।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে এই করিলাম পেষ—
গোলাকার, টিকি মালা সার—

বন্দিগণ। [সমস্বরে]   আহা বেশ

বৃহ। এঁরাই পণ্ডিত ?—[স্বগত] ইঃ কি জবর ফোঁটা—
বুকে, নাকে, হাতে, কাণে—সরু এবং মোটা
গায়ে জবর নামাবলি—গলায় আবার মালা ;

আর এত বড় টিকী দেখেছে কোন্—
শাস্ত্র জানে ? বৃহস্পতি করত জিজ্ঞাসা ;
দেখে হচ্ছে বোধ—এরা ভয়ঙ্কর চাষা।
[প্রকাশ্যে] ভোঃ পণ্ডিতপুঞ্জ—তোমরা শাস্ত্র ফাস্ত্র জানো ?

সকলে। জানি। হাঁঃ তা আর জানিনে?—হঁঃ বেদ পুরাণ—ও—
সব মুখস্ত।

কল্কি। ছুটো শ্লোক বলত বেদ থেকে

চূড়া। ন্যায়রত্ন বল ত হে একটা ভাল দেখে

ন্যায়। শ্লোক ?—তাই ত—অঁহঁঃ—বল নাহে শিরোমণি !

শিরো। শ্লোক ?—বেদ থেকে—আঃ হচ্ছে না যে মনে—
শ্লোক ? [মস্তক কণ্ডূয়ন]

কল্কি। দেখ যদি বেদ গিয়া থাক ভুলে
একে একে তোমাদের চড়াব সব শূলে।

বিদ্যা। [লম্ফ দিয়া] ওরে বাবা—ও শিরোমণি—বলে কিগো ? বাবা
এবার দেখ্‌ছি সবাই তোমরা জাহান্নমে যাবা।
এত দিন খেয়েছ বোসে চাল আর কেলা ;
নেও তার ঠেলা, এখন নেও তার ঠেলা।
[তর্করত্নকে] বলি ও তর্কচঞ্চু আয় না চলে কাছে ;
বল্‌না একটা শ্লোক ;

তর্ক। আরে মনে কি ছাই আছে ?

বিদ্যা। বলি ও স্মৃতিরত্ন ও চূড়ামণি চাচা,
একটা শ্লোক বোলে ভাই এইবারটি বাঁচা।

কল্কি। তোমাদের মধ্যেতে কে পণ্ডিত প্রধান ?

বৃহ। —অর্থাৎ চাল কলা টলা সব কে বেশী খান ?

সকলে। ঐ শালা [পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন, পরে চূড়ামণিকে দেখাইয়া] না না মশায়—ঐ কালো বুড়ো

যার মাথায় সবার চেয়ে দেখ্‌চেন লম্বা চুড়ো।

কল্কি। [হাসিয়া] বটে চূড়ামণি ! তুমিই প্রধান সবার

চূড়া। কোন্ শালা প্রধান, প্রভু, ধর্ম্ম-অবতার।

কল্কি। হাঁ তুমিই প্রধান, তোমায় শ্লোক বল্‌তে হবে।

চূড়া। শ্লোক ?—আচ্ছা শ্লোক বলি দু একটা তবে।

"খনা বলে চাচি

বাড়ী থেকে বেরোতে যদি পড়ে হাঁচি।

বেরিও না বাবা ;

বেরও যদি, একবারে জাহান্নমে যাবা।"

সকলে। বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ।

কল্কি। বা শাস্ত্র। [ন্যায়রত্নকে] তুমি একটা শ্লোক বল দেখি,

ন্যায়। [নাক চুলকাইতে চুলকাইতে]

শ্লোক ?—তাই ত—বলি একটা উদ্ভুট্টি শাস্ত্র থেকে

"জীবনের সার বস্তু টিকী,

খনা বলে রাখ আর নস্য নেও দেখি,

পরে দেও মাঝারি রকমের এক লাফ ;

দেখ্‌বে বুদ্ধি হয়ে যাবে অনেকটা সাফ"

বিদ্যা। সাবাস্ সাবাস্ বেঁচে থাক মোর বাপ্।

কল্কি। [সহাস্যে] দেখ তোমাদের ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যান
শুনে, একবারে আমার ঠাণ্ডা হ'ল প্রাণ।
ভেবেছিলাম শাস্তি দিব—কাউরে শূন্যে তুলে
আছাড় দিব ; কাউরে বা চড়াইব শূলে ;
গদাঘাতে কারো কর্ব্ব মস্তক বিচূর্ণ ;
—কিন্তু দেখ্ছি সব ঘোর হাস্যরসপূর্ণ ;
তাই ভেবে চিন্তে সবায় করিলাম মাফ
অতএব তোমরা একটা দিতে পার লাফ।

[সকলের সোল্লাসে লম্ফপ্রদান ও নৃত্য]

ধর্ম্ম হক্, সত্য হক্—যে টুকু তার মধ্যে
হাস্যকর আছে—সেটা গদ্যে কি পদ্যে
হাসা কিছু মন্দ নয়—ধর্ম্ম তায় কি ক্ষয়ে যায় ?
তার যেটা সত্য সেটা চিরকালই রয়ে যায়
হাসি মানেই গাল' নয়—এরূপ হাস্য মন্দ কি।

সকলে। বটেই ত বটেই ত, তাতে আবার মন্দ কি ?

কল্কি। সমাজটাও কতক বিলাতি কতক দেশী
দাঁড়িয়েছে একটু খানি হাস্য কর বেশী
—তার বিষয় বল্তে গেলে প্রহসনই হয়ে যায়

সকলে। হলেই বা প্রহসন তাতেই বা কার বয়ে যায়

কল্কি। বিলেতফেরত, নব্য, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত হাঁদা,—
যেন সব বানর, মর্কট, বিড়াল, কুকুর, গাধা।
বানর যেন লব্ধরম্ভা—দিয়া লম্ফ যোজন

পেয়েছেন যা—গাছে চড়ে' করিছেন ভোজন।
মর্কটটী লম্ফ দিতে অসমর্থভাবে—
কচ্চেন কিচিমিচি—অর্থ—"আচ্ছা দেখা যাবে—
লম্ফ দিতে পারি নাই বটে, এটা মানি,
কিন্তু ওসব আমরাও কতক পারি—আমরাও জানি।"
কুকুর নীচে বৃথা কর্চ্চেন 'ভেউ ভেক্ ভেক্'—
ওঁরা দাঁত খিচোন, অর্থ—"কেন কর দেক্"।
বিড়াল এদিক ওদিক ঘুরে কর্চ্চেন 'মেউ মেউ'
আর অর্থ "মাছ ত কৈ দিলে না ক কেউ"।
গর্দ্দভ ঘাস খেতে খেতে, কাণ তুলে চা'চ্চেন,
অর্থ ব্যাপার খানাটা কি ?—আবার ঘাস খাচ্ছেন।
সমাজটা ত এই রকম দাঁড়িয়েছে ভাই ;
কারুর সঙ্গে কারুর বড় মতের তফাৎ নাই ;
সকলেই সমান নিজের আহারটি খোঁজেন
আর ভালো আহারটি কি,—তাও বেশ বোঝেন।
তথাপি এ দিন রাত সদাই খিচির খিচির,
ঘুস্ ঘুস্, ফিস্‌ফিস্ এবং কিচির মিচির ;
আমার 'রায়' তোমরা এখন ওসব গিয়ে ভুলে,
একবার কোলাকুলি কর প্রাণ খুলে।

[সকলে কোলাকুলি করিলেন]

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টিঁকে থাকে
বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজকে রাখে।

খাওয়া, শোওয়া, পরা, নিয়ে কেন ঘুষোঘুষি
সেটা কর বাড়ী গিয়ে যা'র যেমন খুসী—
জাতি রাখ্‌তে চাও—থেকো এই সত্য ধরি'—
ভুলো নাক মনুষ্যত্ব স্বদেশ ও হরি।
—এখন একটা গান গাও দেখি সবাই মিলে
যাতে বুঝ্‌ব দলাদলি করা ছেড়ে দিলে।

সকলের গীত।

নাঃ এ জীবনটা কিছু নাঃ
শুধু একটা ঈঃ আর একটা উঃ আর একটা আঃ
এ ছাড়া জীবনটা কিছু নাঃ
সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ;
এ সব কোরো নাক, খাসা বোসে থাক
ভায়া ছাড়িয়ে দিয়ে পাঃ ;
আর বল 'জীবনটা কিছু নাঃ'।
কেন চটাচটি আর রোষারোষি,
আর গালাগালি আর দোষাদোষী ?
কর হাসাহাসি ভালবাসাবাসি
আর বসে' গোঁফে দাও তাঃ ;—
ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ' ;
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

ছেড়ে দাঁতাদাঁতি আর হাতাহাতি,
আর চুলোচুলি আর লাথালাথি,
আর গুঁতোগুঁতি, আর জুতোজুতি,—
কর চুমোচুমি—সার যাঃ,
হ'য়ে মুখোমুখি, হ'য়ে বুকোবুকি,
হ'য়ে খোলাখুলি, কর কোলাকুলি;
প্রেমে ঠেসাঠেসি বোস ঘেঁষাঘেঁষি—
যেন শীতে বিড়ালের ছাঃ;—
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

এত বকাবকি, চোখ-রাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়-ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই'
আর সদাই 'বাপ্‌রে মাঃ';—
ছেড়ে কিচিমিচি আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুর্মুহু 'হায়!—উহু—উহু'
প্রাণের সার যাহা কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ;
তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

[যবনিকা পতন।]

পুনর্জ্জন্ম

(প্রহসন)

প্রণেতা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(সুরধাম, ২০নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কলিকাতা)

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

(মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা)

মুদ্রাঙ্কনকার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,

(এমারেল্ড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা)

মূল্য ।০ আনা মাত্র ।

পুনর্জন্ম।

ভূমিকা।

ডীন সুইফ্‌ট্‌ সত্য সত্যই একজন জীবিত জ্যোতিষী পঞ্জিকা-কারকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে নিরুপায় হইয়া পঞ্জিকাকার শেষে আপনাকে জীবিত প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে একজন উকীল নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে তথাপি ঐ পঞ্জিকাকার স্বীয় অস্তিত্ব সন্তোষকররূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সেই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে।

এই প্রহসনের মর্ম্ম কি পাঠক যদি জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটু চিন্তা করিয়া দেখেন। ইহাতে নীতি-কথার অভাব নাই।
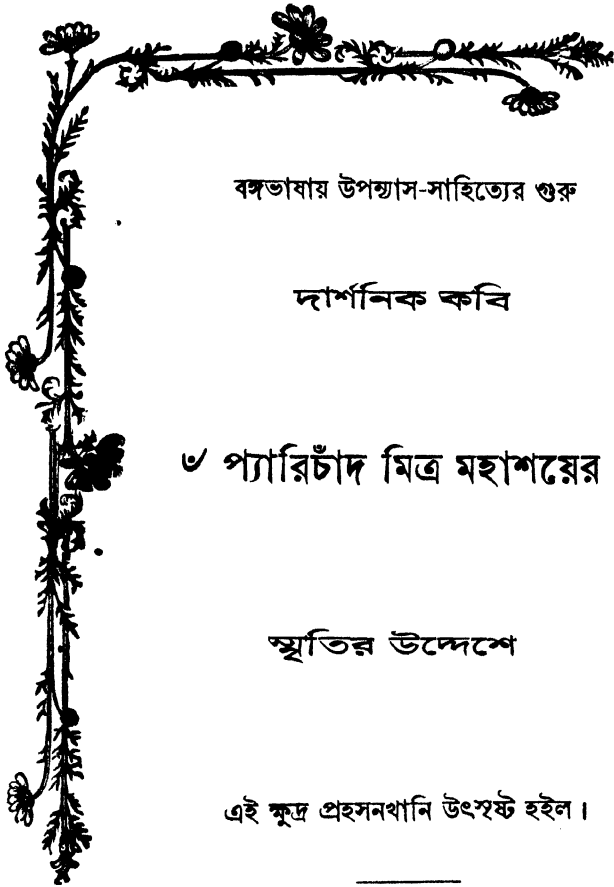
বঙ্গভাষায় উপন্যাস-সাহিত্যের গুরু

দার্শনিক কবি

৺ প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানি উৎসৃষ্ট হইল।

পুনর্জ্জন্ম।

স্থান—যাদব চক্রবর্ত্তীর বহিঃকক্ষ। কাল—রাত্রি।

ফরাস, টেবিল ও চেয়ার ঘরটিতে ছড়ানো। পার্শ্বে একখানি খাটিয়া। দেওয়ালে ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া সতেরো মিনিট।

যাদবের বিপত্নীক ভগ্নীপতি অশ্বিনী এবং যাদবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সৌদামিনী দণ্ডায়মান।

অশ্বিনী। আজ সেই দোস্‌রা বৈশাখ। আমি সব বুঝিয়ে পড়িয়ে রেখেছি।

সৌদামিনী। কিন্তু—আমি এখন ভাব্‌ছি, যে এতে ফল কি হবে!

অশ্বিনী। ফল! বেশী কিছু নয়, ওর প্রাণরক্ষা হবে। খাতকেরা তোমার স্বামীকে একদিন উত্তম মধ্যম দেবে ব'লেছে জানো?

সৌদামিনী। তা ওঁর অপরাধ কি! সুদে টাকা ধার দিয়েছেন—সুদ নেবেন না? যখন মহাজনি কর্ত্তে বসেছেন—

অশ্বিনী। অভাগাদের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করে'! এর নাম মহাজনি! না রাহাজানি! সকালে উঠে কেউ ওর নাম করে না—পাছে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়; ওর মুখ দেখেনা—অযাত্রা! অনেকে সকালে বিকালে ওর মৃত্যু কামনা করে। এ কি বড় সুখের অবস্থা!

সৌদামিনী। তবে আহার ঔষধ তুই হবে!—কিন্তু বিঁধ্‌লে হয়!

অশ্বিনী। তা ঠিক বিঁধ্‌বে! শালার জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভারি বিশ্বাস। গণৎকার যখন ব'লেছে যে ও দোস্‌রা বৈশাখ দুপরে নিজের বাড়ীতে সাপে কাম্‌ড়ে মর্ব্বে, ও বিশ্বাস করে' বসে' রয়েছে।

সৌদামিনী। তিনি এখন কোথায়?

অশ্বিনী। মল্লিক পুকুরে গিয়ে একগলা জলে চুপ করে' ব'সে আছে। পুকুরে থাক্‌লে আর নিজের বাড়ীতে কেমন করে' সাপে কাম্‌ড়াবে!

সৌদামিনী। [সহাস্যে] আশ্চর্য্য!

অশ্বিনী। আজ বেশ একটু মজা হবে।

সৌদামিনী। ওঃ! কি মজাই হবে!—কৈ এখনও আস্‌ছেন না যে!

অশ্বিনী। এলো বলে'।—তোমায় যা যা কর্ত্তে বলে' দিয়েছি, মনে আছে ত?

সৌদামিনী। খুব আছে!—

অশ্বিনী। আচ্ছা এখন বাড়ীর ভিতরে যাও।

সৌদামিনী। ওঃ ভারি মজা হবে। আর তর সৈছে না—

গীত—

বঁধু হে—আর কোরোনা রাত।
শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বাড়া ভাত।
তুমি খেলে আমি খাবো, এ কথা না মুলে ভাবো,
কখন্ আমি শুতে যাবো (তাই) ভাব্‌ছি দিয়ে মাথায় হাত।
ছেলেরা সব নাইক বাড়ী, মেয়ে আছে জেগে,—
দাসী কচ্ছে বকাবকি—আমি যাচ্ছি রেগে;—
ঘরের মধ্যে বিষম মশা, অসাধ্য এখানে বসা,
বিরহিণীর দশদশা জানোইত প্রাণনাথ।

অশ্বিনী। যাদব পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা ক'রেছিল, তাই এমন স্ত্রী পেয়েছে! শালার টাকার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু স্ত্রীকে পর্য্যন্ত পেট ভরে' খেতে দেবেনা! তবু সৌদামিনীর মুখে হাসিটি লেগেই আছে। আর একটা মজা পেলে হয়। হাস্‌তে হাস্‌তে ঢলে' পড়ে।—শালা কঞ্জুষের সর্দ্দার! অধম! বুড়োবয়সে বিয়ে ক'রেছে—এক সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীকে—একটা নিরেট মূর্খ, নৈলে কোষ্ঠী বিশ্বাস করে!

নন্দ, জ্যোতিষ, জলধর ও জীবনকৃষ্ণের প্রবেশ।

অশ্বিনী। এই যে তোমরা এসেছ! ঠিক সময়ে এসেছো।—যাদব এক্ষণেই আস্‌বে।

জ্যোতিষ। এদিকে সব তৈরি?

অশ্বিনী। সব তৈরি। কেবল ছেলে দুটোকে বলা হয়নি। তিন দিন তা'রা বাড়ীমুখো হয় নি। পয়সা খরচ হবে বলে' শালা তাদেরও শিক্ষা দেবে না! তা তা'রা বিগ্‌ড়ে যাবে না? দুটো কুষ্মাণ্ড হয়ে' দাঁড়িয়েছে।

জ্যোতিষ। [সন্দিগ্ধভাবে] তবেই ত!

অশ্বিনী। কিন্তু তা'রা সহজেই টোপ্ গিল্‌বে এখন। বাপ কবে মর্ব্বে বলে' 'হা প্রত্যাশ' করে' বসে' আছে—কৃপণের ছেলে যা হয়। বাপ ম'রেছে শুনে ছেলে দুটো কি করে তাও দেখুক শালা।—ঐ যে আস্‌ছে! জলধর শোও শোও।

জলধর শুইলেন।

অশ্বিনী। তোমরা সব ঘিরে বোস।

সকলে ঘিরিয়া বসিলেন। অশ্বিনী জলধরের উপর চাদর বিছাইলেন।

অশ্বিনী। খুব দুঃখিতভাবে বোস।—জলধর! নোড়ো না।

সকলে খুব দুঃখিত ভাবে বসিলেন।

অশ্বিনী। প্রস্তুত?

সকলে। প্রস্তুত।

অশ্বিনী। তবে আমি আসি। ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হব'। —খুব দুঃখ প্রকাশ কর। [প্রস্থান]

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। খুব ফাঁকি দিয়েছি। তা'হলে দেখা যাচ্ছে কোষ্ঠীও মিথ্যে হয়। আমি ভেবেছিলাম ঠিক দিবা দ্বিপ্রহরে অক্কা পাবো। তা [ঘড়ি দেখিয়া] দুপর যখন বেজে গেছে, তখন আর ভয় নেই।

জ্যোতিষ। আহা হা হা! বেচারী মোলো!

নন্দ। দুপর বেলা—

জীবন। সাপে কামড়ে!

যাদব। কে মোলো?

জ্যোতিষ। অদৃষ্ট—

নন্দ। কেউ খণ্ডাতে পারে না।

জীবন। তবুও লোকে জ্যোতিষ শাস্ত্র মানেনা।

যাদব। মোলো কে?

নন্দ। কৈ! ছেলেরা কেউ এখনও এলোনা ত!

জ্যোতিষ। কতক্ষণ ধরে' বসে' আছি।

জীবন। আর কতক্ষণ অপেক্ষা কর্ব্ব? চল শ্মশান-ঘাটে যাই।

যাদব। আরে, কাকে শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাবে?

জ্যোতিষ। আহা যাদব চক্রবর্ত্তী—

নন্দ। শেষে কি না—

জীবন। মোলো।

যাদব। এঁ্যা! যাদব চক্রবর্ত্তী মোলো! কোন্ যাদব চক্রবর্ত্তী?

জ্যোতিষ। এমন ঘ—র বাড়ী—

নন্দ। দ্বিতীয় পক্ষের পরমাসুন্দরী স্ত্রী—

জীবন। আহা হা হা!

যাদব। কে ম'রেছে?

জ্যোতিষ। আজ্ঞে, যাদব চক্রবর্ত্তী।

যাদব। যাদব চক্রবর্ত্তী মর্ত্তে যাবে কেন মহাশয়!

নন্দ। কেন যাবে তা কি করে' বল্‌বো মহাশয়!—তবে ম'রেছে।

যাদব। সে কি!

সকলে। আহা হা হা!

যাদব। আপনারা কি বল্‌ছেন! এইত আমি বেঁচে র'য়েছি।

জ্যোতিষ। আপনি কে মহাশয়?

যাদব। আমিই ত যাদব চক্রবর্ত্তী।

নন্দ। বটে!

যাদব। বটে কি রকম?

জীবন। সোনার চাঁদ আমার!

যাদব। মহাশয় আপনারা কি ক্ষেপেছেন! আপনারা দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে আমিই যাদব—

জ্যোতিষ। যান মশায়! এ শোকের সময় ভাঁড়ামি কর্ব্বেন না।

নন্দ। গাঁজাখোর নাকি!

জীবন। যাও এখান থেকে।

যাদব। কি জ্বালা! আপনারা কি ক্ষেপেছেন! আমিই যে যাদব চক্রবর্ত্তী। চেয়েই দেখুন না—

জ্যোতিষ। বটে!—আচ্ছা দেখি। [নিরীক্ষণ]

নন্দ তাঁহার মস্তক ঘুরাইয়া তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

জীবন তাঁহার চারিদিক ঘুরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

নন্দ। ওহে! অনেকটা তার মত দেখ্‌তে বটে!

জীবন। সেজেছে ত বেশ!

জ্যোতিষ। বাঃ!

যাদব। সেজেছি কি রকম!

জ্যোতিষ। হুঁ চমৎকার! তবে ঐ নাকটা হয় নি।

যাদব। নাকটা হয়নি কি রকম! [নাকে হাত দিয়া দেখিলেন]

নন্দ। রংটা—তা একরকম করে' তুলেছে!

যাদব। করে' তুলেছি!

জীবন। টিকিও রেখেছে!—বাহাদুরী আছে।

জ্যোতিষ। কিন্তু ঐ নাকটা।

নন্দ ও জীবন [সঙ্গে সঙ্গে] ঐ নাকটা।

যাদব। নাকটা কি হয়েছে!

জ্যোতিষ। না,—হয় নি।

নন্দ। উঁহুঃ।

জীবন। খাতক ঠকাতে পার্ব্বেনা।

যাদব। কি! আপনারা কি বল্‌তে চান যে আমি যাদব চক্রবর্ত্তী নই?

জ্যোতিষ। বেশ বাবা! বাক্য গুলো বেশ তৈরি ক'রেছো ত!

নন্দ। চমৎকার!

জীবন। মন্দ নয়।

জ্যোতিষ। আহা নূতন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!

নন্দ। শিক্ষিতা—

জীবন। যুবতী!

যাদব। যুবতীই হোক, বুড়ীই হোক, তোমাদের তাতে কি? সে আমার স্ত্রী!

জ্যোতিষ। বেশ বাবা! শুধু খাতক ঠকাবার মতলব নয়—

নন্দ। আবার—

জীবন। হুঁ!

যাদব। আপনারা—কে আপনারা?

খাতকদিগের প্রবেশ।

১ম খাতক। মহাশয়, যাদব চক্রবর্ত্তী নাকি মারা গিয়েছেন?

জ্যোতিষ। আজ্ঞে হাঁ। আমরা তাঁকে এই শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাচ্ছি!

যাদব। আজ্ঞে না—যাদব চক্রবর্ত্তী আপাততঃ আপনাদের সম্মুখে সশরীরে বর্ত্তমান।

২য় খাতক। ও! এই সেই লোকটা—না?

নন্দ। কোন্ লোকটা?

৩য় খাতক। যে যাদব চক্রবর্ত্তী সেজেছে!

যাদব। সেজেছে!

জীবন। আজ্ঞে হাঁ, সেই লোকটা।

৪র্থ খাতক। ভণ্ড!

যাদব। ভণ্ড!—আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।

১ম খাতক। তুমি বেরোও।

যাদব। এ আমার বাড়ী।

২য় খাতক। ও! আমাদের ফাঁকি দিতে এসেছো! তা হচ্ছেনা।

৪র্থ খাতক। একটি পয়সা দিচ্ছিনে।

যাদব। নালিশ কর্লে এক পয়সার অনেক বেশী দিতে হবে।

৩য় খাতক। নালিশ কর্ব্বে! স্পর্দ্ধা দেখ!

১ম খাতক। তোমায় আমরা পুলিশে দেবো।

৩য় খাতক। ডাকো পুলিশ!

৪র্থ খাতক। তোমার বুজরুকি বের কর্চ্ছি!

২য় খাতক। যাও ত হে পুলিশ ডাক ত।

[১ম খাতকের প্রস্থান।]

জ্যোতিষ। চল নন্দ! আমরা যাই। আর কতক্ষণ বসে' থাক্‌বো।

জীবন। ওঠাও।

নন্দ। হাঁঃ। তোলো—

তাঁহারা জলধরকে খাটিয়া শুদ্ধ উঠাইলেন।

সকলে। বল হরি—হরিবোল!

[প্রস্থান]

যাদব। তাইত! এরা কাকে শ্মশান-ঘাটে নিয়ে গেল! যাদব চক্রবর্ত্তীকে? তবে আমি কে?

২য় খাতক। ধাপ্পাবাজ!

যাদব। গালাগালি দিওনা বল্‌ছি—

৩য় খাতক। সং!

যাদব। ফের!

৪র্থ খাতক। মারো বেটাকে!

যাদব। মহাশয়—

সকলে। চোপ্‌রও।

ক্রমে সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল।

যাদব। এই পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা!

একদিক দিয়া যাদবের কন্যা ও অপরদিক দিয়া অশ্বিনীর প্রবেশ।

অশ্বিনী। কিহে! কিহে! এত গোলমাল কিসের?

যাদব। এই এসেছো অশ্বিনী—দেখত ভাই—

সকলে। চোপ্‌রও।

অশ্বিনী। ব্যাপার খানাটা কি!

যাদব। এই এঁরা—দেখত—

সকলে। চোপ্‌রও!

অশ্বিনী। ব্যাপার খানাটা কি!

২য় খাতক। আজ্ঞে! যাদব চক্রবর্ত্তী মারা গিয়েছেন—

৩য় খাতক। তাই শুনে আমরাও এসেছি।

৪র্থ খাতক। কিন্তু এ বেটা যাদব চক্রবর্ত্তী সেজে এসেছে।

যাদব। আমি কিন্তু—

সকলে। চোপ্‌রও।

অশ্বিনী। আঃ—গোলমাল করেন কেন মহাশয়! আমি ঠিক করে' দিচ্ছি!—যাদব চক্রবর্ত্তী মহাশয় মারা গিয়েছেন?

২য় খাতক। আজ্ঞে হাঁ।

অশ্বিনী। কৈ আমি ত শুনিনি! হ'তেই পারে না।

যাদব। দেখত! আমি এই জলজ্যান্ত—

সকলে। চোপ্‌রও।

অশ্বিনী। আঃ কি কর!—যাদব বাবু ঠিক মারা গিয়েছেন?

৩য় খাতক। আজ্ঞে হাঁ। এই আপনার আসবার একটু আগে তাঁর মৃত দেহ শ্মশানে নিয়ে গেল।

অশ্বিনী। কখন্?

৪র্থ খাতক। এই দুপর বেলা।

অশ্বিনী। কিসে মারা গেলেন?

২য় খাতক। সাপে কাম্‌ড়ে।

অশ্বিনী। দুপর বেলা সাপে কাম্‌ড়ালে! হ'তেই পারে না।

যাদব। দেখত ভাই! এরকম অত্যাচার দেখেছো? আমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই—

সকলে। চোপ্‌রও।

অশ্বিনী। দুপর বেলা সাপে কাম্‌ড়ে ম'লেন কি রকম?

২য় খাতক। তাঁর কোন হাত ছিল না। কোষ্ঠীতে তাই লেখা ছিল। কি কর্ব্বেন!

অশ্বিনী। আচ্ছা কোষ্ঠী বের কর।—নিয়ে এসো ত মা! তোমার মায়ের কাছে থেকে তোমার বাবার কোষ্ঠীটা।

বালিকা চলিয়া গেল।

অশ্বিনী। কোষ্ঠীতে আছে?—ঠিক?

৪র্থ খাতক। অবিকল।

৩য় খাতক। আমরা কি মিছে কথা কচ্ছি?

যাদব। আমি কিন্তু বেঁচে আছি।

অশ্বিনী। আচ্ছা, কোষ্ঠী দেখ্‌লেই বোঝা যাবে।

যাদব। এ—বিষম ফ্যাসাদে ফেল্লে দেখ্‌ছি—তুমিও কি আমাকে চিন্তে পাচ্ছ না?

অশ্বিনী। ব্যস্ত হন কেন মশায়—এই যে!

বালিকা কোষ্ঠী লইয়া অশ্বিনীকে দিল।

অশ্বিনী। কৈ!

৪র্থ খাতক। দেখি—এই দেখুন—২রা বৈশাখ। তার পরে এই কোষ্ঠীর পাশে গণৎকারের টীকা ঐ দিন দিবা দ্বিপ্রহরে কেতুর দশা ছাড়বার আগেই নিজের বাড়ীতে সর্পাঘাতে মৃত্যু —দেখ্‌ছেন না?

অশ্বিনী। তাই ত।—যাও মা তুমি ভিতরে যাও [বালিকা চলিয়া গেল]

অশ্বিনী। [চিন্তিত ভাবে পড়িতে পড়িতে ও গোঁফে তা দিতে দিতে] হুঁ! ঠিক লেখা আছে বটে।

যাদব। কিন্তু তুমি ভাই আমাকে ত চেনো।

অশ্বিনী। [ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া] উঁহুঃ—case খারাপ।

জ্যোতিষের পুনঃ প্রবেশ।

জ্যোতিষ। তার উপর এই দেখুন ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

অশ্বিনী। কি সার্টিফিকেট?

জ্যোতিষ। যে যাদব চক্রবর্ত্তী ম'রেছে—এই লিখ্‌ছে দেখুন—I certify that Jadab Chundra Chackerburty is defunct. He is as dead as a doornail.

যাদব। ও বাবা!

অশ্বিনী। তাইত!—মহাশয়—আপনার case ক্রমে খারাপ থেকে খারাপ'তর'এ দাঁড়াচ্ছে। বুঝি টেঁকেনা।

যাদব। কেন?

অশ্বিনী। এদিকে কোষ্ঠী, ওদিকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

৩য় খাতক। তার উপর আমরা সকলে স্বচক্ষে দেখেছি—যে যাদব চক্রবর্ত্তীকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে।

অশ্বিনী। সকলে দেখেছ?

খাতকগণ। সকলে!

অশ্বিনী। উঁহুঃ—case কোন মতেই টেঁকেনা।—এতেও যদি কেউ বাঁচে তা' হ'লে—

যাদব। [সাগ্রহে] তা' হ'লে? তা' হ'লে?

অশ্বিনী। তা' হ'লে সে বাঁচা মঞ্জুর নয়।

যাদব। অশ্বিনী! শেষে তুমিও—তুমিও আমায় চিন্তে পার্চ্ছ না?

অশ্বিনী। দেখুন, আমি স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত যে, আপনি দেখ্‌তে কতক যাদব চক্রবর্ত্তীর মত।

যাদব। কতক!—মত!—মাথা ঘুলিয়ে দিলে!—

অশ্বিনী। তার চেয়ে বেশী বলা অসম্ভব। পৃথিবীতে দেখা যায় যে দুজন মানুষ কখন কখন অবিকল একরকম দেখ্‌তে হয়। যেমন যমজ সন্তান। যাদবের পিতার যে যমজ সন্তান ছিল না তার কোনই প্রমাণ নাই। তাঁর পিতাকে (তিনি এখন স্বর্গে) সে কথা কখন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আর এখন জিজ্ঞাসা করাও অসম্ভব—যেহেতু তিনি এখন স্বর্গে।

যাদব। কিন্তু আমি যে বল্‌ছি।

অশ্বিনী! আপনার কথা ধর্ত্তব্যই নয়। আপনি কে এই ত সমস্যা! যদি আপনাকে যাদব চক্রবর্ত্তী বলে' ধরে'ই নিলাম তা' হ'লে আপনি আর প্রমাণ কর্ব্বেন কি!—এতে কিছু প্রমাণ হচ্ছে না।

যাদব। তবে কিসে প্রমাণ হবে?

অশ্বিনী। আপনার কোন সাক্ষী আছে?

যাদব। না, কৈ—

অশ্বিনী। এঁরা সকলে একবাক্যে বল্‌ছেন যে আপনি যাদব চক্রবর্ত্তী নন। কেমন! আপনারা বল্‌ছেন কিনা?

খাতক। হাঁ, আমরা সকলেই বল্‌ছি।

যাদব। আপনারা কি গম্ভীর ভাবে এই কথা বল্‌ছেন?

সকলে। গম্ভীর! চেয়ে দেখ [অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে] তুমি যাদব চক্রবর্ত্তী নও।

যাদব। তাইত! তবে সত্যই কি আমি যাদব চক্রবর্ত্তী নই!

২য় খাতক। কোন পুরুষে নও।

৩য় খাতক। যাদবের ঐ চেহারা!

৪র্থ খাতক। জাল যাদব সেজে এসেছো চাঁদ—খাতক ঠকাতে?

৫ম খাতক। দেনার একটি পয়সা দিচ্ছিনে।

যাদব। আমি নালিশ কর্ব্ব।

অশ্বিনী। আদালতে তোমার নালিশ নেবে কেন! এঁরা ধার ক'রেছিলেন যাদব চক্রবর্ত্তীর কাছে। আপনি ত যাদব চক্রবর্ত্তী নন।

যাদব। প্রমাণ কর্ব্ব।

অশ্বিনী। প্রমাণ করা শক্ত হবে। আপনারা সকলেই সাক্ষ্য দেবেন বোধ হয় যে ইনি যাদব চক্রবর্ত্তী নন।

খাতকগণ একসঙ্গে "নিশ্চয়" বলিয়া উঠিলেন।

যাদব। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌বো।

অশ্বিনী। প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্লে ত!

যাদব হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিলেন।

অশ্বিনী। মহাশয়! আমি উকিল। আপনাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিচ্ছি, অমন কাজ কর্ব্বেন না। শেষে জেলে যাবেন!

যাদব। জেলে!

অশ্বিনী। মানুষ জাল! চারটি বৎসর!

যাদব। ও বাবা!

অশ্বিনী। আপনাকে বন্ধুভাবে উপদেশ দিচ্ছি—যদিও আমি আপনাকে চিনিনা—ও বিপদের মধ্যে যাবেন না! আর—শুনুন—আপনি যে যাদব চক্রবর্ত্তী তা কখনই খুব সন্তোষকরভাবে প্রমাণ কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

যাদব। কেন?

অশ্বিনী। এই কোষ্ঠী আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। কোষ্ঠী কখন মিথ্যা হয়?—আপনিই বলুন।

যাদব। তা হয় না বটে।

অশ্বিনী। তার উপর ডাক্তারের সার্টিফিকেট—যা'রা মরা মানুষ বাঁচাতে পারেনা বটে, কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষ অনায়াসে মেরে ফেল্‌তে পারে। আমি বল্‌ছি, আপনি যে যাদব চক্রবর্ত্তী—সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ; যদিও হন, প্রমাণ কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

যাদব। তোমারও সন্দেহ!

অশ্বিনী। আপনিই ভেবে দেখুন না! আপনার নিজেরই কি সন্দেহ হচ্ছে না? এদিকে কোষ্ঠী ওদিকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট!

যাদব। ডাক্তার সত্য ব'লেছে যে আমি ম'রেছি?

অশ্বিনী। এই দেখুন না। [সার্টিফিকেট দিলেন]

যাদব। [পড়িয়া মস্তককণ্ডূয়ন করিয়া] তাইত!

অশ্বিনী। আপনার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে না! তার উপর যাদব চক্রবর্ত্তীকে আপনার সম্মুখে শ্মশানে নিয়ে গেল।

যাদব। তা ত গেল। [পুনরায় মস্তককণ্ডূয়নসহকারে] আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে নন্দের পুনঃ প্রবেশ।

যাদব চক্রবর্ত্তী মোলো, দেশের লোকের প্রাণ জুড়োলো। স্থদ সে আদায় ক'র্ত্ত শুষে, জোঁকের মত রক্ত চুষে। ওহে যাদব যে সব টাকা, (তোমার) অনেক কষ্টে জমিয়ে রাখা; এখন সে সব দেখ্‌ছো ভেবে, বারভূতে উড়িয়ে দেবে। তুমি এখন যাত্রা কর, (এবং গিয়ে) নরকেতে পচে' মর।

অশ্বিনী। একি! খবরের কাগজেও লিখেছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

অশ্বিনী। বলেন কি!—ছাপার অক্ষরে?

নন্দ। দেখুন না—

অশ্বিনী। [খবরের কাগজ দেখিয়া] মহাশয় আপনার case hopeless!

সঙ্গে সঙ্গে যাদব বসিয়া পড়িলেন।

অশ্বিনী। [খাতকদিগকে] মহাশয়গণ! আপনারা এখন বাড়ী যান। আমি এখন যাদবের estateএর administration নেবার যোগাড় করি গে যাই।

যাদব। [উঠিয়া] Letter of administration! কে নেবে?

অশ্বিনী। যাদব বাবুর বিধবা পত্নী। এখন আমারই এ বিষয় পত্তর দেখ্‌তে হবে। আর কি কর্ব্ব!—আপনাদের দেনার সুদ দিতে হবে না।

যাদব। সে কি!

খাতকগণ। জয় হোক। অশ্বিনী বাবুকি জয়! [প্রস্থান।

যাদব। সুদ দিতে হবে না কি রকম!

অশ্বিনী। দরকার কি! যাদব বাবু অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন।

যাদব। গিয়েছেন! [সানুনয়ে] অশ্বিনী! ভাই, আমি কিন্তু মরিনি—দোহাই!

অশ্বিনী। কি কর্ব্ব মহাশয়! আইনে আপনি টিক্‌ছেন না! [প্রস্থান।

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

১ প্রতিবেশিনী। বেশ হ'য়েছে।

২ প্রতিবেশিনী। আপদ গিয়েছে।

৩ প্রতিবেশিনী। অনেক টাকা জমিয়ে রেখে গিয়েছে না? নিজে না খেয়ে—

৪ প্রতিবেশিনী। এখন দশজনে লুটে পুটে খাবে।

৫ প্রতিবেশিনী। কেপ্পনের সম্পত্তি ঐ রকমেই যায়।

যাদব। না, যত শুন্‌ছি ততই যে সন্দেহ হচ্ছে বেঁচে আছি কি না!

—প্রতিবেশিনীগণ।—

১ প্রতিবেশিনী। এ কে!

যাদব। আমি—

২ প্রতিবেশিনী। সং।

যাদব। যাদব—

৩ প্রতিবেশিনী। আ মর্!

যাদব। চক্রবর্ত্তী।

৪ প্রতিবেশিনী। ম'রেছে!

যাদব। না এখনও মরিনি।

৫ প্রতিবেশিনী। বেরো মিন্সে।

যাদব। আমি বেরোবো!—এ আমার বাড়ী, তোমরা বেরোও।

১ প্রতিবেশিনী। এ আবার কেরে—!

২ প্রতিবেশিনী। কেন, বেরিয়ে যাব কেন?

৩ প্রতিবেশিনী। কিসের জন্য?

৪ প্রতিবেশিনী। হাঁ বলত!

৫ প্রতিবেশিনী। মর্ মিন্সে!

যাদব। তাইত!

১ প্রতিবেশিনী। উননমুখো ম'রে গিয়েছে বেশ হ'য়েছে [বসিল]

২ প্রতিবেশিনী। দেশশুদ্ধ লোকগুলো বাঁচ্লো [বসিল]

৩ প্রতিবেশিনী। ছেলে দুটো খেয়ে বাঁচ্বে [বসিল]

৪ প্রতিবেশিনী। মেয়েটা কিন্তু খেতে পাবে না [বসিল]

৫ প্রতিবেশিনী। ওর নরকেও গতি হবে না [বসিল]

যাদব। আবার বসে যে!—যাদব চক্রবর্ত্তী জাগো! তোমার

অস্তিত্ব লোপ পেতে ব'সেছে। এই বেলায় উদ্ধার কর। নৈলে গেলে!—তোমরা বেরোও এখান থেকে; বেরোও, বেরোও! বেরোবেনা?—রোস তবে [বাহিরে গিয়া যষ্টি আনিয়া, যষ্টি দেখাইয়া] ভালোয় ভালোয় বেরোবে ত বেরোও—নইলে এই দেখ্‌ছ!

১ প্রতিবেশিনী। ঈঃ! একেবারে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি!

যাদব। বেরোও।

২ প্রতিবেশিনী। মার্ব্বে নাকি!

যাদব। নিশুম্ভ বধ কর্ব্ব। [লাঠি ঘুরাইয়া] বে—রো—ও।

৩ প্রতিবেশিনী। কর্ না দেখি কত সাধ্য। [আঁচল ঘুরাইয়া পরিল]

যাদব। ও বাবা! [পিছাইলেন]

৪ প্রতিবেশিনী। বেরো মিন্সে, বেরো বল্‌ছি—নইলে এই মুখ ছাড়্‌লাম।

যাদব। [সভয়ে] না না—আমি যাচ্ছি।

৫ প্রতিবেশিনী। নইলে [বাহিরে যাইয়া একগাছি সম্মার্জ্জনী লইয়া পুনঃ প্রবেশ] এই খেংরা দেখ্‌ছিস্।

যাদব। ও বাবা! [পলায়ন; পশ্চাতে পশ্চাতে প্রতিবেশিনীগণ ধাবমানা হইয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত]

যাদবের কন্যার পুনঃপ্রবেশ।

কন্যা। বাবা! বাবা! মা কাঁদ্‌ছে।

যাদবের পুনঃ প্রবেশ।

যাদব। কে কাঁদ্‌ছে?

কন্যা। মা।

যাদব। কেন?

কন্যা। তা কি জানি।

[নেপথ্যে ক্রন্দন] ওগো তুমি কোথায় গেলে গো—মুখের বাড়া ভাত ফেলে তুমি কোথা গেলে—ওগো তুমি কোথায় গেলে গো—

যাদব। আরে দুত্তর—স্ত্রী পর্য্যন্ত কাঁদ্‌তে সুরু করে' দিল। ওগো—আমি বেঁচে আছি। এই আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি। চল মা—

কন্যার প্রস্থান, পশ্চাতে যাদব গমনোদ্যত—

শ্যালক-সম্প্রদায়ের প্রবেশ।

সঙ্গে সিন্ধুক, পেটরা, বাক্স ইত্যাদি।

১ শ্যালক। নিয়ে চল। নিয়ে চল।

যাদব। একি আবার!

২ শ্যালক। ওহে কুলী ডাক।

৩ শ্যালক। কুলী! কুলী! [নিষ্ক্রান্ত]

যাদব। কুলী কেন? জিনিষ পত্তর সব বাইরে টেনে এনে ফেল্‌চো কেন?

২ শ্যালক। নিয়ে যাবো।

যাদব। কোথায়?

১ শ্যালক। কোথায় আবার! আমাদের বাড়ী!—

যাদব। কি রকম! আমার জিনিষ পত্তর তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে কি রকম?

২ শ্যালক। আপনার জিনিষ!

যাদব। আজ্ঞে।

১ শ্যালক [ব্যঙ্গস্বরে] আজ্ঞে;—এই যে কুলী এসেছে।

তিন চারজন কুলীসহ তৃতীয় শ্যালকের পুনঃ প্রবেশ।

২ শ্যালক। ওঠাও। আগে এই লোহার সিন্ধুকটা। [কুলীগণ লোহার সিন্ধুক উঠাইতে ব্যস্ত।]

যাদব। খবর্দ্দার—[অগ্রসর হইলেন]

শ্যালক। চোপ্‌রাও [প্রহারোদ্যত]

যাদব। অশ্বিনী! অশ্বিনী! [নিষ্ক্রান্ত]

শ্যালকবর্গ পরস্পরের প্রতি চাহিয়া ইঙ্গিত করিয়া ক্রমাগত মুখে হাত দিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

১ শ্যালক। ঐ অশ্বিনীকে নিয়ে আবার আস্‌ছে।

২ শ্যালক। এই ওঠাও—

৩ শ্যালক। শিগ্‌গির শিগ্‌গির।

অশ্বিনীর সহিত যাদবের পুনঃ প্রবেশ।

যাদব। অশ্বিনী দেখ ত, দেখ ত, অত্যাচারটা, দেখ ত—

অশ্বিনী। মহাশয় আপনারা বাড়ীর জিনিষ পত্তর সব টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যে!

১ শ্যালক। কেন যাবোনা! এসব এখন আমাদের বোনের।

২ শ্যালক। তিনি আমাদের তত্ত্বাবধানে বাস কর্ত্তে যাচ্ছেন।

৩ শ্যালক। কারণ যাদব চক্রবর্ত্তী মারা গিয়েছেন।

যাদব। দেখ ত অত্যাচার। আমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই এই অত্যাচার। এদিকে আমার স্ত্রী যায়, ওদিকে আমার যা কিছু—[ক্রন্দন]

অশ্বিনী। মহাশয়গণ! এই যাদব বাবুর পরিবার এখন আমার পরিবার। যেহেতু আমার সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ এবং আপনাদের ভগ্নীর পতি-বিয়োগ।

যাদব। তাতে প্রমাণ হয় যে আমার পরিবার তোমার পরিবার?

অশ্বিনী। অন্ততঃ তা প্রমাণ করা শক্ত নয়। মহাশয়েরা আপ-ততঃ বাড়ী যান। লোহার সিন্ধুকের ভার আমি নিচ্ছি।

শ্যালকগণ। সে কি মহাশয়!

অশ্বিনী। বেশী চালাকি কর্ব্বেন না। আমি উকীল—যান বল্‌ছি।

শ্যালকবর্গ। যদি না যাই?

অশ্বিনী। আইনের তর্কে আপনাদের উড়িয়ে দেব। সাক্ষী দিয়ে ভস্ম করে' দেব।

শ্যালকগণ। ও বাবা! চল, চল। [প্রস্থান]

অশ্বিনী। আপনিও এখন যান। এ বাড়ী এখন আমার। যাদব চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হ'য়েছে।

যাদব। আমি কিন্তু মরিনি।

অশ্বিনী। প্রামাণসাপেক্ষ। সাক্ষী আছে?

যাদব। কেন, স্ত্রী সাক্ষী দেবেন।

অশ্বিনী। বেশ! আপনার স্ত্রীকে ডাকুন।

যাদব। ওগো—বলি ও বাড়ীর মধ্যে! তুমি একবার এদিকে এসো। আর লজ্জা করে' কি হবে! আমি ধনে প্রাণে মারা যেতে ব'সেছি। বাইরে এসো।

গাহিতে গাহিতে সৌদামিনীর প্রবেশ।

ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো।
এ ভব সংসার মাঝে আমায় একা ফেলে গো॥
রাস্তা ভারি এঁকাবেঁকা, কেমনে চলিব একা,
প্রাণপতি দেও হে দেখা (পায়ে) দিওনাক ঠেলে গো॥

যাদব। না না দেব না, পায়ে ঠেলে দেবোনা।—আহা সতী সাধ্বী!

সৌদামিনীর গীত চলিল—

রেঁধেছি ইলিশ মৎস্য, খিচুড়ি, ও ছাগ-বৎস,
একা আমারই খেতে হবে (ওগো) তুমি নাহি খেলে গো॥

যাদব। রেঁধেছ! রেঁধেছ! আহা সতী লক্ষ্মী!—সতী লক্ষ্মী! না না আমিও খাব, আমিও খাব।

সৌদামিনীর গীত চলিল—

পাকা কলপ দিয়ে মাথে, কে হাঁস্‌বে আর বাঁধা দাঁতে,
পরে' মিহি কালাপেড়ে যেন কচি ছেলে গো॥

যাদব। এইযে আমি হাঁস্‌বো আমি হাঁস্‌বো। এইযে হাঁস্‌ছি [দাঁত বাহির করিলেন]

সৌদামিনীর গীত চলিল—

হাত দুই খানি ধরি', কে ডাকিবে 'প্রাণেশ্বরি'।
আহা, উহু, ওহো মরি—তুমি নাহি এলে গো।

যাদব। এই যে আমি এইছি। এই যে তোমার হাতে ধ'রে ডাক্‌ছি—"প্রাণেশ্বরী!" [সৌদামিনীর হস্ত ধারণ।]

সৌদামিনী। ও বাবা! এ কে আবার!

যাদব। আমি তোমার স্বামী, তোমার বল্লভ, তোমার নাথ—তোমার প্রাণেশ্বর, তোমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব—যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। চেয়ে দেখ, একবার চেয়ে দেখ।

সৌদামিনী। [অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেখিয়া] ওরে বাবারে—মা—রে গিয়েছি [মূর্চ্ছিতভাবে পতন]

যাদব। এঁ্যা! একি রকম!

অশ্বিনী। কে তুমিহে অভদ্র! ভদ্রলোকের পরিবারের গায়ে হাত দাও।

যাদব। উঁনি আমার পরিবার।

অশ্বিনী। তোমার!

যাদব। আজ্ঞে!

অশ্বিনী। তুমি ভদ্রলোক?

যাদব। উনি আমার পরিবার।

সৌদামিনী উঠিলেন।

যাদব। এই যে জ্ঞান হ'য়েছে।

সৌদামিনী। আমি পতিবিহনে বাঁচ্‌বো না।

অশ্বিনী। সতীলক্ষ্মী!

সৌদামিনী। আমি অবলা সরলা বিহ্বলা বালা—

অশ্বিনী। আহা হা হা!

সৌদামিনী। অকূল বাত্যাকুল প্রতিকূল সমুদ্রে কেমন করে কূল রাখি।

অশ্বিনী। আহা কেমন করে' রাখে!

সৌদামিনী। আমি বিরহিনী কামিনী একাকিনী থাক্‌তে পার্ব্বনা।

অশ্বিনী। দরকার কি! মোহিনী মায়াবিনী! তোমার অশ্বিনী নন্দন বেঁচে থাক্‌তে তোমার কোন ভাবনা নেই।

যাদব। অশ্বিনী! তোমার এই কাজ।

সৌদামিনী। আমার সম্প্রতি পতিবিয়োগে—

অশ্বিনী। আমারও স্ত্রীবিয়োগে—

সৌদামিনী। মনের অবস্থা—

অশ্বিনী। অত্যন্ত—

যাদব। খারাপ! তা ত বুঝেছি। কিন্তু তাই বলে'—

অশ্বিনী। যাও এখন তুমি ভিতরে যাও! আমি বিবাহের আয়োজন করিগে যাই।

[সৌদামিনীর প্রস্থান]

যাদব। কি রকম! বিয়ে আর শ্রাদ্ধ এক সঙ্গেই! তাই বা কৈ। শ্রাদ্ধ কর্ত্তেই বা তর সৈল কৈ। হা জগদীশ! [বসিয়া পড়িলেন।]

অশ্বিনী। লাঠিগাছটা? এই যে [যষ্টি গ্রহণ]

যাদব। লাঠি কেন?

অশ্বিনী। স্ত্রী বশ কর্ব্বার আয়োজনটা আগে থেকেই ঠিক করে' রাখি। ৫০০০ টাকার গহনা। দশ হাজার টাকা ত যাদবের স্ত্রীরই আছে। তাতে যদি—[ঘাড় নাড়িলেন] তা—একরকম হবে।

যাদব। অশ্বিনী! দেখ তুমি আমার ভগ্নীপতি—উকিল—তুমি—এত নীচ হবে না, যে আমি বেঁচে থাকৃতেই আমার স্ত্রীকে বিবাহ কর্ব্বে।

অশ্বিনী। নীচ কি রকম! বিধবাবিবাহে আমার কোনই আপত্তি নাই।

যাদব। কিন্তু উনি আমার স্ত্রী।

অশ্বিনী। উনি নিজেই স্বীকার করেন না। তা কি হবে।

যাদব। দয়াময়! [কাঁদিতে লাগিলেন]

অশ্বিনী। দেখুন মহাশয়, আপনাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। হয়ত আপনি যাদব চক্রবর্ত্তী। কিন্তু প্রমাণাভাব। আইনে আপনি টিকৃছেন না। কি কর্ব্ব বলুন। [প্রস্থান]

যাদব। তাইত। স্ত্রী চিন্‌লে না! অথবা আমি সত্যই মরেছি। দেখি। আমি মরেছি কি বেঁচে আছি এই হ'চ্ছে সমস্যা। আমি ঊর্দ্মিসন্তাড়িত হ'য়ে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্রে আন্দোলিত হ'চ্ছি? না ঘুষি খেল্‌ছি? আমি শার্দ্দূল-সিংহ-বরাহ-ব্যালসঙ্কুল অরণ্যের সূচিভেদ্য অন্ধকারে কাঁদ্‌ছি? না গান গাচ্ছি? দেখি চিম্‌টি কেটে। [আপনাকে চিম্‌টি কাটিয়া] লাগে ত! আচ্ছা দেখি মাথাটা ঘুরিয়ে [মাথায় হাত দিয়া ঘুরাইয়া] কৈ কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনে!—না, এ বাঁচাও না, মরাও না। এ বাঁচা ও মরার একটা খিচুড়ি! কি ভয়ানক! এ রকম অবস্থা যে শেষে আমার হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি —এরা কারা? তাইত! এরা আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব! লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি কি করে! [লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি]

বাদ্যাদিসহ যাদবের জ্ঞাতিকুটুম্বের প্রবেশ।

১ম ব্যক্তি। এখানেই বোস! [উপবেশন]

২য় ব্যক্তি। হাঁ—আজ একটু প্রাণ ভরে' স্ফূর্ত্তি করা যাক্‌।

[উপবেশন]

৩য় ব্যক্তি। [উপবেশন] বুড়ো এতদিন পরে ম'রেছে।

৪র্থ ব্যক্তি। হাড় জুড়িয়েছে। [উপবেশন]

৫ম ব্যক্তি। এক পয়সা কাউকে দেয়নি। [উপবেশন]

১ম ব্যক্তি। কঞ্জুষের সর্দ্দার!

৩য় ব্যক্তি। বুড়ো মর্ব্বেনা বলে' ঠিক করে' ব'সেছিল।

২য় ব্যক্তি। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে যাদব চক্রবর্ত্তীও মরে!

৪র্থ ব্যক্তি। বেশ ব'লেছো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

৫ম ব্যক্তি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

যাদব। এরা বেশ খুসী আছে দেখা যাচ্ছে।

১ম ব্যক্তি। মাটি কামড়ে' প'ড়েছিল।

যাদব। অন্যায় হ'য়েছিল।

২য় ব্যক্তি। আপদ গিয়েছে।

যাদব। বাধিত হ'লাম।

৩য় ব্যক্তি। উইলে আমাদের জন্য নিশ্চয়ই কিছু রেখে গিয়েছে।

যাদব। [বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া] এক পয়সাও নয়—

৪র্থ ব্যক্তি। তা গিয়েছে! জ্ঞাতি ত!

যাদব। বয়ে' গেল।

৫ম ব্যক্তি। কাউকে ত দিয়ে যেতেই হবে।

যাদব। দেবো না।

১ম ব্যক্তি। সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পার্ব্বে না ত!

যাদব। না পারি লোহার সিন্ধুকের চাবিটা ত নিয়ে যাচ্ছি।

২য় ব্যক্তি। পরকালে গিয়ে মাথা কুট্‌বে।

যাদব। এখনই কুট্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

৩য় ব্যক্তি। নিজে না খেয়ে দেয়ে—দেখ্‌ত!

যাদব। আর হ'চ্ছে না। এবার দিনে নেংড়া আঁব আর রাতে বোম্বাই পুডিং।

৪র্থ ব্যক্তি। ওঃ তার ছেলে দুটো কি টাকাটাই ওড়াবে।

যাদব। রেখে গেলে ত!

৫ম ব্যক্তি। ধর গান ধর।

যাদব। ধর!—শোনা যাক্!

সকলের গীত।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত।
ভোরটি হ'লেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য, ক্ষুধায় জ্বলে' যায় পিত্ত,
খেতে বস্‌লে চর্ব্বণ কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত।
যদিই বা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য,
পান্ত আন্তে লবণ ফুরায়, লবণ আন্তে পান্ত।
দিনে গা গড়াবা মাত্র, বসে মাছি সর্ব্বগাত্র,
রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত।
তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধ-রজনীতে গহনার ফর্দ্দ,
নাসিকাডাকা পর্য্যন্ত নাহি হন ক্ষান্ত।
কিনিলেই কোন দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য,
রাস্তা জুড়ে বসে' আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত।
বিয়ে কর্লেই পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা,
পড়াতে ও বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত।

যাদবের পুত্রদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম পুত্র। বিষয় অর্দ্ধেক আমার।

২য় পুত্র। এক পয়সাও তোমার নয়। বাবা উইল করে' সব আমার নামে রেখে গিয়েছেন।

যাদব। গিইছি নাকি! কৈ আমি ত জানি না।

১ম পুত্র। জাল উইল—আমি প্রমাণ কর্ব্ব জাল উইল!

২য় পুত্র। কভি নেই।

১ম পুত্র। আলবৎ।

২য় পুত্র। আমি চক্রবর্ত্তী সাহেবকে ব্যারিষ্টার দেবো।

১ম পুত্র। আমি চৌধুরী সাহেবকে দেবো।

২য় পুত্র। আমি দশ হাজার টাকা খরচ কর্ব্ব।

১ম পুত্র। আমি পনেরো হাজার টাকা খরচা কর্ব্ব।

২য় পুত্র। জোচ্চোর!

১ম পুত্র। ধাপ্পাবাজ!

২য় পুত্র। নেংটে ইন্দুর—

১ম পুত্র। তেলাপোকা।

২য় পুত্র। আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।

১ম পুত্র। তোমার বাড়ী!—তোমার বাবার বাড়ী।

২য় পুত্র। নিকালো—

১ম পুত্র। চোপরাও—

১ম জ্ঞাতি। ওহে ঝগড়া কর্চ্ছ কেন! আজ আমোদ কর। এমন আনন্দের দিন, তোমার বাবা ম'রেছে।

৩য় জ্ঞাতি। হাঁ, পেট ভরে' খাও।

৪র্থ জ্ঞাতি। প্রাণ ভরে' স্ফূর্ত্তি কর।

৫ম জ্ঞাতি। নাচো।

২য় জ্ঞাতি। গাও।

১ম জ্ঞাতি। আমি একটা গান বেঁধেছি।

২য় জ্ঞাতি। হাঁ গাও ত সেই গানটা—

৩য় জ্ঞাতি। কোন্‌টা?

৪র্থ জ্ঞাতি। ঐ যে! যেটা তৈরী ক'রেছে বেচু। 'বুড়ো ম'রেছে।'—গাও।

যাদব। এর মধ্যে গান তৈরী হ'য়ে গিয়েছে। বলিহারি! শোনা যাক্ গানটা।

সকলের গীত (কীর্ত্তন)

বুড়ো ম'রেছে বুড়ো ম'রেছে
বুড়ো ম'রেছে ম'রেছে ম'রেছে।

যাদব। না আর সহ্য হয় না।

সকলের গীত—

বুড়ো ম'রেছে ম'রেছে ম'রেছে

যাদব যষ্টি হস্তে গাইতে গাইতে অগ্রসর হইয়া

বুড়ো মরেনি বুড়ো মরেনি
কৈ এখনও ত বুড়ো মরেনি—

১ম পুত্র। এ্যাঁ এ্যাঁ! এ কে?

২য় পুত্র। তাইত—এ কে?

যাদব। যুবকদ্বয়! তোমরা যত পারো আশ্চর্য্য হও। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে বুড়ো মরেনি—সে তোমাদের সম্মুখে এই সশরীরে বর্ত্তমান।

১ম পুত্র। কি রকম!

২য় পুত্র। এ্যাঁ! তাইত! [উভয়ের পলায়ন]

জ্ঞাতিবর্গ। কে তুমিহে—আসরটা ভেঙ্গে দিলে? বেরোও। কে তুমি?

যাদব। আমি ঐ যুবকদ্বয়ের বাবা।

জ্ঞাতিবর্গ। "বাবা"! হ'তেই পারে না। বিশ্বাস করি না। প্রমাণ কর যে তুমি বাবা।

যাদব। সবই প্রমাণ কর্ত্তে হবে!—জ্ঞাতিবর্গ! শুনুন—কোন

বেটাই প্রমাণ কর্ত্তে পারে না যে সে বাবা। তবে ওটা বিশ্বাস করে' ধরে' নিতে হয়।

জ্ঞাতিবর্গ। না আমরা বিশ্বাস করি না। বেরিয়ে যাও।

যাদব। কোথায় যাবো?

জ্ঞাতিবর্গ। তা আমরা কি জানি! আমরা তা জানি না।

যাদব। ছেলে দুটো চিনেছে। শুধু মুখে স্বীকার কর্ব্বে না।—হা রে ছেলে! আমরা নিজে না খেয়ে আর দশজনকে বঞ্চিত করে' টাকা রেখে যাই তোদের ওড়াবার জন্য? কৃপণ কে কোথায় আছো! দেখে শেখ, কারণ ঠেকে শিখ্‌বার অবকাশ পাবে না।

১ম ব্যক্তি। কি চাঁদ! ভাব্‌ছো কি? খাবে একটু?—নাও।

[মদ্য প্রদান]

যাদব। [কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া] দুত্তর হোক্—দাও [মদ্যগ্রহণ ও পান]

২য় ব্যক্তি। গাইতে জানো?

যাদব। আমি যাদব চক্রবর্ত্তী।

৩য় ব্যক্তি। কে অস্বীকার কর্চ্ছে!

যাদব। কিন্তু—

৪র্থ ব্যক্তি। এর মধ্যে কিন্তু টিন্তু নেই বাবা—সব এবং।—আর একটু খাও।

যাদব। [পান] আমি কিন্তু যাদব—

৫ম ব্যক্তি। চক্রবর্ত্তী!—বেঁচে থাকো বাবা।

১ম ব্যক্তি। নাও নাও, একটা গান ধর।

বাইজির প্রবেশ।

১ম ব্যক্তি। এই যে বাইজি এসেছে [সুর করিয়া] "এসো এসো বঁধু এসো"।

২য় ব্যক্তি! [সুরে] "আধ আঁচরে বোস"

৩য় ব্যক্তি। [সুরে] "নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি"

৪র্থ ব্যক্তি। 'হোল না [অন্য সুরে] "নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি"।

৫ম ব্যক্তি। শেষে কীর্ত্তনের টান কৈ—"দেখি—ই—ই—ই"

যাদব। সকলেই ওস্তাদ!

১ম ব্যক্তি। দেখ্‌ছো কি!

২য় ব্যক্তি। বাইজিকে গাইতে দাও।

৩য় ব্যক্তি। আগে আমি গাইব—"নয়ন ভরিয়ে"—

৪র্থ ব্যক্তি। চুপ্‌! [সুরে] "নয়ন ভরিয়ে"—

৫ম ব্যক্তি। গাও বাইজি—

বাইজির গীত।

আরে আরে সেঁইয়া ইস্‌মে কেয়া কাম্‌।
ইসি জাড়ামে মুঝ্‌কো কুছ্‌ দেনা ইনাম্‌।
হাতমে দে চুড়ি আওর কাণমে দে ছুল,
গলামে হাস্‌লি আওর নাক্‌মে দে ফুল,
মেরি জান হো যায়গি বড়ি মসগুল,
বড়ি পিয়ার তুমকো করেঙ্গী হাম্‌।

ক্রমে সকলের নৃত্য। সঙ্গে সঙ্গে যাদবের নৃত্য ও পতন।

সকলে। কি বাপ্‌ প'ড়্‌লে!

যাদব। আ—মি—যাদব—চক্করবরতি—না, তা—ত নই; তবে—আমি কে?—কে ভাই যাদব এলি!—

অশ্বিনী দারোগা এবং জমাদার ও দু'জন কনষ্টেবল সাজিয়া জ্যোতিষ, নন্দ, জীবন ও জলধরের প্রবেশ।

অশ্বিনী। এলাম বৈকি দাদা—

জ্ঞাতি কুটুম্ব। ও বাবা পুলিশ—পালা—পালা। [পলায়ন]

অশ্বিনী। এই জাল যাদব সেজে এসেছে—দেনদার ঠকাতে।

দারোগা। এই টোম্—টোম্ বোল্‌টা হায় যে তোম্ যাদব চক্কটি হায়!

যাদব। আজ্ঞে, জমাদার সাহেব।

দারোগা। পাক্‌ড়ো—

কনষ্টেবলগণ বাঁধিল।

যাদব। আজ্ঞে আমি—

দারোগা। যাদব চক্কট্টি হায়?

যাদব। কোন পুরুষে নই বাবা!

দারোগা। টভ্ ওর মত কর্‌কে সাজকে আয়া কাহে?

যাদব। আজ্ঞে—

দারোগা। ঝুট্—সচ্ বোলো।

যাদব। দারোগা সাহেব! আমি বল্‌বার আগেই সেটা ঝুট্ হোলো কেমন করে'?

দারোগা। ও হাম্ জান্‌টা হায়।

যাদব। দারোগা সাহেব! আপনারা সর্ব্বশক্তিমান্ তা জান্তাম, কিন্তু তার উপর যে সর্ব্বজ্ঞ তা জান্তাম না।

দারোগা। সচ্ কহো [রুলের গুতা দিলেন]

যাদব। আজ্ঞে সেই মতলবই ছিল, কিন্তু গুতার চোটে যা সত্য কথা সেটা ক্রমে ভুলে যাচ্ছি।—এখন আমি কি বল্লে আপনি খুসি হন ?

দারোগা। যে টোম্ যাদব চক্রবর্ত্তী নেই হায়। [রুল দেখাইলেন]

যাদব। কভিং নেই। মেরোনা বাবা!

দারোগা। তব্ তোম্ কোন্ হায় ?

যাদব। মাধব চক্রবর্ত্তী—

দারোগা। ও কোন্ হায়—

যাদব। যাদবের ছোট ভাই মাধব।

দারোগা। তবে যাদব চক্রবর্ত্তীর মত চেহারা কর্কে কাহে আয়া ?

যাদব। আজ্ঞে—[চিন্তা]

দারোগা। সচ্ বোলো [রুলের গুতা] ওর মত চেহারা কর্কে—

যাদব। আজ্ঞে যমজ।

দারোগা। চোপ্ রও—

যাদব। এই চুপ কর্চ্ছি।

দারোগা। আর কখন কহেগা যে টোম্ যাদব চক্কটি হায়—

যাদব। কভি নেই—

দারোগা। ইয়ে কোন্ হায় ?

যাদব। আগে ছিলেন আমার—অর্থাৎ যাদবের ভগ্নীর স্বামী; এখন তাঁর বিধবার স্বামী!

দারোগা। আভি ঠিক বোল্‌তা হায়।

যাদব। আজ্ঞে আমি মিথ্যা কথা কদাচ কই।

দারোগা। নাক্‌মে খৎ দেও।

যাদব। কেন জমাদার সাহেব?

দারোগা। চোপ্ রও।—খৎ দেও।

যাদব। এই দিচ্ছি। [নাকে খৎ]

দারোগা। বোলো—হাম্ কোন পুরুষমেঁ যাদব চক্রবর্ত্তী নেহি হায়।

যাদব। কোন পুরুষে নই। যদি কখন ছিলাম সে মান্ধাতার আমলে—

অশ্বিনী। Barred by limitation.

দারোগা। আচ্ছা ছোড়্ দেও।

অশ্বিনী। চলুন—জলযোগ করিগে।

যাদব। আর ভূতপূর্ব্ব আমার বিধবার সঙ্গে দারোগা বাবুর আলাপটাও করিয়ে দিও।

দারোগা। চোপ্ রও!

যাদব। [সভয়ে] আজ্ঞে!

যাদব ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

যাদব। যাক্। শেষে রুলের তিন গুতায় প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমি যাদব চক্রবর্ত্তী নই। গুতার চোটে বাবা বলায়—এ ত তুচ্ছ কথা। না—আমি ম'রেছিলাম, এ মিথ্যা কথা নয়। ম'রেছিলাম। এ আমার পুনর্জ্জন্ম! আজ নূতন বিশ্বাস নিয়ে আবার বেঁচে উঠেছি। মৃত্যুর পরে যা যা ঘ'ট্‌বে আজ চক্ষের সম্মুখে তার অভিনয়

দেখ্‌লাম। গরীব দুঃখীকে আর নিজেকে বঞ্চিত করে'—না খেয়ে দেয়ে পরের ওড়াবার জন্য টাকা রেখে যাচ্ছি। না—আর না! এবার যদি আমার অস্তিত্ব প্রমাণ কর্ত্তে পারি ত, গরীব দুঃখীকে খেতে দেবো, আর নিজে পেট ভরে' খাবো। হেসে নাও এ দুদিন বৈত নয়। আর প্রমাণ না কর্ত্তে পারি ত বনে যাবো—আর তপস্যা কর্ব্ব, যেন আর পুনর্জ্জন্ম না হয়।

[অশ্বিনী ও সৌদামিনীর প্রবেশ।]

সৌদামিনীর গীত।

তাই তারে নয়নে নয়নে রাখি।
গা ঢাকা হন অমনই বঁধু—একটু যদি ফিরাই আঁখি।
একটু যদি ফিরে তাকাই, একটু যদি ঘাড়টি বাঁকাই,
অমনি ওড়েন উধাও হ'য়ে আমার প্রাণ পিঞ্জরের পাখী।
না জানি কে 'মন্তর' দিয়ে আমার বঁধুর ঘাড়ে চড়েন ;
কখন্ বা অঞ্চলের নিধি অঞ্চল হ'তে খসে পড়েন ;
তাই যদি তাঁর হেলায় ফেলায় আস্‌তে দেরি রাত্রি বেলায়,
বকে' ঝকে' কেঁদে কেটে 'কুরুক্ষেত্র' ক'রে থাকি।

সৌদামিনী। কি ভাব্‌ছো?

যাদব। এই যে! [করজোড়ে অশ্বিনীকে] মহাশয় প্রণাম! [প্রণাম। পরে করজোড়ে সৌদামিনীকে প্রণাম] কি আজ্ঞা হয়?

অশ্বিনী। যাদব বাবু!

যাদব। কে যাদব বাবু?

অশ্বিনী। তুমি!

যাদব। কে বল্লে! তোমরা দশজনে মিলে এক্ষণেই প্রমাণ

করে' দিলে যে আমি যাদব চক্রবর্ত্তী নই; এখন আমি যাদব? না আমি যাদব নই।

সৌদামিনী। আহা চটো কেন! তুমি আমার প্রাণেশ্বর।

যাদব। কিসে! এখনই প্রমাণ হয়ে' গেল। কোষ্ঠী, ডাক্তারের সার্টিফিকেট, খবরের কাগজ, সাক্ষী—আর—প্রমাণের সেরা প্রমাণ কুলের গুতো। এর পরেও—আমি তোমার প্রাণেশ্বর! আমি কে?— আমি নেই।

সৌদামিনী। না, তুমি আছো।

যাদব। শুনে সুখী হ'লাম।

সৌদামিনী। আহা রাগ কর কেন!

যাদব। আমার অভিমান হ'য়েছে। আমি রেগেছি। আমায় বিরক্ত কোরোনা। আমি বনে যাবো।

সৌদামিনী। আমিও যাবো।

যাদব। আমি তপস্বী হব।

সৌদামিনী। আমি তপস্বিনী হব।

যাদব। আর তপস্যা কর্ব্ব, যেন পুনর্জ্জন্মে আমায় আর বিয়ে না কর্ত্তে হয়। আর যদিই বা বিয়ে করি যেন তোমাকে ঘাড়ে না কর্ত্তে হয়।

সৌদামিনী। আমি যেন তোমারই ঘাড়ে পড়ি।

যাদব। না তুমি আমায় ভালো বাসোনা।

সৌদামিনী। ভালো বাসি—

অশ্বিনী ঘাড় নাড়িলেন।

যাদব। ঘাড় নাড়্ছো যে! আর একটা মতলব আঁট্‌ছো নাকি? এদিকে চাইছ কি! এ আমার স্ত্রী [কর ধারণ]

অশ্বিনী। তোমার তাই বিশ্বাস?

যাদব। বিশ্বাস! এখন কি প্রমাণ কর্ত্তে চাও নাকি যে আমার স্ত্রীও নেই। কোষ্ঠী বের কর—সার্টিফিকেট যোগাড় কর, কাগজে লেখ।

অশ্বিনী। আচ্ছা স্ত্রী তোমায় দিলাম।

যাদব। অনুগ্রহ!

অশ্বিনী। সে যাহোক! এখন, যাদব বাবু—কিছু শিক্ষা হোল।

যাদব। অনেক।—এ আমার পুনর্জ্জন্ম।

গীত।

ওরে সিন্ধুক ভরা টাকা—
মিছে বন্ধ করে রাখা।
যদি, লাগ্‌ল না কার উপকারে, এলোনাক ব্যবহারে,
সে টাকা ত ধনীর ঘাড়ে শুধুই মুটের ঝাঁকা।
যে, টাকার জন্য মর্চ্ছে ভেবে
বারভূতে উড়িয়ে দেবে,
তোমার ভাগ্যে রৈল শুধুই উপোষ করে থাকা।
ওরে, টাকার উচিত ব্যবহারে
রীতিমত আয়ু বাড়ে,
এই কথাটি একেবারে বলে' গেলাম পাকা।

যবনিকা পতন।

আনন্দ-বিদায়।

(প্যারডি')

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রণীত।

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কলিকাতা।

মূল্য ॥০ আট আনা।

উৎসর্গ।
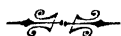
বঙ্গভাষায়

ব্যঙ্গ প্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা

রসিকপ্রবর কবি

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের

শ্রীকরকমলেষু—

ভূমিকা।

এই নাটিকা বহুবর্ষ পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আকারে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম 'প্যারডি' নাটিকা। ইয়ুরোপীয় অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে প্যারডি নাটিকার অস্তিত্ব আমি অবগত নহি। প্যারডি কবিতা ও গান সর্ব্ব সাহিত্যেই প্রচলিত আছে।

প্যারডির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ নহে—রঙ্গ। তাহাতে কাহারও ক্ষুব্ধ হইবার কথা নহে, বরং প্রীত হইবারই কথা। কারণ বিখ্যাত রচনারই প্যারডি লোকে করিয়া থাকে। মিল্টনের 'প্যারাডাইজ্ লষ্ট্', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেমবাবুর 'হতাশের আক্ষেপ', ঠাকুরদেবতা বিষয়ক বহুগানও এই 'নকলের' হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। মদ্রচিত কয়েকটি গানও এই সম্মান লাভ করিয়াছে।

এ নাটিকা যে প্রতিভাবান্ কবির শ্রেষ্ঠ নাটিকার 'প্যারডি', তিনি সম্প্রতি ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হৌক্। এবং যে নাটিকার ইহা 'প্যারডি', রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় দর্শন করিয়া আমি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। বঙ্গসাহিত্যে তাহা অমর হৌক্।

এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। "মি"র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দ্দাহ হয় ত তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে

দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র। যদি ইহা তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি না হয়, তাহা হইলে এ ব্যঙ্গ তাঁহাদিগের গায়ে লাগিবার কথা নহে। একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপই চাবকাইয়াছিলেন এবং Wordsworth মহাকবি Shelley ও Byronকে এইরূপই কশাঘাত করিয়াছিলেন। যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু, এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বীভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য পালন করেন না।

আজকালকার সৌখীন সাহেবী কৃষ্ণভক্তিকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে এ নাটিকার কৃষ্ণ রাধিকাকে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছে। এবং ভক্তিটুকু একেবারে বাদ দিয়া, কবিতায় ও গানে, বিশুদ্ধ লালসাকে প্রশ্রয় দেওয়াকে আক্রমণ করা হইয়াছে।

ভূমিকাতে এগুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল, কারণ দেখিতেছি যে, অনেক অসাবধান পাঠক চিন্তা না করিয়াই গ্রন্থের আলোচনা করেন। আবার কোন কোন সমালোচক এমন নিরেট যে ভূমিকারূপ হাতুড়ি দ্বারাও তাঁহাদের মাথায় পেরেক বসেনা। উদাহরণতঃ "পরপারের" ভূমিকায় আমি বলিয়া দিলাম যে, ইহা ইংরাজি শিক্ষায় আলোড়িত "বর্ত্তমান ভদ্র হিন্দু সমাজের" ভিত্তির উপর গঠিত। তথাপি এই ব্যক্তিগণ নাটকে সেকেলে আদর্শ খুঁজিতে বসিলেন।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিও এই ভিত্তির উপর গঠিত। নহিলে কোন্ সেকেলে হিন্দুসতী ভ্রমরের মত স্বামীকে বলে যে তুমি যতদিন ভক্তির যোগ্য ছিলে, ততদিন তোমায় ভক্তি করিতাম এখন আর ভক্তি করিতে পারি না? কিম্বা সূর্য্যমুখীর মত সাপত্ন্য সহ্য করিতে না পারিয়া পদব্রজে পতিগৃহ ত্যাগ করে? সমালোচকগণ যেন মনে রাখেন যে, সমাজে এখন নূতন নূতন আদর্শ সৃষ্ট হইতেছে এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাদের সেকেলে আদর্শ লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু কি করিব আমি যুক্তি দিতে পারি, মস্তক দিতে পারি না। তাহা ভগবানের সৃষ্টি।

শ্রীগ্রন্থকারস্য—

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

আনন্দ	...	...	ধনী গৃহস্থ।
নেপাল	...	...	তাঁহার পুত্র।
ঘনরাম	...	...	নেপালের জ্যেঠতুত ভাই।
দণ্ডধারী	...	...	আনন্দের খুল্লতাত।
হংসবাহন	...	...	এডিটর।
বক্কেশ্বর	...	...	তাঁহার কর্ম্মচারী ও নেপালের বন্ধু।
ডাক্তার বাবু		...	আনন্দের শ্যালক।

স্ত্রী।

জ্ঞানদা	...	...	আনন্দের দ্বিতীয়-পক্ষ স্ত্রী।
মোহিনী	...	...	ঘনরামের মাতা।
হংসী	...	...	হংসবাহনের স্ত্রী।
মালতী	...	...	ঘনরামের স্ত্রী।

প্রস্তাবনা

এটা এক অভিনব নাটিকা।
ইংরাজি ভাষাতে একে বলে 'প্যারডি'—
জানেন ত' পাঠক ও পাঠিকা॥
প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে,
গুলে নিয়ে, অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে—
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা॥
নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চাঁটিকা॥
কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিদ্বেষ নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার—
বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা॥

আনন্দ-বিদায়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আনন্দ ও তাঁহার খুল্লতাত দণ্ডধারী।

আনন্দের গীত।

দুখের কথা বল্‌বো কত, ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।
আছে নাকি সুরে কথা, আর লম্বা লম্বা চুল রাখা।
মাঝে মাঝে, আমার বিশ্বাস, ফেলে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস,
আছে আবার উদাসভাবে আকাশপানে চেয়ে থাকা।

দণ্ড। তাইত! লক্ষণ বড় ভালো বোধ হ'চ্ছে না।—সঙ্গী কি রকম জুটেছে ব'ল্‌তে পারো?

আনন্দ (গীত)।

তাহার যে সেই সঙ্গী সকল, অবিকল ঠিক তাহার নকল;
কেশে, বেশে, দীর্ঘশ্বাসে কবিত্বের সেই ভাব মাখা।
ব'ল্‌বো কি আর, দেখ্‌ছি আমি—ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।

দণ্ড । বেশ মিল্‌ছে ।—এঁ্যা এঁ্যা—তার পর ? সঙ্গিনী ?

আনন্দ (গীত) ।

সহচরী সভ্য নারী ঘিরে তারে সারি সারি—
সখের থিয়েটরে ভারি ছেলেটা উড়চ্ছে টাকা ।
কি ব'ল্‌বো আর তোমায় আমি, ছেলেটা বিগড়েছে ক্যাকা ।

দণ্ড । আবার সখের থিয়েটর খুলেছে ?

আনন্দ । হাঁ, তার নাম দিয়েছে "গোপীগোষ্ঠ" । ছেলেটা আবার বাঁশি বাজায় ।

দণ্ড । [সাগ্রহে] বটে ! বটে !—তার পর !

আনন্দ । সে একটা অপেরা তৈরী ক'রেছে । তার মহলা দিচ্ছে । অপেরার নাম **up-to-date** কৃষ্ণলীলা ।

দণ্ড । বাঃ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে । বংশী, রাখালবালক, গোপিনী—ঠিক মিল্‌ছে । তার পর—এঁ্যা-এঁ্যা রাধিকা ?

আনন্দ । রাধিকা কি ?

দণ্ড । বলি নাতির প্রেম ট্রেম কারো সঙ্গে হ'য়েছে ব'ল্‌তে পারো ?

আনন্দ । কৈ ! না !—শুনিনি ত ! নারী সমাজে মেশে এই যা ! স্বভাব চরিত্র মন্দ নয় ।

দণ্ড । ঐ জায়গায় ত মিল্‌লো না বাবাজি !—এঁ্যা এ্যা—তা রাধিকা আস্‌তে বড় দেরি নেই ।—যাহোক্ ডাক্তার দেখাও ।

আনন্দ । ডাক্তার ?

দণ্ড । হাঁ ডাক্তার । রোগ বড় খারাপ ।

আনন্দ। আজ আমার ভাইপোকে দেখ্‌বার জন্য ডাক্তার আস্‌বে 'খনি। তবে তাকে দিয়ে দেখাবো?

দণ্ড। এক্ষনি। অপেক্ষা কর্লে চ'ল্‌ছে না। এঁ্যা এঁ্যা—রোগ খারাপ।

আনন্দ। তা ত বুঝ্‌ছি।

দণ্ড। আবার এঁ্যা এঁ্যা ছোঁয়াচে।

আনন্দ। ছোঁয়াচে না কি?

দণ্ড। বিষম! আমারই কি রকম ক'র্চ্ছে।

আনন্দ। কি রকম?

দণ্ড। এঁ্যা এঁ্যা হোল বুঝি!

আনন্দ। কি হোল খুড়ো?

দণ্ড। আর খুড়ো! এঁ্যা এঁ্যা—

আনন্দ। সে কি!

দণ্ড। ঐ হোল বুঝি।

[নেপথ্যে] বাবু একবার বাইরে আসুন। ডাক্তার বাবু এসেছেন।

দণ্ড। যাও যাও! শীগ্‌গির। আমার কেমন শীত শীত ক'র্চ্ছে। ও বাবা! এ কি হোল! [দৌড়াদৌড়ি] যাও যাও—

আনন্দ। এই যাচ্ছি। [প্রস্থান]

দণ্ড। তাইত! বাবাজি এঁ্যা এঁ্যা বেশ একটু গোলোযোগে প'ড়েছেন দেখ্‌ছি। আমিও ও ভোগান এঁ্যা এঁ্যা কতক ভুগিছি। আমারও দ্বিতীয়-পক্ষ কবিতা লেখেন কিনা। তাঁকে নিয়ে এঁ্যা এঁ্যা বাবাজির এখানে এসে ওঠা বড় ভালো হয় নি দেখ্‌ছি। উঁহুঃ! গতিক বড় সুবিধা রকম বোধ হ'চ্ছে না।

[একখানি খাতা হাতে করিয়া তাহা পড়িতে পড়িতে দণ্ডধারীর দ্বিতীয়-পক্ষ স্ত্রী মল্লিকার প্রবেশ ।]

দণ্ড । কি গো ! হাতে ও কি !

মল্লিকা । তোমার নাতির কবিতার বহি । একটা কবিতা শুন্‌বে ? উঃ ! কি মধুর ! কি গভীর !

দণ্ড । মাটি ক'রেছে !—ও বই—এঁ্যা এঁ্যা—ছুঁড়ে ফেলে দাও ।

মল্লিকা । ছুঁড়ে ফেলে দেবো ! এই কবিতা ! উঃ ! [বক্ষে ধারণ করিয়া] প্রাণ শীতল হোলো ! প্রাণ শীতল হোলো ! এ কবিতা—ওঃ !

দণ্ড । এই গোল বাধালে দেখ্‌ছি । আচ্ছা কবিতাটা একবার পড় দেখি ।

মল্লিকা । শুন্‌বে ? তবে শোন । [পাঠ]

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই—
পথে যে ভয়ানক কাদা ;
বাড়ীর লোক বলে ঘরেতে বসে' থাকা
কেমন আরামটি দাদা ।

দণ্ড । এ কি রকম কবিতা ?

মল্লিকা । শোন— [পাঠ]

পথের লোক বলে উহুহু মরি মরি !
গরমে গেল গেল প্রাণ ;
বাড়ীর লোক বলে আহাহা কি আরাম
টান্‌রে টানা পাখা টান ।

দণ্ড। এটা কবিতা হোল?

মল্লিকা। তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বে না। শুধু শুনে যাও!

[পুনরায় পাঠ]

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই,
পথ যে ফুরায় না হরি!
বাড়ীর লোক বলে ঘুম ত ভেঙ্গে গেল—
দিন যে যায় না—কি করি।

দণ্ড। কিচ্ছু হয় নি।

মল্লিকা। [বুকে হাত দিয়া] ওঃ! গেল! প্রাণ গেল! প্রাণ যায়!

দণ্ড। এ্যাঁ এ্যাঁ কেন প্রেয়সী! [হস্ত ধারণ]

মল্লিকা। যাও! উঃ! এই কবিতা—উঃ, কি মধুর! কি গভীর! কি গভীর!

দণ্ড। গভীর কি রকম! কবিতার মানে ত এ্যাঁ এ্যাঁ এই যে একটা লোক পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর একটা লোক এ্যাঁ এ্যাঁ ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছে।—এর মধ্যে এ্যাঁ এ্যাঁ গভীর যা কিছু হ'তে পারে, এ্যাঁ এ্যাঁ তা ঐ লোকটার ঘুম্‌টা। নৈলে আর ত' কিছু গভীর দেখ্‌লাম না।

মল্লিকা। যা ভাব্‌ছো তা নয়। মানে—উঃ! কি গভীর!

দণ্ড। মানে হ'চ্ছে কি?

মল্লিকা। মানে আবার কি! এতে বুঝ্‌বার কিছু নাই। এ শুধু গন্ধ।

দণ্ড। গন্ধ!—কিসের?

মল্লিকা। এর মানে এই রকম একটা কিছু হবে, যে ভিতরে সসীম, বাহিরে অসীম ; কিম্বা ভিতরে শান্তি, বাহিরে কর্ম্মফল ; কিম্বা ভিতরে আত্মা, বাহিরে পরমাত্মা ; কিম্বা—কিম্বা—কিম্বা—

দণ্ড। ভিতরে এঁ্যা এঁ্যা সন্দেশ, বাহিরে ঢুঁ ঢুঁ ; কিম্বা ভিতরে দ্বিতীয় পক্ষ, বাহিরে মাছি ; কিম্বা এঁ্যা এঁ্যা ভিতরে ক্ষিদে, বাহিরে অন্নাভাব ; কিম্বা—কিম্বা—কিম্বা—

মল্লিকা। তুমি চুপ কর। তুমি আইন বুঝ্বে, বাজারের হিসেব বুঝ্বে, কাব্যের কি বোঝ ? এর মানে—ধর্ত্তে পার্ছি নে—ধর্ত্তেই যদি পার্ব্ব, তা হ'লে গদ্য লিখ্লেই হোত! কিন্তু এ—এর মানে—উঃ! কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।—কেবল গন্ধ! কেবল গন্ধ!

দণ্ড। উঁহুঃ!—গতিক কোন রকমেই সুবিধার নয়। যা ভেবেছি তাই।—দেখ, ও রকম কোরো না। আমার বয়স এখনও এমন কিছু বেশী হয় নি। নাতিকে দেখেই—

মল্লিকা। উঁহুঃ! এখনো তাকে চোখে দেখি নি—

গীত।

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে ব'সেছি।

দণ্ড। এঁ্যা এঁ্যা কাব্য পড়ে'ই ?

মল্লিকার গীত চলিল—

শুনেছি তার বরণ কালো,
কিন্তু তার, চেহারা ভালো ;

ওগো বল আমি—

তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি।

দণ্ড। তা যাও—আমি—এঁ্যা এঁ্যা—free pass দিচ্ছি। যাও!—

মল্লিকার গীত চলিল—

শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে,

"হুঁ হুঁ" করে' ভৈরবী ভাঁজ্‌ছিল সে;

তাই শুনে বাপ—দুই তিন ধাপ্

ডিঙ্গিয়ে এলাম মেরে একলাফ্—

দণ্ড। সে কি!—এঁ্যা এঁ্যা পা ভাঙ্গিনি ত?

মল্লিকার গীত চলিল—

উপর তলায় যে খুসী সে যায়,

ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায়;

সখি বল আমি—

দণ্ড। [সুরে] আদা দিয়ে এঁ্যা এঁ্যা কচুপোড়া খাবো কি!

মল্লিকা। যাও! আমার এমন গানটা মাটি করে' দিলে। ওঃ!—এক লাইনে সব মাটী।

দণ্ড। ও—এঁ্যা এঁ্যা—দেখ, কাল আমায় বাড়ী ফিরে যেতে হ'চ্ছে। এঁ্যা এঁ্যা বিশেষ দরকার প'ড়েছে। রোসো এঁ্যা এঁ্যা time tableটা কোথায় দেখি। এঁ্যা এঁ্যা [খুঁজিতে উদ্যত]

মল্লিকা। তা যাও না। কে মানা কর্চ্ছে!

দণ্ড। আর এঁ্যা এঁ্যা তুমি!

মল্লিকা। [সুরে]

উপর তলায় যে খুসী সে যায়,
ভুনি খিচুড়ি যে খুসী সে খায়,
সখি বল আমি হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।—

[প্রস্থান]

দণ্ড। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এই যে এঁ্যা এঁ্যা ভায়া যে—

নৃত্যভঙ্গী সহকারে গাহিতে গাহিতে নেপালের প্রবেশ।

দেখে যা দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর!
সেথা জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে,
আলায়ে ঘুঁটে, মজুর মুটে—
করিছে রজনী ভোর!

দণ্ড। বাঃ এঁ্যা এঁ্যা বেশ নাচ্‌তে শিখেছ ত ভায়া।

নেপাল। ও! ঠাকুর্দ্দা!—দেখ্‌তে পাইনি।—আমাদের সম্প্রতি আমার তৈরি একখানা নাটিকা অভিনয় হবে, তাতে আমি রাধিকা সাজ্‌বো। তার নাচ্‌টা অভ্যাস কর্চ্ছিলাম।

দণ্ড। কর্চ্ছিলে না কি? মাথায় ও কি? এঁ্যা এঁ্যা চুড়ো না কি!

নেপাল। ও! এগুলো খুলে রেখে আস্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। [মস্তক হইতে কতকগুলি কাগজ উন্মোচন]

দণ্ড। ও গুলো কি?

নেপাল। ওগুলো Curl paper বলে' এক রকম যন্ত্র। রাতে চুলে প'রে শুতে হয়। সকালে উঠে চুল কোঁকড়া হয়।

দণ্ড। বটে! তা জান্তাম না।—এঁ্যা এঁ্যা—খোঁপা বাঁধো?

নেপাল। খোঁপা?

দণ্ড। হাঁ খোঁপা!

নেপাল। না।

দণ্ড। বেঁধো। ওটুকু—এঁ্যা এঁ্যা—আর বাকী থাকে কেন!

নেপাল। না না। আপনি তামাসা কচ্ছেন।

দণ্ড। ঠিক বুঝেছ! বুদ্ধি আছে ত!—বলি, এঁ্যা এঁ্যা প্রেম ট্রেম কারো সঙ্গে হ'য়েছে না কি?

নেপাল। না। তবে সে—

　　　'পাশ দিয়ে গেল চলি' চকিতের প্রায়,
　　　অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়।'

দণ্ড। খুব—এঁ্যা এঁ্যা—বেঁচে গিয়েছো ত!

নেপাল। 'চুম্বন এসেছে তার কোথা সে অধর'—

দণ্ড। তাও এলো বলে'! ভাবনা কি!—"চুম্বন" যখন এসে পৌঁছেছে, তখন—এঁ্যা এঁ্যা—"অধর" আস্‌তেই হবে।

নেপাল। "হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির"।

দণ্ড। এই এসেছে। অধরের চেয়ে বেশী এসেছে। আর কি চাও?

নেপাল। 'কেমন দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
　　　বিকশিত * * * * আগুলিয়া রয়।'

দণ্ড। একটু বাদ গেল না?

নেপাল। 'ফেলগো বসন ফেল'—

দণ্ড। ও বাবা! এ যে ধাপে ধাপে উঠ্‌ছে।—এঁ্যা এঁ্যা—আর কাজ নেই। এ সব তোমার কবিতা?

নেপাল। না। আমার কবিগুরু রবিবাবুর।

দণ্ড। যিনি—এঁ্যা এঁ্যা অনেক ব্রাহ্মসঙ্গীত লিখেছেন—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা"—এও সেই মহাকবির রচনা?

নেপাল। আজ্ঞে।

দণ্ড। ছাপানো?

নেপাল। হাঁ ঠাকুর্দ্দা—আরো শুনুন।—

দণ্ড। Obscene literatureএর বিপক্ষে একটা আইন আছে না? ওঃ! [কাণে আঙ্গুল দিয়া প্রস্থানোদ্যত]

নেপাল। [সুরে] "তুমি যেওনা এখনি"

দণ্ড। না দাদা একদিনের জন্য যথেষ্ট হ'য়েছে। শরীর খারাপ।

নেপাল। [সুরে] "এখনো আছে রজনী।"

দণ্ড। তা থাকুক। আর সৈবে না। [প্রস্থানোদ্যত, ফিরিয়া] দেখ তোমার কবিগুরু যদি জান্‌তেন—এঁ্যা এঁ্যা—যে চাটগাঁয় একটি ছাত্র তাঁর লেখা প'ড়ে এতদুর উচ্ছন্ন গিয়েছে তা হ'লে—এঁ্যা এঁ্যা—তিনি একটা খুব কঠিন রকম প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তেন। তুমি তোমার কবিগুরুর ভালো কবিতাগুলি মুখস্থ না করে' তার যেগুলি ওঁচা পদ্য তাই মুখস্থ করে' রেখেছো দাদা?

[প্রস্থান]

নেপাল। ঠাকুর্দ্দা, আপনি সেকেলে লোক, কাব্যরস কি তাই জান্‌লেন না!—হুঁঃ।—রবিবাবু!—আহা!—আমি তাঁর নকলে একখানা গীতিনাট্যই রচনা কল্লাম।

গীত।

সে আসে ধেয়ে এন্ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।
সে আসে ধেয়ে—

অলক্ষিতে ডাক্তার সহ আনন্দ, দণ্ডধারী ও জ্ঞানদার প্রবেশ।

জ্ঞানদা। ঐ দেখুন ডাক্তার বাবু—কি রকম ভঙ্গী করে' গান গাইছে!

নেপালের গীত চলিল—

কুঞ্চিতঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্ মট বুটশোভিতপদ-শব্দিত ম্যাটিনেএ।
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে ;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রয়িং রুম্‌টি ছেয়ে।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান]

ডাক্তার। এ রকম কতদিন হ'য়েছে?

আনন্দ। এই মাস ছয়েক। "যৌবন স্বপ্ন" ব'লে একখানা বই প'ড়ে এই রকম বিগ্‌ড়েছে।

জ্ঞানদা। কি হবে ডাক্তার বাবু! সার্ব্বে ত'?

ডাক্তার। তা সার্ব্বে বৈ কি। Quinine mixture দিয়ে তার পর একটা purgative দিলেই সেরে যাবে 'খনি।

দণ্ড। বাঃ! এই purgativeটা এঁ্যা এঁ্যা তোমাদের খুব মুখস্থ। জ্বর হোল—purgative, আমাশা—purgative, ফোড়া—purgative—কি ঔষধই এঁ্যা এঁ্যা বের ক'রেছিলে! বলিহারি!

ডাক্তার। আপনি দেখ্‌ছি purgativeএ বিশ্বাস করেন না।

দণ্ড। ও বাবা! আমাদের ঠাকুর দেবতার চেয়ে এঁ্যা এঁ্যা purgativeএ বেশী বিশ্বাস করি। হাতে হাতে ফল। [আনন্দকে] দেখ বাবাজি! purgativeএ কিছু হ'চ্ছে না।—এক কাজ কর্ত্তে পারো?

আনন্দ। কি—

দণ্ড। কোড়ার বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারো?

ডাক্তার। কোড়া!

দণ্ড। কিম্বা এঁ্যা এঁ্যা নিম গাছ কি পেয়ারা গাছের একটা আছোলা ডাল নিয়ে এঁ্যা এঁ্যা ভায়ার পশ্চাদ্দেশে পটাপট দাও দেখি। এঁা এঁ্যা হরিতকী গাছের ডাল হ'লে আরও ভালো। সঙ্গে সঙ্গে এঁ্যা এঁ্যা purgativeএর কাজ হ'য়ে যাবে এখনি।

আনন্দ ও জ্ঞানদার গীত।

জ্ঞানদা। সে যে শক্ত ভারি খুড়ো।
আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।
জ্ঞানদা। ও ডাক্তার কি বল তুমি?
আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।

জ্ঞানদা। যদি চুরী করে ননী,

আনন্দ। আমার বাছা সোনামণি ;

উভয়ে। তারে কি তাই ব'লে আমি কোড়া মার্ত্তে পারি খুড়ো।

জ্ঞানদা। কি বল ডাক্তার বাবু—

আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

গাইতে গাইতে নেপালের সঙ্গীদিগের প্রবেশ।

জাগ জাগরে নেপাল, জাগ জাগরে ঘনাই।
প্রাণের সাথী আয় গোঠে যাই—
এযে—প্রায় সাতটা বেলা হোলো ভাই।
　কোথায় মা আনন্দরাণী !
　ধুয়ে দে ওর মুখখানি,
ও তোর সোনার চাঁদের চাঁদমুখে
(একটু) চা তৈরি করে' দে না গো !
সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খেয়ে যাই গো
　　　সে না খাক্, আমরা খাই।

নেপাল ও ঘনরামকে লইয়া মালতি, মোহিনী ও জ্ঞানদার প্রবেশ।

জ্ঞানদা। আয়রে গোপাল ওরে বুড়ো, বেঁধে নে রে ধড়া চূড়ো,
হাতে রে তোর নেরে রাখাল বাঁশি।
দেখে শুনে যেও বাবা, ক্ষিধে পেলেই খেয়ো বাবা,
হেসে বাছা বল্ তবে 'আসি'। [প্রস্থান]

নেপাল। আসি।

ঘনরাম। তুমি আমায় একটা কিছু বল মা।

মোহিনী। লাঙ্গল করিয়া ঘাড়ে যাও বাবা ঘনরাম।
সযতনে মাঠে দি'ও চাষ।
নেপাল বাজায়ে বেণু যখন চরাবে ধেনু,
তখন কাটিও তুমি ঘাস। [প্রস্থান]

ঘনরাম। আমি ঘাস কাট্‌বো কেন?

মালতি। তা কাট্‌বে বৈকি! তুমিত আর কিছু পার না, এমন কি বাঁশিটি পর্য্যন্ত বাজাতে পারো না। [প্রস্থান]

সঙ্গীদিগের গীত।

হেলে দুলে গোঠে চল গোঠবিহারী!
অঞ্চল থলথল অঙ্গে বিথারি'।
বঙ্কিম ঠাম, শিরে কালো ছাতি শোভয়ে,
সুন্দর কালাপেড়ে কটি হাঁটু বেড়য়ে,
হট মট খটমট খট খট খটমট
বুট পরি' মৃদুমৃদু লম্ফ দেওয়ত—
ধীরে পাশে চায় ধায় ভক্ত দুধারি।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হংসরাজ ও তাঁহার স্ত্রী হংসী।

হংস। শুন প্রিয়ে ভীষণ ব্যাপার।
দেখিনু স্বপন—
এক মহা বিপ্লব ভয়ঙ্কর!
কে যেন বলিয়া উঠিল—
নবধর্ম্ম উঠিছে চাগিয়া
চড়্ চড়্ করি';
হিন্দুধর্ম্ম হবে নাশ,
হংসের হবে মুণ্ডপাত।

হংসী। কেন নব ধর্ম্মে নাড়া দিতে গিয়েছিলে নাথ?
জানিতে না কি সে ধর্ম্মের পশ্চাদ্ভাগে
জাগে নেপালচন্দ্র!
আর পাপ করিও না;
ভজ নব ধর্ম্ম।

হংস। সে কি প্রিয়ে!
নারীবুদ্ধি ভয়ঙ্করী—
সর্পবৎ, কিম্বা যথা ব্যাঘ্রশিশু
যতনে বর্জ্জিত হ'য়ে
পালকের রক্ত করে পান।

ছাড়িব না ধর্ম্ম সনাতন—
করিব ফোঁটার ব্যাখ্যা,
গোপনে খাইব পক্ষীমাংস,
প্রমাণ করিব টিকি শ্রেষ্ঠ ধরাতলে—
আর মূর্খ—টাক !

হংসী। পারিবে কি প্রমাণ করিতে ?

হংস। অবশ্য পারিব প্রিয়ে। পড় নাই তুমি
কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিম্বা কাশিরাম,
হও নাই এডিটর,
কর নাই রোজগার মিথ্যা কথা লিখি।
মূর্খতার জোরে—
উড়াইয়া দিতে পারি হার্ব্বট স্পেন্সার,
নেপাল কি ছার।

হংসী। সে কি প্রাণনাথ !

হংস। জানোনা প্রেয়সী অজ্ঞতার বল।
তদুপরি দশ টাকা দেয় কেহ যদি,
সমালোচনার জন্য, অসাধ্য সাধিতে পারি।
সত্যকে হঠাৎ
উড়াইয়া দিতে পারি একটি তুড়িতে ;
নরকে যাইতে পারি।

হংসী। বিবেককে দিতে পারো বিসর্জ্জন ?

হংস। না প্রিয়ে—

কিরূপে তা দিব বিসর্জ্জন
যাহা নাই, যাহা কভু ছিলনা প্রেয়সী ?
সত্যের ধারি না ধার—
কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত বিদ্যার দৌড়।
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী নেপালে!

হংসী। সত্য? সত্য?

হংস। কর না বিশ্বাস মোরে?
এই তুমি হিন্দু সতী?
দেখ [ইষ্টক লইয়া]
এই ইঁট মার মম ছুঁড়িয়া মস্তকে।

হংসী। কেন নাথ!

হংস। দেখিবে এ ইঁট
গুঁড়া হ'য়ে যাবে,
মস্তকের হইবে না কিছু।

হংসী। ধন্য নাথ! ধন্য আমি!

হংস। ডাকো তবে—বক্কেশ্বর!

বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

বক্কেশ্বর। ডাকিয়াছ মোরে হংসরাজ!

হংস। ডাকিয়াছি। যাও চট্টগ্রামে, ধরে' আনো
দুরাত্মা নেপালচন্দ্রে!
তাহারে করিব বধ।
পড়্ পড়্ পড়্—নেপালের হবে মুণ্ডপাত;

ধড়্ ধড়্ ধড়্—পড়িবে নেপাল।
ছড়্ ছড়্ ছড়্—ছড়াইবে রক্ত তার;
হুড়্ হুড়্ হুড়্—খাইব তাহা ভরিয়া উদর।
কড় মড় চিবাইব মুণ্ড পরে—যেন পান।
[স্বগত] দেখিতেছি কত বল ধরে সে নেপাল!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[হংসরাজ ও হংসীর প্রস্থান]

বকেশ্বর। যাইতেছি—
এইবার পূরিবে মানস;
নেপালের সহ যুদ্ধে
হবে হংস বংশ ধ্বংস।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান রঙ্গমঞ্চ। সম্মুখে শ্রোতৃবর্গের জনতা।

১ শ্রোতা। আর কতক্ষণ পরে drop উঠ্‌বে?

২ শ্রোত্রী। এ অপেরা অতি ভালো হ'য়েছে না কি

৩ শ্রোতা। জঘন্য।

২ শ্রোত্রী। সে কি! আপনি পড়েছেন?

৩ শ্রোতা। না।

২ শ্রোত্রী। তবে—জান্‌লেন কেমন করে'?

৩ শ্রোতা। নেপালের সঙ্গে আমার ঝগড়া।

২ শ্রোত্রী। ঐ drop উঠ্‌ছে, drop উঠ্‌ছে। Order please.

যবনিকা উঠিল।

প্রস্তাবনা।

আমরা সবাই পড়ি প্রেমের পাঠশালায়।
—পাঠশালায় পাঠশালায় পাঠশালায়।
পড়ি প্রেমের প্রথম ভাগ, প্রেমের খাতায় পাড়ি দাগ,
ক র খ ল অর্থাৎ এটা যখন প্রেমের পূর্ব্বরাগ ;
নভেল পড়ি, তুলি হাই, তুড়ি দেই, সর্ব্বৎ খাই ;
প্রাণ করে আই ঢাই, ভর্ত্তি হ'য়ে নাটশালায়।
দ্বিতীয় ভাগে এখানেতেও যুক্তাক্ষরই শিখ্‌তে হয়,
ঐক্য ও অনৈক্য ভোগ্য কর্ম্মভোগ্য লিখ্‌তে হয়,—
বেতালা গাইতে হয়, আশে পাশে চাইতে হয়,
পার্টিতে যাইতে হয়, আট্‌শালী ও আট্‌শালায়।

[পট পরিবর্ত্তন]

১ শ্রোতা। আট্‌শালী আর আট্‌শালায় কি রকম ?

দূর হইতে একজন শ্রোতা। নৈলে যে মেলেনা।

২ শ্রোতা। এ শালা স্ত্রীর ভাই যে শালা, সে শালা নয়, কিম্বা যে শালা বল্লে অশ্লীল হয় সে শালা নয়। আট্‌শালায় মানে আটজনে।

৩ শ্রোতা। শালা শব্দের ঐ অর্থে প্রয়োগ আমি কখন শুনিনি।

২ শ্রোতা। তা বল্লে চল্‌বে কেন। কথায় বলে না যে 'তুমি শালা সাধু আর আমি শালা চোর'। এখানে 'আমি শালা'র মানে কি ?

গাইতে গাইতে রাধিকার প্রবেশ।

শ্রোত্রীবর্গ। Order please.

রাধিকার গীত।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বসিয়ে আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারানিশি তব লাগিয়া, রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে দাঁত বের করে' হাসিও।

—ঐ আস্‌ছেন আমার ত্রিভঙ্গমুরারি, গোষ্ঠবিহারী, বংশীধারী, শ্যাম আস্‌ছেন। এ সময় কি কর্ত্তে হয় ? রোস 'প্রেমের বোধোদয়ে' দেখে নেই। [একখানি পুস্তক পাড়িয়া]—"অভিমান। ঊর্দ্ধদিকে চাহন ও গুন্ গুন্ স্বরে গাহন।" [বহি বন্ধ করিয়া] বেশ। আমি গান গাই যেন দেখ্‌তেই পাইনি।

[জানালার পার্শ্বে গিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত ও গুন্ গুন্]

কৃষ্ণের প্রবেশ। হাততালি পড়িল।

কৃষ্ণ। কৈ! আমার রাধা কৈ! ঐ যে ঐ দিকে। ঈস্। দেখানো হ'চ্ছে যেন কিছুই দেখ্‌তে পান্ নি। আমিই বা ছাড়্‌বো

কেন! আমি পায়ে ধর্চ্ছি না! তেমন ছেলেই নই। এ সময়ে কি কর্ত্তে হয়? এই যে বই রয়েছে। [উক্ত পুস্তক দেখিয়া] 'ধর্ম্মসঙ্গীত'। বেশ! [অপর জানালার পার্শ্বে যাইয়া গান ধরিলেন]

গীত।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ছাঁদ।
তুমি রৈবে চুপটী করে' আর অন্যে কর্ব্বে সিংহনাদ।

রাধা। ও কি রকম! আমার কুঞ্জে এসে ব্রাহ্মসঙ্গীত?

কৃষ্ণ। কে?—তুমি! ও! [গীত চলিল]

অন্যে মিঠাই মণ্ডা খাবে তুমি খেতে নাহি পাবে;
শমন এসে ব'ল্‌বে হেসে এখন কোথায় যাবে চাঁদ।
ঘুঘু দেখেছ ত শুধু এখন তবে দেখ ফাঁদ।

রাধা। থামো, থামো!—আমার বড় শীগ্‌গির শীগ্‌গির ধর্ম্মভাব আস্‌ছে।

কৃষ্ণের গীত চলিল। রাধিকা শেষে গিয়া কৃষ্ণের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

কৃষ্ণ গাহিলেন—'যদি বারণ কর তবে গাহিব না।'

রাধিকা। ঐ যে আবার গাইছ!

কৃষ্ণ। [সুরে] না না গাহিব না।

রাধিকা। ওটা সুরে না বল্লেই নয়। তোমার গলা কিচ্ছু নেই, গান গেও না। ফের যদি গাও ত আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

কৃষ্ণ। তবে বাঁশি বাজাই [বাজাইতে নিষ্ফল চেষ্টা] [সুরে] বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কৈ!

রাধিকা। [সুরে] ফুঁ দিলেই কি বাজে বাঁশি, শিখিতে তা হয় সই !

কৃষ্ণ। আমি তোমার সই ?

রাধিকা। বিকল্পে।—

রাধিকার গীত।

তোমারই তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমনি অঙ্গের কালো বরণ, তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।

১ শ্রোতা। দাড়ি ? কৃষ্ণের দাড়ি ছিল এ কথা পুরাণে নাই।

১ শ্রোত্রী। কৃষ্ণের নাক ছিল এ কথা পুরাণে আছে ?

রাধিকার গীত চলিল।—

যেমনি দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারই সমতুল,
আবার, যেমনি বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে, যেন গরু টানে গরুর গাড়ি।

কৃষ্ণ। উঃ ! রাধিকে !—

রাধিকা। কি নাথ ! বিরহ হোল ? মিলনে বিরহ কি রকম নাথ ?

কৃষ্ণ। বিরহ নয় প্রিয়ে !—ক্ষিধে, ক্ষিধে।—উঃ পেট জ্বল্‌ছে।

রাধিকা। হঠাৎ ক্ষিধে পেয়ে উঠ্‌লো ?

কৃষ্ণ। হঠাৎ। রাধিকে আমি যাই।

রাধিকা। আঃ সে কি হয় !

'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়'—

কৃষ্ণ। এলে বুঝি আর যেতে নেই ? তবে খাবারের বন্দোবস্ত কর।

রাধিকা। খাবারের বন্দোবস্ত?

কৃষ্ণ। হাঁ, খাবারের বন্দোবস্ত। শুধু অধর সুধায় ত আর পেট ভরে না। আর খালি পেটে প্রেম হয় না। খাবারের বন্দোবস্ত কর।

রাধিকা। তার ত কোন কথা ছিল না।

কৃষ্ণ। তবে আমি চল্লুম!—

রাধিকা। [সুরে] "তুমি যেও না এখনই। এখনও আছে রজনী।"

কৃষ্ণ। তা থাকুক। ক্ষিধেয় পেট চাঁ চাঁ কর্চ্ছে।—বোধ হয় এতক্ষণে চড়া প'ড়ে গেল!

রাধিকা। কিন্তু—

কৃষ্ণ। উঁহুঃ!　　　　[প্রস্থান]

রাধিকা। আচ্ছা বেশ!—সখি ললিতা।

ললিতার প্রবেশ।

রাধিকা। এক গ্লাস সর্ব্বৎ দে, সর্ব্বৎ দে। আর ভাত বাড়্তে বল্। উঃ!—উঃ! মোলাম! মোলাম! সখিরে!

বিশাখার প্রবেশ।

বিশাখা। কি হ'য়েছে সখি! কি হ'য়েছে।

রাধিকার গীত।

সখি শ্যাম না এলো—

বিশাখা। শ্যাম ত এসেছিল!

রাধিকার গীত—

সে আসা না আসা সমানই সে সখি—
শুধু এলো আর চলিয়া গেল।

বিশাখা। কেন?

রাধিকার গীত—

ব'লে গেল বড় পেয়েছে ক্ষিধে,
এই বলে' চলে' গেল সে সিধে—,
কিন্তু সে জানে না আমার হৃদে
কি বিষম ছুরি মারিয়া গেল।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। এসো রাধিকা ভাত বাড়া হ'য়েছে।

[রাধিকা ও বৃন্দার প্রস্থান]

১ম শ্রোতা। কিচ্ছু হয় নি।

২য় শ্রোত্রী। কেন মহাশয়?

১ম শ্রোতা। এ রকম কখন গান হয়?

৩য় শ্রোতা। নাটিকা খানির নাম "up-to-date কৃষ্ণলীলা" মনে রাখ্‌বেন।

৪র্থ শ্রোতা। আর কৃষ্ণ রাধিকা নিয়ে 'রহস্য'?

১ম শ্রোত্রী। এ রকম রহস্য পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অনেক করে' গিয়েছেন—যথা দীনবন্ধু বাবু।

৪র্থ শ্রোত্রী। আর নেপাল বাবুর মত যে কৃষ্ণ রাধিকা সত্য সত্যই মানুষ ছিলেন না। ওঁরা সব allegory।

শ্রোতার দল। কি রকম?

৪র্থ শ্রোত্রী। 'কৃষ্ণ' মানে যিনি কৃষি কাজ করেন—অর্থাৎ চাষা; আর 'রাধা' মানে যিনি রাঁধেন—অর্থাৎ রাঁধুনি।

শ্রোতৃবর্গ। Genius!

৪র্থ শ্রোত্রী। এটা নেপাল বাবুর originality.

[নেপথ্যে] Prompter! Prompter!

৪র্থ শ্রোতা। Prompter বুঝি কোথায় চ'লে গিয়েছে।

২য় শ্রোত্রী। ঐ ললিতা কি ব'লছে শুনুন মহাশয়। গোল কর্ব্বেন না।

ললিতা। এদের মান আর অভিমান চ'লেছেই। বাবা! গেলাম! কথায় কথায় মান। কথায় কথায় ভাব—

বিশাখা। সে দিন রাধিকা রান্নাঘরে রাঁধছিলেন, কৃষ্ণ তাঁর কাছে নিজের গুণ কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে গিয়ে হাজির—

উভয়ের গীত।

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'আমার রাধে বদন তুলে চাও'—
বিশাখা। রাধা বলে 'কেন মিছে আমারে জ্বালাও,
—মরি নিজের জ্বালায়।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে দুটো প্রাণের কথা কই'—
বিশাখা। রাধা বলে 'এখন তাতে মোটেই রাজি নই,
—সর ধোঁয়ায় মরি।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'সবাই বলে আমার মোহন বেণু'—
বিশাখা। রাধা বলে 'ওহো শুনে আমি মরে' গেনু,
—আমায় ধর ধর।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'পীতধড়া বলে মোরে সবে'—
বিশাখা। রাধা বলে 'বটে! হোল মোক্ষ লাভ তবে,
—থাক্ আর খাওয়া দাওয়া।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'আমার রূপে ত্রিভুবন আলো'—
বিশাখা। রাধা বলে 'তবু যদি না হ'তে মিষ কালো,
—রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা'—
বিশাখা। রাধা বলে 'ঘুম্ হ'চ্ছে না!—এ ত ভারি জ্বালা,
—তাতে আমারই কি।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'শুনি হরি লোকে আমায় কয়'—
বিশাখা। রাধা বলে 'লোকের কথা কোরো না প্রত্যয়,
—লোকে কি না বলে।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা'—
বিশাখা। রাধা বলে 'হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে,
—সেটা সবাই বলে।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে তোমার কিবা চারু কেশ'—
বিশাখা। রাধা 'বলে কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ,
—সেটা ব'ল্‌তেই হবে।'
ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা'—

বিশাখা। রাধা বলে 'কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্ট কথা,

—যেন সুধা ঝরে।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'এমন বর্ণ দেখিনিত কভু'—

বিশাখা। রাধা বলে 'হাঁ আজ সাবান মাখিনি তবু,

—নৈলে আরও সাদা।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে'—

বিশাখা। রাধা বলে 'এসব কথা ব'ল্লেই হোতো আগে,

—গোল ত' মিটেই যেত।'

২য় শ্রোতা। রাধিকা যে রাঁধ্‌তেন একথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই।

১ম শ্রোত্রী। তাতে কি প্রমাণ হয় যে তিনি রাঁধ্‌তেন না।

৩য় শ্রোতা। নিশ্চয়।

১ম শ্রোত্রী। রাধিকা যে খেতেন এটা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে?

৩য় শ্রোতা। না।

১ম শ্রোত্রী। তবে রাধিকা খেতেন না?

৪র্থ শ্রোতা। বাপ! এসব তার্কিক মন্দ নয়। কলিকালে হোল কি!

পট পরিবর্ত্তন।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ চা খাইতেছেন।

১ম শ্রোতা। এ কে?

২য় শ্রোত্রী। কৃষ্ণ।—চা খাচ্ছেন!

৩য় শ্রোতা। কৃষ্ণ! চা খাচ্ছেন?

৩য় শ্রোত্রী। কেন খাবেন না? কোন নিষেধ আছে?

৪র্থ শ্রোতা। তখন চা ছিল?

৩য় শ্রোত্রী। ছিল না যে তার কোন প্রমাণ আছে?

৫ম শ্রোতা। তা হ'লে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ থাক্‌তো না?

৫ম শ্রোত্রী। শ্রীমদ্ভাগবতে কি জিরেমরিচের উল্লেখ আছে? তাই বলে' কি তা ছিল না?

৪র্থ শ্রোতা। ওঁদের সঙ্গে তর্কে পার্ব্বে না। ছেড়ে দাও!

৪র্থ শ্রোত্রী। কৃষ্ণ গান গাইছেন—শুনুন।

কৃষ্ণের গীত।

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশমান চাইনা—
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই—ভালো এক কপ্ চা।
তার সঙ্গে যদি ছানাবড়া থাকে, আপত্তিকর নয় তা;
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে প্রাতে এক কপ্ চা।
অসার সংসার, কেবা বল কার, দারা সুত বাপ মা,
অসার জগতে একমাত্র সার প্রাতে এক কপ্ চা।

চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবলী। ছি ছি ছি এত বেলা হ'য়েছে! তুমি উঠে চা খাচ্ছ। আমায় ডাক্‌তে হয়!—কটা বেজেছে?

কৃষ্ণ। সাড়ে সাতটা।

চন্দ্রাবলী। ছি ছি কর্লে কি নটবর? কর্লে কি!

কৃষ্ণ। কি ক'রেছি!

চন্দ্রাবলীর গীত।

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,
বেলা হলো মরি লাজে—
আলু থালু এই কবরী আবরি এই আলু থালু সাজে।
জেগেছে সবাই দোকানী পসারি,
রাস্তায় লোক—আমি কুলনারী
এখন কেমনে হাটখোলা দিয়া চলিব পথের মাঝে।

১ শ্রোতা। কুরুচি! কুরুচি!

১ম শ্রোত্রী। কিসে কিসে?

চারি পাঁচজন শ্রোতা। অশ্লীল!

শ্রোত্রীবর্গ। কেন! কেন!

১ম শ্রোতা। অভিনয়ই না হয় কর্চ্ছ। কিন্তু তোমরা সব ভদ্রঘরের মেয়ে ত। তোমাদের মুখে এই গান। তবে বিদ্যাসুন্দরের "ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার"—কি অপরাধ কর্লে!

সকলে। আমরা উঠে যাবো, উঠে যাবো, শুন্‌বো না শুনবো না।

[উত্থান]

১ম শ্রোত্রী । এটা রবীন্দ্রবাবুর একটা গানের অবিকল অনুকরণ ।

২য় শ্রোতা । রবীন্দ্রবাবুর গান কি সব শ্রীমদ্ভাগবত ?

পুরুষ সকলে । আমরা শুন্‌বো না, শুন্‌বো না, কুনীতি ! অশ্লীল !

[প্রস্থান]

১ম শ্রোত্রী । এ কি হোল ! সব উঠে চলে' গেল !

২য় শ্রোত্রী । ব'ল্লে এ কুরুচি ।

৩য় শ্রোত্রী । কুরুচি কি রকম ! এ গানের মধ্যে "ভাতার" কথা নেই, "মিন্সে" কথা নেই,—কি ঐ রকম কোন অশ্লীল কথা নেই ।

৪র্থ শ্রোত্রী । বিয়েও নেই । এমন কবিত্বের ভাব মাখা গান—বল্লে কি না কুনীতি ।

৩য় শ্রোত্রী । বেজায় মূর্খ ! [দীর্ঘ নিশ্বাস]

২য় শ্রোত্রী । আর কতদিনে এরা সভ্য হবে । কতদিনে ! ওঃ !

৫ম শ্রোত্রী । তা এখন কি হবে !—অভিনয় চ'ল্‌বে ? না বন্ধ করা যাবে ?

নেপথ্যে । না আর কাজ নেই ।—Drop ফেলে দাও ।

[যবনিকা পতন]

পুরুষবেশিনী মল্লিকার প্রবেশ ।

মল্লিকা । রোসো, তোমার jealousy সারাচ্ছি । আমি একটু আমোদ কর্ব্ব, তাতেও তোমার আপত্তি ? দিন রা'ত পিছনে পিছনে ফির্চ্ছো । জ্বালাতন ! একটু মজা কর্ত্তে হবে । [অগ্রসর হইয়া] কৈ ! author কৈ ?

১ নারী । [অগ্রসর হইয়া সুরে] 'ওগো তুমি কোন্ কানকের ফুল ?'

মল্লিকা। এই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। শোন—আমি—

২ নারী। [সুরে] "বঁধু তোমায় কর্ব্ব রাজা তরুতলে"

[মল্লিকার হস্ত ধারণ]

মল্লিকা। দুর পোড়ারমুখী! হাত ছাড়্! আমি—আমি—যা ভাব্‌ছিস তা—তা—নই।

৩ নারী। [সুরে] 'ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে—ওলো সজনি!'

মল্লিকা। আমি আবার তোকে কবে ভালোবাসা জানাতে এলাম।—মর্!

৪ নারী। [সুরে] "বনে এত ফুল ফুটেছে, মান করা সই আর কি সাজে?"

মল্লিকা। শোন, শোন—আমি সত্য সত্যই কৃষ্ণ নই। আমি মুন্সেফ বাবুর দ্বিতীয়-পক্ষ স্ত্রী।

সকলে। স্ত্রী!

মল্লিকা। আমি কৃষ্ণ সেজেছি। এতক্ষণ act কর্চ্ছিলাম। দেখ্‌ছিলে না?

সকলে। ও! তুমি?

১ নারী। আঃ হ্যাঃ!

২ নারী। কবিত্ব মাটি!

৩ নারী। ওঃ!

সকলে। চল চল!　　　　[নিষ্ক্রান্ত]

মল্লিকা। এ আবার এক বিপদ! তবে বাড়ি যাওয়া যাক্।

আহা আমার স্বামী আমার বিরহে না জানি কত না ছট্‌ফট্‌ কর্চ্ছেন! তোমার রোগ সারাচ্ছি! [প্রস্থান]

রাধিকাবেশী নেপালের পুনঃ প্রবেশ।

নেপাল। আমার reputation অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল।—আহা! ভেবেছিলাম যে মাইকেল, হেম, নবীন, রবি, দেবেন্দ্রসেন, ও অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে আমার নামটাও থেকে যাবে। কিন্তু আহা! অঙ্কুরে শুকিয়ে গেল—বিধি কৈলা বাদ। আহা! চট্টগ্রাম আমায় চিন্‌লে না! আহা!—হা হতোস্মি!

দণ্ডহস্তে দণ্ডধারীর প্রবেশ।

দণ্ড। এই যে আমার গৃহিণী—এঁ্যা এঁ্যা—সত্য সত্যই এখানে এসে উপস্থিত। প্রেমের টানে যে—এঁ্যা এঁ্যা—এতদূর এসে পড়্‌বেন, তা জান্তাম না। এই যে তোমার রোগ সারাচ্ছি।—এই! [প্রহার]

নেপাল। এ কে বাবা!

দণ্ড। তোমার রোগ সারাচ্ছি!—এই [প্রহার]—এই [প্রহার] আমাকে আর মনে ধর্চ্ছে না। না?—এই [প্রহার] বড় বুড়ো হইছি। না? [প্রহার] নেপালের চেহারাখানা বড় ভালো। না? [প্রহার] না? [প্রহার] না? [প্রহার]

নেপাল। ওঃ!—শুনুন—উঃ!—ও বাবা—শুনুন—আমি—ও বাবা!

দণ্ড। আমি শুন্তে চাইনে। ঝাড়াচ্চি—ভূত ঝাড়াচ্ছি [প্রহার] —আমার স্ত্রী হ'য়ে—এঁ্যা এঁ্যা—আর একজনের সঙ্গে—[প্রহার]

নেপাল। আজ্ঞে ঠাকুর্দ্দা, আমি—নেপাল, নেপাল।

দণ্ড। নেপাল!—সে কি [নিরীক্ষণ করিয়া] নেপালই ত বটে।

নেপাল। আজ্ঞে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কর্ব্বেন না।

দণ্ড। তা হ'লে—এঁ্যা এঁ্যা—আমার বেশ ভুল হ'য়েছে ব'ল্‌তে হবে।

নেপাল। তা ব'ল্‌তে হবে বৈকি—উহু! [পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বেদনা উপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন]

দণ্ড। তা আমি তোমার দাদামহাশয় ত! প্রহারটা রসিকতা হিসাবে নিও দাদা।

নেপাল। কিন্তু রসিকতার মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গেল ঠাকুর্দ্দা।

দণ্ড। দাদামহাশয়ের রসিকতার মাত্রা আছেরে শালা! নাতি-নীকে বলে "আমি তোর বর"—শুদ্ধ রসিকতার খাতিরে।

নেপাল। সেটা কিন্তু কুরুচি।

দণ্ড। ওরে শালা। তুই—এঁ্যা এঁ্যা—তুপুরুষের মধ্যে—এমন সাহেব হ'য়ে গেলি কোথা থেকে বল্‌ দেখি। জগতে এক এই দাদা-মহাশয়ের রসিকতার মধ্যে পাপ নেই—কেবল মধু। এ মধু তুই কি বুঝ্‌বি?

নেপাল। সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি ঠাকুর্দ্দা। উঃ!—[পীঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন]

দণ্ড। তা কি কর্ব্ব ভায়া! তুমি মেয়েলি ঢং কর্ত্তে, শাড়ীর মত

বগলের নীচে দিয়ে গলিয়ে চাদর পর্ত্তে, তাতেও যে—এঁ্যা এঁ্যা—তোমায় পুরুষমানুষ ব'লে মাঝে মাঝে চিন্তে পার্ত্তাম, তাতে—এঁ্যা এঁ্যা—আমার চখের দৃষ্টির বাহাদুরী দিতে হবে। কিন্তু তুমি ঐ এলোচুলে নাকি সুরে মেয়েলি ঢঙ্গের উপর যদি—এঁ্যা এঁ্যা—একেবারে স্ত্রীবেশ পর, তা হ'লে তোমায় পুরুষমানুষ ব'লে চিনি কেমন করে' ভায়া?

নেপাল। ঠাকুর্দ্দা আর আমি মেয়েলি ঢং কর্ব্বনা। ন্যাকামিটা একদম ছেড়ে দিলাম।

দণ্ড। সত্যি? ছেড়ে দিলে?

নেপাল। যতদুর সম্ভব।

দণ্ড। তা হ'লে ঠেঙ্গানিটা একবারে বৃথায় যায় নি। আমি তা'লে ঠিক ঔষধের ব্যবস্থা ক'রেছিলাম ব'লতে হবে।

নেপাল। তা ব'লতে হবে বৈকি।

দণ্ড। শুনে খুসী হলাম। এখন দেখি গৃহিণী কোথায় গেলেন।

[প্রস্থান]

নেপাল। উঃ! মেরে পিষে দিয়েছে!

বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

নেপাল। কে হে? বক্কেশ্বর না? কখন এলে?

বক্কেশ্বর। আজ সকালে।

নেপাল। কি খবর?

বক্কেশ্বর। চল হে নেপাল। কলিকাতা চল।

নেপাল। কেন?—উঃ কি মারটাই মেরেছে! হাড় গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে।—বাপ্ পীঠ জ্বল্‌ছে!—কেন?

বক্কেশ্বর। কি বলিব শুনহে নেপাল!

হংস দুরাচার
প্রচার করিছে বঙ্গে মাহাত্ম্য টিকির—
নবধর্ম্ম বুঝি মারা যায়
হংসের প্রতাপে।
এস হে নেপালচাঁদ করহ উদ্ধার দেশ!

নেপাল। উত্তম বক্কেশ্বর!

তুমি মম ভক্ত বীরবর,
জানহ প্রতাপ মম!
বেদ মনু যাজ্ঞবল্ক উড়াইয়া দিব,
প্রবন্ধের চোটে!

সঙ্গী ও সঙ্গিনীদলসহ ঘনরামের প্রবেশ।

ঘনরাম। নেপাল! নেপাল! তবে তোর যশ

অঙ্কুরে বিনষ্ট হোল!
কি হইল হায় হায়—

নেপাল। নাহিক পরোয়া দাদা,

কলিকাতা যাবো—
প্রবন্ধে নাম করিব জাহির।

ঘনরাম। কোন ভয় নাই

লম্ফ দেরে ভাই।

কবিতা বুঝিবে তারা। চল দাদা।
আমার কবিতা কি বুঝিবে চট্টগ্রাম!

[ঘনরামের হস্ত ধরিয়া বীরদর্পে নিষ্ক্রান্ত]

সখা-সখীদিগের প্রবেশ ও গীত।

আয় রে আয় কবিবরের সঙ্গে যাবি কে কে আয়।
আমাদের ঐ নেপালচন্দ্র একলা ফেলে 'চলে' যায়।
বেঁধে নে তোর থালা বাটী, 'সঙ্গে নে তোর ছেঁড়া পাটি'
বগলে নে ভাতের কাটি, বেঁধে নে তোর বিছানায়।

চতুর্থ দৃশ্য।

—•:○:•—

আনন্দ ও বক্কেশ্বর।

আনন্দ। কি বল্লিরে? নেপাল আমার কল্‌কাতায় যাচ্ছে?

একি শূন্য হেরি ত্রিভুবন,
কাঁদে এ পোড়া পরাণ;
আমায় ছাড়িয়া যায় বাপ্‌!

আনন্দের গীত।

ও রে রে রে নেপাল আমার কলিকাতায় যাবিরে।
গিয়ে দেখ্‌ছি নিশ্চয়ই তুই পক্ষিমাংস খাবি রে।
তুই খাবি যবনের ভাত, ওরে তোর যাবে জাত
আমি তাই দিন রাত বসে' বসে' ভাবি রে।

বক্কেশ্বর । শান্ত হও ভটাচার্য্য
বিসর্জ্জন দাও ভাবনায় ।

বক্কেশ্বরের গীত ।

আহা ভেবো না, আহা ভেবো না ।
আমরা ত আছি কখনই তারে
মুর্গী খাইতে দেবো না ।
ওহো যদি সে মজায়—
কুলনারীগণে, যদি সে মজায়—
ব'লতে পারিনে, কুলনারীগণে যদি সে মজায়—
জেলে যায়, যায় ফাঁসি—কুলনারী যদি সে মজায়—
জাত তার—থাকবে বজায়—ভেবো না ।

আনন্দ । তব বাক্যে বক্কেশ্বর—
বাঁধিনু পরাণ ।
ভেরীরব কর চারিধারে—
মহোৎসবে মাতিব রে আজি ।

[আনন্দের প্রস্থান]

বক্কেশ্বর । তবে আমি যাই—
কি কাজ দাঁড়ায়ে থেকে,
এবার হইবে হংস বধ ;
নব ধর্ম্ম হইবে প্রচার ।
ধর্ম্ম সনাতন হবে ধ্বংস ।

[প্রস্থান]

মোহিনী, জ্ঞানদা, ঘনরাম ও নেপালের প্রবেশ।

জ্ঞানদা। হাঁরে বাপ্। তুই না কি কল্‌কাতায় যাবি?

নেপাল। হাঁ মা। বঙ্গমাতা ডেকে পাঠিয়েছেন। সমাজ উদ্ধার কর্ত্তে হবে। আমার মনে হ'চ্ছে যেন আমি কিছু একটা অবতার হইছি।

জ্ঞানদা। সে কিরে!

নেপাল। জানো না মা, আমার জীবনদেবতা আশে পাশে উঁকি মাচ্ছেন।

জ্ঞানদা। ও সর্ব্বনাশ! তখনই ব'লেছিলাম ওকে থিয়েটর কর্ত্তে দিওনা। বাবু বল্লেন "করুক, খেয়াল হ'য়েছে—করুক।" ওরে তোর মাথা খারাপ হ'য়েছে।

নেপাল। না মা। আমি কে তা তুমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছনা। আমাকে চিন্‌তে পার্চ্ছনা। চোখ বোঁজো দেখি মা, চোখ বোঁজো।

জ্ঞানদা। কেন বাছা?

নেপাল। বোঁজো না।

জ্ঞানদা। [চক্ষু বুঁজলেন] একি! [সুরে] এ যে শঙ্খচক্র গদা-পদ্মধারী!

জ্ঞানদার গীত।

ওরে শ্যাম বংশীধারী (চট্টগ্রাম বিহারী)
শেষে সত্য হোল কথা মামার, জন্মা'লো কি গর্ভে আমার
কল্কি অবতার রূপে ত্রিভঙ্গ মুরারি।

নেপালের গীত।

তবে গো মা বিদায় দাও বল "বাছা যাও যাও"

জ্ঞানদার গীত।

ওরে আমি প্রাণ ভয়ে তা কি বলতে পারি।

(আহা) শঙ্খ-চক্র গদাপদ্মধারী।

নেপাল। তবে আমি যাবো না। বল 'যাও'।

জ্ঞানদা। আচ্ছা যাও বাবা যাও। কিন্তু ফিরে এসো।

মোহিনী। তুইও যাবিরে ঘনাই?

ঘনরাম। হাঁ আমিও যাবো।

মোহিনী। না, তুই গিয়ে কি কর্ব্বি!

ঘনরাম। চোখ বোঁজো মা চোখ বোঁজো।

মোহিনী। এই বুঁজেছি। [চক্ষু মুদ্রিত করিলেন]

ঘনরাম। কি দেখ্ছ মা?

মোহিনী। অন্ধকার।

ঘনরাম। সেই অন্ধকার দূর কর্ত্তে আমি যাবো। নেপাল আর আমি বেদ, পুরাণ, মনু, সমস্ত আর্য্যজাতটাকে allegory ব'লে উড়িয়ে দেবো। ভাব্ছ কি মা। আলু ভাজো। মূলোর চচ্চড়ি কর। সমাজ উদ্ধার কর্ব্ব। [লাঙ্গল ঘুরাইলেন]

জ্ঞানদা ও মোহিনীর প্রস্থান ও মালতির প্রবেশ।

মালতি। দেশ উদ্ধার কর্ব্বে ঐ বিদ্যেয়?

ঘনরাম। বিদ্যার কি প্রয়োজন প্রিয়ে।

নেপাল। কবিতায় নাম করিব জাহির বৌ দিদি।

মালতি। কবিতা যে উচ্ছন্ন যাবার নব পথ
হইয়াছে আবিষ্কৃত হে ঠাকুরপো
নাহি জানিতাম।

নেপাল। সাহিত্য-সম্রাট্ হব ঋষি হব।

মালতি। সকলি সম্ভবে কলিকালে—
ভূমিশূন্য রাজা, বিদ্যা বিহীন হাকিম ;
নিরক্ষর কাব্যবিশারদ,
বিষয়ী মহর্ষি।
যাও ঠাকুরপো যাও নাথ
কি আর কহিব।

[প্রস্থান]

ঘনরাম। ভাইরে নেপাল
নিশ্চয়ই তুই কৃষ্ণ, আমি বলরাম।
চল্ ত্বরা চল্, এ লাঙ্গল দিয়া
বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্র চষিয়া ফেলিব।
তর্কজাল দিয়া
উড়াইয়া দিব হংসে!
মূর্খ বটে আমরা দুজন,
কিন্তু দেখাইব
পৃথিবীতে অজ্ঞতার বল।

কোন ভয় নাই—
লম্ফ দেরে ভাই ।

[উভয়ের লম্ফ ও প্রস্থান, মোহিনীর ও জ্ঞানদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন]

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত ।

আয়রে ভাই ! আয় চলে' আয় চট্‌পট্‌ ।
কুড়ুল নে, বুক ঠুকে' আয় ঘট্‌মট্‌ ॥
সমাজে ঘুরিয়ে মারি ঘা, মোটা গুঁড়ি দা'য়ে মানবে না ;
—চলে' আয়—যাবার জন্য কর্চ্ছি বড্ডই ছট্‌ফট্‌ ।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

হংস ও হংসী।

হংস। উহু হু হু মরি মরি!
নাহি নিদ্রা হয়।
কনক পালঙ্কে ইতস্ততঃ করিতেছি শুধু।

হংসী। হায়! কি হোল! কি হোল!

হংস। হংসের অদৃষ্ট গেছে ভেঙ্গে
ধ্বংস সন্নিকট!
দেখ দেখ আকাশেতে চেয়ে
লোমকূপমুখ যেন বিস্তার বিপুল।
কটা জ্বলে প্রদীপ, প্রেয়সী!

হংসী। একমাত্র দীপ, প্রাণেশ্বর!

হংস। না না দুই দীপ
নেপাল ও ঘনরাম
উহু মরি—
কি করি কি করি প্রাণ যায়!

হংসী। কেন কেন নাথ!

হংস। ভয়ানক ব্যাপার প্রেয়সী।
হইতেছে মহা হৈ চৈ।
হইতেছে বিধবার বিবাহ প্রচার;
মেলা লোক যাইছে বিলাতে;
বৃদ্ধ নাহি করিতেছে বালিকাবিবাহ;
যুবকেরা—প্রকাশ্যে খাইছে মুর্গী।
হিন্দুধর্ম্ম বুঝি যায়।

হংসী। হিন্দুধর্ম্ম যাবে কেন?
এ সব আচার বৈ ত নহে।
কি ভালো আচার কিবা মন্দ, কেবা জানে?
হউক পরীক্ষা তাহা, কিবা ক্ষতি তাহে!
মন্দ আচারের বিষময় ফল
দেখিবে যখন নর—আপনি ত্যজিবে তাহা,
অন্য নর তাহা হ'তে স'রে যাবে ভয়ে।

হংস। কি!—দিতেছ উপদেশ মোরে?
এই হিন্দুসতী!

হংসী। স্ত্রী স্বামীরে উপদেশ নাহি দিবে?
তবে কি করিবে, পতি যদি মন্দমতি?

হংস। পতি যদি বেশ্যাশক্ত মাতাল লম্পট,
পরিবারে করয়ে প্রহার,
করিবে আদর্শ সতী ব্যা ব্যা ধ্বনি শুধু।

গরু যদি লেজ নাহি নাড়ি', শিঙ নাড়ে,
হে হংসী তোমার মত—তবে সে অসতী।

হংসী। কি বলিলে দুরাত্মন্—

হংস। অত তেজে নহে প্রিয়ে—

হংসী। কি! আমি অসতী?

হংস। ধীরে—ধীরে—

হংসী। বটে! [সংমার্জ্জনী আনিয়া] দেখহ আদর্শ সতী!

হংস। সে কি প্রিয়ে!

হংসী। সহিব না এ কলঙ্ক কখন নীরবে,
(প্রহসনেও) যদি সতী হই।
সতীগর্ব্ব না ছাড়িব কভু—ওরে রে রে রে রে—

হংস। ও বাবা!

হংসী। অসহ্য! অসহ্য!

হংস। অসহ্য যদি হয়, গলায় দড়ি দাও!

হংসী। গলায় দড়ি দিব? কেন?

হংস। যে আদর্শ হিন্দুসতী—তাই করে' থাকে।

হংসী। আত্মহত্যা নহে পাপ?

হংস। সতীর পক্ষে নহে,
উন্মাদের আত্মহত্যা পাপ বটে;
তুমি যদি হ'তে চাও সে আদর্শ সতী—
প্রেয়সী; গলায় দড়ি দাও।

হংসী। [সবিস্ময়ে] গলায় দড়ি দিব!

হংস। গলায় দড়ি দাও,
গড়িয়া তোমার মূর্ত্তি রাখিব মিউজিয়মে,
কপালে লিখিয়া দিব
"বঙ্গের আদর্শসতী নারী বুঝি ঐ রে—"
প্রেয়সী গলায় দড়ি দাও।

হংসী। দাঁয় পড়িয়াছে। তুমি ছেড়ে দাও এডিটরি।
নহিলে করিব রসাতল।
ভাত না খাইব।
চুল না বাঁধিব।
করিব চীৎকার ব্যাব্যার চেয়ে বেশী।

হংস। ভয়ঙ্করী, ভয়ঙ্করী—
স্ত্রীবুদ্ধি। সে সর্ব্বনাশ করে।
কহিও না বাণী।
ধরিয়াছে মাথা। করিতেছে শীত!
জ্বর আসে বুঝি।

হংসী। না বালাই। ভাত খাবে চল।

হংস। না না ভাত খাইব না।
লুচি খাবো, লুচি খাবো, অথবা খিচুড়ী।
লুচি ভাজো প্রিয়ে!—
গায়ে জোর করে' নেই।
ও রে রে রে রে রে—

হংসী। কথা যে এড়িয়ে গেল নাথ!

হংস। না না ভয় পাই নাই।
ওকে ওকে যাস্!
দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়ারে পামর!
পলাবি কোথায়? ওরে দিগম্বর!
প্রকাণ্ড শরীর।
যাহা লিখেছিস্ এই ছুড়ে ফেলে দিনু।
ও রে রে রে রে রে দুরাত্মা পামর—
যা যা যা যা মুণ্ড তোর কড়মড়ি খাবো।
হুঁ—হর্—র্—র্— [বেগে প্রস্থান]

হংসী। কি হোল কি হোল!

[পশ্চাদ্ধাবন]

রণবেশে নেপালের ভক্তগণের প্রবেশ ও গীত।

মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ কাট্ কাট্ কাট্ হো।
ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুডুম্ ডুডুম্ ভেঁাপ্পো ভেঁাপ্পো ভেঁা।
হাতি পর হাওদা আর ঘোড়া পর জিন
নাচোরে ধেই ধেই ধেই তা ধিন ধিন ধিন—
পাড়োরে গাল ঘোরা তরোয়াল—
বন্ বন্ বন্, হন্ হন্ হন্, শন্ শন্ শন্ শেঁা।
"ছেড়েদে ছেড়েদে লাগছে যে হাঁপ"
"গেলাম রে" "মোলাম রে—" "বাপ রে বাপ"
উঠেছে রোল—বেজায় গোল—'পালারে পালারে পালারে পেঁা'।

[নেপথ্যে পট্‌কা ও তুবড়ি আওয়াজ]

বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

বক্কেশ্বর। ঘুচিল ধরার ভার, হংস পরাজিত।
হইবে এবার
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
নেপালের কাব্যের রাজত্বে।
সাহিত্য সম্রাট্—
শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আজি।

সখা ও সখীদিগের প্রবেশ ও গীত।

জয় জয় জয় জয় জয় জয় নেপাল চন্দ্র ভাট।
জয় জয় জয় চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্রাট্।
একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি—কিবা ত্যাগ কিবা দান,
"পরিষৎ" জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

দণ্ডধারী ও মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
তাহারই আশায় রে—
দণ্ড। রাই ধৈর্য্যং রঁহু ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । এই ছেঁড়া খাটিয়ায়, সেঁত সেঁতে এই
ভাড়াটে বাসায় রে ।

দণ্ড । রাই ধৈর্য্যং রঁহু ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । সে যে এলো না ।

দণ্ড । ধর ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । কৈ, এখনও ত সে যে এলোনা ।

দণ্ড । রঁহু ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । সে যে আস্‌বে বলে' চলে' গেল তবু—

দণ্ড । ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । কৈ এলো না ত বঁধু ।

দণ্ড । ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । একা একা আর শুয়ে রব কত,
আর কি একাটি থাকা যায়—

দণ্ড । রাই ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । যৌবন জল করে টলমল,
আর কি তা ধরে' রাখা যায়—

দণ্ড । রঁহু ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । ধৈর্য্যং আর থাকে না বঁধু ।

দণ্ড । ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । আর সয় না বঁধু ।

দণ্ড । ধৈর্য্যং—

মল্লিকা । আর রয় না ।

তৃতীয় দৃশ্য।

নেপাল ও তাঁহার কলিকাতার পুরুষ ও নারী ভক্তগণ।

১

আমি একটা উচ্চ কবি— এমনি ধারা উচ্চ,
যে মাইকেল রবি হেমচন্দ্র—আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে ঢস্‌কে,
জন্মেছি এ বঙ্গদেশে বিধাতার হাত ফস্‌কে।

ভক্তগণের কোরাস্।—

মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে—
কে তুমি হে মহাপ্রভু,—নমস্তে নমস্তে!

২

আমি লিখ্‌ছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে—
নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝ্‌বে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজ কাল যা সব লিখ্‌ছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখ্‌ছি।

কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৩

আমি যতই দেখ্‌ছি ভেবে আমার কাব্যসূত্র,
দেখ্‌ছি যে জন্মেছি আমি বাণীর বরপুত্র।

তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা—
পাবে গুরুদাসের নিকট—ওজন দরে সস্তা।

কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব ;
যদিও না থাক্‌তে পারে তাহার নূতনত্ব।
যে "ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ—"
আমি না বোঝালে তাহা কয়জন বুঝ্‌তে পার্ত্ত ?

কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৫

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম—
তোমাদিগের মঙ্গল হোক্—ভো ভো ভক্ত শিষ্য।
এখন কর গৃহে গমন—নিয়ে আমার কাব্য
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্‌ব।

কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

[প্রস্থান]

১ম ভক্ত। উঃ! এঁর কাব্য দিন দিনই বেশী বোঝা যাচ্ছে না।

২য় ভক্ত। এ কবিত্ব কি প্রত্নতত্ত্ব, কি শ্রাদ্ধের মন্ত্র ঠাওরাণো শক্ত।

৩য় ভক্ত। কি ভয়ানক আধ্যাত্মিক!

৪র্থ ভক্ত। বেজায়! প্রায় রবিবাবুর মত।

৫ম ভক্ত। প্রায়! মত!—তুমি ভক্তর দল ছেড়ে যাও! ভক্ত হ'তে পার্ব্বে না। মত?

১ম ভক্ত। শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে উঠ্‌লেন?

২য় ভক্ত। এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P. D. হ'য়ে আস্‌বেন।

৩য় ভক্ত। P. D. কি?

২য় ভক্ত। Doctor of Poetry.

৩য় ভক্ত। ইংরেজরা কি বাঙ্গলা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝ্‌বে?

৪র্থ ভক্ত। এ কবিতা বোঝার ত দরকার নাই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরাজিতে অনুবাদ করে' নিলেই হোল।

২য় ভক্ত। তারপর রয়টর দিয়ে সেই খবরটা এখানে পাঠালেই আর Andrewএর একটা certificate যোগাড় কর্লেই P. L.

৩য় ভক্ত। P. L. কি?

২য় ভক্ত। Poet Laureate.

১ম ভক্ত। ইত্যবসরে একখানা মাসিক বের কর, মাসিক বের কর। আমরা ইত্যবসরে এঁকে একদম ঋষি বানিয়ে দেই—

৩য় ভক্ত। আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে।

৪র্থ ভক্ত। কর্ম্মভোগ মন্দ নয়।

সকলে। চল চল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

ঘনরাম, নেপাল, ও তাঁহার চট্টগ্রামের সঙ্গীগণের প্রবেশ।

ঘনরাম। কেন ভাই তোমরা আমার ছোট ভাইকে পীড়াপীড়ি

কর্চ্ছে? নেপাল কি এখন চাটগাঁয়ে যেতে পারে ভাই? নেপালের অনেক কাজ বাকি আছে।

সঙ্গীগণ। কি বল্লিরে ঘনাই? নেপালের অনেক কাজ বাকি রয়েছে?

ঘনরাম। অনেক। ও সমাজ উদ্ধার ক'রেছে। এখন মানব-জাতিকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে। নৈলে লাঙ্গুল ঘাড়ে করে' আমি ওঁর পেছনে পেছনে ঘুর্চ্ছি?—মানব উদ্ধার বাকি রয়েছে।

চেয়ে দেখ্ ভাইরে নেপাল।
মরেছে দস্তুরমত এ হিন্দুসমাজ।
এইবার বাকি আছে মানব উদ্ধার।
পুনরায় উঠে পড়ে' লেগে যারে ভাই
ফিরে নাহি যাস চট্টগ্রামে;
মূর্খতার দেখাবি প্রতাপ।
কোন চিন্তা নাই—লম্ফ দেরে ভাই।

নেপালের গীত।

আর ত চাটগাঁয় যাবো না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি কল্‌কাতায়।
চাকর পেয়েছি, বামুন পেয়েছি, চাটগাঁর খেলা ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সবাই ভোগো গিয়ে পীলে ও ম্যালেরিয়ায়;
খাঁটী কথা—যাচ্ছি না আর তোমাদের ঐ চাটগাঁয়।
এই ছড়ি নে এই ছাতা নে, আপাততঃ বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়িও রে শেওড়া তলায়,—
ঠানদিদিকে বোলো নেপাল বেঁচে আছে টায় টায়।

আনন্দের প্রবেশ।

আনন্দ। এই যে বাপ নেপাল! আর তোকে নেপাল ব'লবো না। গোপাল! গোপাল!—বংশী হংসবধ আর আর যত মিলে যাচ্ছেরে বাপ্। ওরে! তত্ত্বকথা বুঝ্লেম। ওরে বাপ! একবার বাড়ি ফিরে আয়। তোর গর্ভধারিণী যে পাগলিনী হ'য়েছেন।

আনন্দের গীত।

আয়রে ফিরে আয়রে বাবা আয়রে বাপ তোর বাপের কাছে—
এক ঘা মাত্র লাঠি খেয়ে রাগ করে' কি যেতে আছে?
জ্বরে ভুগে তোর গর্ব্ভধারিণী,
তোকে এখনও ভুল্তে পারিনি,
এখনও যে সে কিছু সারিনি—
তুই ফিরে গেলে সে যদি বাঁচে।

নেপাল। পিতাগো! আগে আপনি দাদাকে নিয়ে যান। আমি এখন যেতে পার্চ্ছি নে। আপনি বল্লেন বাবা, যে মা কেঁদে পাগলিনী হ'য়েছেন? বাবা গো, কি করি! এ দিকে যে কলিকাতা কেঁদে 'পাগলিনী' হ'য়েছেন। আর আমারও dysentery হ'য়েছে।

আনন্দ। কি কথা শুনালিরে বাপ্! কলিকাতা কেঁদে পাগলিনী হ'য়েছেন?

নেপাল। হাঁ বাবা!—এখনও লোকে এই সহরে সেই পুতুল পূজা কর্চ্ছে, কীর্ত্তন গাইছে, এখনও কেউ কেউ রামায়ণ সত্যি ব'লে মান্ছে, আমি কি এখন চাট্গাঁয় যেতে পারি বাবা?

গীত ।

আমি আর কি যেতে পারি বাবা !
মানব উদ্ধার কর্ত্তে হবে—আগে একটু সারি বাবা ।
লিখ্‌ছি যে বক্তৃতা গান—আপনি ফিরে বাড়ি যান,
দেখ্‌তে কি পাচ্ছে'ন না আমার উদ্দেশ্যটা ভারি বাবা !

[সঙ্গীগণকে] ফিরে যাও ভাই ম্যালেরিয়ায়, মর্ত্তে হয় ত তোমরা মর,
যাচ্ছি না ক চাটগাঁয়, তা যাই বল আর যাই কর—

[আনন্দকে] ম্যালেরিয়ার গর্ভধারিণীর অবস্থাটি গুরুতর ?
গর্ভধারিণী তিনি ধারিণী—আমি কি তাঁর ধারি বাবা ।

আনন্দ । আহা হা ! ওরে সব তত্ত্বকথা বুঝ্‌লেম ; ও ! কলির কেষ্ট ! অবতার ! কিন্তু বাপ্‌রে ! তত্ত্বপথে জ্ঞানকাণ্ডে আমি যাবো না । তোতে যেন প্রেম থাকে, এই ভিক্ষা দেরে বাপ্ !

জন্ম জন্ম এমন ছেলে আমি পেলে আমি পেলে
আর কিছু আমি চাহিনাক ।
বেঁচে থাকো ওহে হরি, আর না জিজ্ঞাসা করি,
বেঁচে থাকো, আহা বেঁচে থাকো ।

ঠিক ব'লেছিস্‌রে বাপ্ । ওরে সব রাখালবালক ! চল্ চট্টগ্রামে ফিরে যাই—নেপালের অনেক কাজ বাকি রয়েছে ।

নেপাল । পিতা গো ! তবে আর বিলম্ব কি । যান বাবা আমার গর্ভধারিণীকে সান্ত্বনা করুনগে যান ! যাও সব রাখালবালক ! চট্টগ্রামে ফিরে যাও । আমিও বাদুড় বাগান গমন করি । পিতা গো ফিরে যান ।

[প্রস্থান]

আনন্দ ও সঙ্গীদিগের গীত।

আজ, চল চল ফিরে চল চট্টগ্রামে পুনর্ব্বার।
ওরে, হ'য়ে গেছে প্রেমকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে একাকার।
আজ নেপালচন্দ্র বোঝাচ্ছে তার বক্তৃতাতে ধর্ম্মসার ;
ওরে নূতন সত্যে নূতন তত্ত্বে ছেয়ে গেল এ সংসার।
আজ ঘুচাতে ধরার ভার ঘুচাতে এ অন্ধকার ;
ঐ সাহিত্য আকাশে নেপাল পূর্ণচন্দ্র অবতার।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০ঃ-ঃ০—

মল্লিকা শয়ান। সম্মুখে মালতি ও ডাক্তার।

মল্লিকা। কোথায় আমি ! কোথায় আমি ! আমি যাই ! আমি মরি !—হা আমার নেপাল বিহনে—আমি যে—আমি যে বাঁচিনে ! —কৈ ! কোথায় নেপাল ! সখিরে !—ও হো হো হো হো—

ডাক্তার। ব্রাণ্ডি দাও। ব্রাণ্ডি দাও।

মল্লিকা। ঐ আবার। ফিঁক ধর্ল ? নেপাল রে !

মালতি। মাঝে মাঝে এই রকম ফিঁক ধরে।

ডাক্তার। তাইত ব্যারামটা শক্ত দাঁড়িয়েছে। তা—একটা purgative দিলেই সেরে যাবে এখনই।

মালতি। সার্ব্বে ত !

মল্লিকা। ঐ আবার ! [সুরে] ওরে নেপাল ! নেপাল রে !

ডাক্তার। তাই ত!

[ডাক্তারের প্রস্থান]

মল্লিকা। মলাম সখি! গেলাম সখি!—

মালতি। কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে সখি?

মল্লিকা। চা খাবো, চা খাবো। তার পর—উঃ! ঐ আবার!—গেল! গেল! প্রাণ গেল! বুক ফেটে গেল! সখিরে—আহা!

মল্লিকার গীত।

মোলাম সখি মোলাম সখি এ কি হোল পরমাদ!
পাটির মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দড়ি দিয়ে আমায় বাঁধ্।
নেপাল নেপাল নাম শোনাও—
কাঁধে করে' নিয়ে কর্ণফুলীর জলে ভাসিয়ে দাও,
ভেসে যাই যেন গো কলকেতায়—
(মল্লিকার) দেহ দেখেন যেন নেপাল চাঁদ।

[মোহপ্রাপ্তি]

মালতি। ওরে সর্ব্বনাশ হয় যে! ওরে পোড়ারমুখীরা! তোরা একবার ভালো ক'রে দেখ্, সাধের কমলিনী যেন অকালে শুকিয়ে না যায়। আমি নেপালচন্দ্রকে telegraph কর্চ্ছি। মুন্সেফগৃহিণী! তুমি নেপাল-সোহাগিনী। নেপাল কি তোমার এ দশা দেখে আর স্থির থাকৃতে পার্ব্বেন? এলেন ব'লে। ওঠো, ভাত খাও।

[প্রস্থান]

মল্লিকার সহসা উত্থান ও গীত।

নিপট কপট তুঁহু শ্যাম (আরে)
শুধু বৈঠে বৈঠে হম তুঁহারি কবিতা পড়ে,

আশু না বিচারি—হাহা কিয়া কেয়া কাম।
লাজ কাজ সব কর্ণফুলিমে ডারি
সারি সারি বৈঠে হুঁ সব নারী,
খিচুড়ি খাকে আওর কপি তরকারি,
জঁপত জঁপত হুঁ নেপালচাঁদ নাম।

[নেপালের আবির্ভাব]

মালতি। কমলিনী! এই দেখ নেপালচাঁদ উদয় হ'য়েছেন।

নেপাল। ঠানদি! আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

মল্লিকা। এয়েছো?—সোনার চাঁদ আমার!

মালতি। এত দেরী কর্ত্তে হয় ঠাকুর্পো? ঠানদি যে তোমা বিহনে—আর একটু হ'লেই হ'য়েছিল আর কি।

নেপাল। কেন! কেন! ঠানদির অবস্থা কি রকম হ'য়েছিল?

মালতি। ঘন ঘন ফিক্! আর কি ক্ষিধে। এমন ক্ষিধে কেউ কখন দেখিনি। এই খাওয়া—আর নেই। এত দেরী কর্ত্তে হয় নিষ্ঠুর।

নেপাল। আমার যে মানবজাতিকে উদ্ধার কর্ত্তে দেরি হ'য়ে গেল। এখন আমি সাহিত্য সম্রাটকে সম্রাট্, ঋষিকে ঋষি—

মালতি। যাত্রার অধিকারীকে যাত্রার অধিকারী।

মল্লিকা। যাও দিদি যাও,

ঝিকে বল এক্ষণিই দোকানেতে যাক্,
আনুক কিনিয়া
চার পয়সার ভালো গরম সিঙ্গাড়া,
দুই পয়সার খাস্তা কচুরী,

আর পাঁচ পয়সার—যাহা ভালো পায়—
—হাঁ হাঁ বঁদে, আর দুই পয়সা জিলিপি।

[সসব্যস্তে মালতির প্রস্থান]

মল্লিকা। বঁধু তোমার উদ্দেশে আমি গান তৈরি করে' রেখেছি! শ্রবণ কর। সখীগণ দোয়ার দাও।

সখীগণের প্রবেশ ও মল্লিকার গীত।

এসো হে, বঁধুয়া আমার এসো হে,
ওহে কৃষ্ণবরণ এসো হে,
　ওহে দন্তমাণিক এসো হে;
এসো সরিষাতৈলস্নিগ্ধকান্তি,
　পমেটম চুলে এসো হে।
ওহে লম্পটবর এসো হে,
　ওহে বক্কেশ্বর এসো হে;
ওহে কলমজীবী নভেল-পাঠক—
　ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে।
ওহে কম্ফর্ট গলে এসো হে,
　ওহে পেড়ে ওড়নায় এসো হে;
ওহে অঞ্চলদড়িবন্ধন গরু,
　গোয়ালেতে ফিরে এসো হে।
এসো পূজোর ছুটিতে এসো হে,
ওহে বড় দিনে ফিরে এসো হে;
　এসো Good Fridayতে privilege leave,
　French leave নিয়ে এসো হে।

দণ্ডধারীর প্রবেশ।

দণ্ড। শেষে এতদূর গড়িয়েছে! তখনই ত ব'লেছিলাম বাবাজিকে যে এঁ্যা এঁ্যা—কলির কৃষ্ণ।—গরু জুটেছে, রাখালবালক জুটেছে, গোপিনী জুটেছে,—এঁ্যা এঁ্যা—রাধিকার কি অভাব হবে! রাধিকা এলো বলে'।—কিন্তু আমার দ্বিতীয় পক্ষ যে এঁ্যা এঁ্যা—সেই রাধিকা, তা ঠিক জান্‌তাম না।

মল্লিকা। তুমি যা ভাব্‌ছ তা নয়। এ পবিত্র প্রেম।

দণ্ডধারী। বুঝেছি। আর ব'ল্‌তে হবে না। আচ্ছা ভায়া—এঁ্যা এঁ্যা—তোমার ঠানদিরই না হয় মাথা খারাপ, কিন্তু শেষে তুমিও!

নেপাল। ঠাকুর্দ্দা! এটা নাতির রসিকতা বলে' ধরে' নেবেন।

দণ্ডধারী। কিন্তু তার ত একটা মাত্রা আছে?

নেপাল। নাতির রসিকতার কি মাত্রা আছে ঠাকুর্দ্দা!—বড় মধুর! বড় মধুর! এর মধু আপনি কি বুঝ্‌বেন ঠাকুর্দ্দা!

দণ্ডধারী। সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌ছি ভায়া।—তবে রোসো, আমিও একটু রসিক হই! দাদামহাশয় সম্পর্ক ত! রসিক না—এঁ্যা এঁ্যা হ'লেও রসিকতার চেষ্টাটাও ত কর্ত্তে হয়! [প্রস্থান]

মল্লিকা। তুমি মোর নিধি শ্যাম তুমি মোর নিধি।

নেপাল। আর এ প্রাণের বঁধু তুমি ঠানদিদি।

মল্লিকা। আমি রাধা তুমি শ্যাম,

নেপাল। তুমি রাধা আমি শ্যাম;

মল্লিকা। আমি রাধা তুমি শ্যাম,

দণ্ডহস্তে দণ্ডধারীর প্রবেশ।

দণ্ড। [লাঠি উঠাইয়া] এই, কাঁধে বাড়ি বলরাম।

আনন্দ ও ডাক্তারের প্রবেশ।

আনন্দ। ও কি! ও কি! [লাঠি ধরিলেন] কর কি!— ব্যাপারখানাটা কি!

দণ্ড। ঠাকুর্দ্দা আর নাতির ন্যায্য রসিকতার মধ্যে তুমি এসে বাধা দাও কেন বাবাজি!

ডাক্তার। শেষে ঠাকুর্দ্দা ঠান্‌দি পর্য্যন্ত spread ক'রেছে। Very contagious.

আনন্দ। ও রকম করে' আমার পানে তাকাচ্ছেন যে ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার। দেখ্‌ছি—তুমিও ক্ষেপেছ কিনা।— হুঁ!—শেষে গুষ্টি শুদ্ধ!—

আনন্দ। সার্ব্বে! ডাক্তার, সার্ব্বে?

ডাক্তার। আর purgativeএও কিছু হবে না। [প্রস্থান]

আনন্দ। কেন! কেন! ডাক্তার বাবু!

[সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান]

দণ্ড। এর পরে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। এর moral আমি এইটুকু বুঝ্‌লাম যে—এঁ্যা এঁ্যা—ছেলে বয়সে যে লোকে বিয়ে করে সে নিজের জন্য, আর বুড়োবয়সে যে বিয়ে করে সে—এঁ্যা এঁ্যা—পরোপকারায়।—তা পরোপকারায় সতাংহি জীবনং। [ক্রন্দন]

মল্লিকা। আহা কেঁদো না! আমি তোমারই, প্রাণেশ্বর! তোমারই। এ একটু এক রকম কৃষ্ণ যাত্রা হ'য়ে গেল।

দণ্ড। ও! তাই! তা এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারিনি প্রেয়সী! কিন্তু এত জ্যান্ত কৃষ্ণ যাত্রা কোথাও দেখিনি।

মালতি। ঠাকুর্পো যে একজন খুব ভাল অধিকারী।

মল্লিকা। হুঃ! অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

দণ্ড। কে বলে আমি বেরসিক। [মল্লিকাকে] তবে—এঁ্যা এঁ্যা—একবার উপযুক্তস্যনাতিস্য পাশে দাঁড়াও। একবার মাত্র। [নেপালকে] তার পর কিন্তু আর কোন দাবী চ'ল্‌বে না।

[নেপাল ও মল্লিকা কৃষ্ণ রাধিকা ভাবে দাঁড়াইলেন]

মালতি। ওগো সখীরা এসে গাও। পালা শেষ করি।

সখীদিগের প্রবেশ ও সকলের গীত।

আহা এ মধুর নিশি 'অটোরোজ' একশিশি,
এনেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।

১ সখী। সেজদি পাঠায়ে দেছে তোমারে গাধার টুপি
[পরাইয়া দিলেন]

দণ্ডধারী। ঠাকুর্দ্দা দিতেছে পয়জার
[জুতার হার পরাইয়া দিলেন]

মালতি। ভাজ পাঠায়েছে এই আদর প্রশস্ত
[কাণ মলিয়া দিলেন]

মল্লিকা। ঠান্‌দি দিতেছে গলহস্ত [অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন]

৩ সখী। পাঠায়েছে মেজ শালী,
মুখে এই চুণকালি ; [মুখে মাথাইয়া দিলেন]

দণ্ডধারী। —কালির ছিল না দরকার—

নেপাল ভিন্ন সকলে। যাও হে, তুমি হে, কবি হে,—

দণ্ডধারী। ঢাল ঘোল মাথায় উহার— [সকলে ঘোল ঢালিলেন]

সখীগণ। তুমি আমাদের বঁধু,

দণ্ডধারী। আমি তোমাদের বঁধু,

নেপাল। তিনি তাঁহাদের বঁধু,

মল্লিকা। তোমরা তাঁহার।

নেপাল ভিন্ন সকলে। এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
ধর হে প্রিয় হে বঁধু হে—
নিজ পরিবারে চির নিজ অধিকার—

দণ্ডধারী ও মল্লিকা পাশাপাশি দাঁড়াইলেন। নেপাল দূরে মুখ-বিকৃত করিয়া দাঁড়াইলেন।

মালতি ও সখীগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া গাইলেন।

তুমি আমাদের বঁধু
আমরা তোমার বঁধু—
তোমরা ইঁহার বঁধু—
ইঁহারা তোমার—
ভালোয় ভালোয় শেষ এই নাটিকার।

যবনিকা পতন।